ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

আলমগীর্	...	...	দিল্লীর সম্রাট
আকবর	...	...	ঐ পুত্র
কাম্‌বক্‌স্	...	...	ঐ উদিপুরী বেগমের গর্ভজাত
দিলীর খাঁ	...	...	উজীর
তয়বর খাঁ	...	...	সেনাপতি
এরাদৎ খাঁ, সেফি খাঁ	...	...	সৈন্যাধ্যক্ষ
জয়সিংহ	...	...	মেবারের রাণা
ভীমসিংহ	...	...	ঐ প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র
রাজসিংহ	..	...	রাণী বীরাবাইয়ের গর্ভজাত পুত্র
দয়ালসা	...	...	দেওয়ান
গঙ্গাদাস, গরীবদাস	...	...	শক্তাবৎ সর্দার-রাণার দেহরক্ষী
রামসিংহ	...	...	জয়পুরের রাজা
শ্যামসিংহ	...	...	বিকানীরের রাজা
বিক্রমসিংহ	...	...	রূপনগরের রাজা

সালুম্ব সরদার	...	...	
রাজপুত বালক	...	...	
দীপচাঁদ	...	...	উমানাথ মন্দিরের পুরোহিত

মোগল এবং রাজপুত সৈন্যগণ, বান্দা, প্রহরী, চারণবালকগণ,
রূপনগরের দেওয়ান, কর্ম্মচারী, মনসব্দারগণ, সর্দ্দারগণ
অন্ধ, খঞ্জ ও বৃদ্ধ রাজপুত পুরুষগণ, ভীলসর্দ্দার,
মোসাহেবগণ, ইত্যাদি

স্ত্রী

উদিপুরী	...	...	আলমগীরের বেগম
বীরাবাই	...	...	মেবারের রাণী
সুজাতা	...	...	দয়ালসার কন্যা (গরীবদাসের স্ত্রী)
রূপকুমারী	...	...	বিক্রমসিংহের ভগিনী

বাঁদী, সহচরীগণ, নর্ত্তকীগণ, রাজপুত-রমণীগণ, বন্দিনীগণ,
চারণীগণ, ইত্যাদি

দ্রষ্টব্য ঃ—[অভিনয়ে সময় সংক্ষেপের প্রয়োজন হইলে *[—]* অংশগুলি ও চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য পরিত্যাগ করিলে মূল নাটকের সৌন্দর্য্য বা রসহানি হইবে না।]

আলমগীর্

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দিল্লী—প্রাসাদ—রংমহল

বাঁদীগণ

গীত

তোরে লিয়ে জাগি (রয়না) তোরে লিয়ে জাগি,
জাগি, মোরি মাতোয়া ময় অনুরাগী (রয়না)
অরুণ বরুণ তুমে নয়না কিওরে নয়মু ক্যায়সে জানে
রস রস পাগি (রয়না)

প্রস্থান

উদিপুরী ও শ্যামসিংহের প্রবেশ

*[উদি। আপনি তাকে দেখেছেন রাজা ?

শ্যাম। সে আমার ভগিনীর কন্যা। আমি তাকে দেখিনি ? তবে বছর খানেক তাকে দেখিনি।

উদি। সে কি বড়ই সুন্দরী ?

শ্যাম। একথা আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রছেন কেন বেগমসাহেব ?

উদি। রামসিংহ—শুনলুম, সম্রাটকে বলেছে যে, সেরূপ সুন্দরী

তাঁরও অন্তঃপুরে নেই। তার কথার সত্যতার প্রমাণ একমাত্র আপনার কাছে পাব ব'লে জিজ্ঞাসা ক'রছি।

শ্যাম। অম্বরপতি মিছে বলেনি।

উদি। উদিপুরী বেগমকে ত আপনি সর্ব্বদাই দেখছেন রাজা!

শ্যাম। আপনি পরমা সুন্দরী।

উদি। সেত আমিও জানি। রূপকুমারী আমা হ'তেও সুন্দরী কি না?

শ্যাম। দেশভেদে রুচিভেদে সৌন্দর্য্যের প্রকার ভেদ।

উদি। সুতরাং আমি বুঝে নিলুম আপনার চক্ষে রূপনগরওয়ালী আমার চেয়েও বেশী সুন্দরী। কেমন—না রাজা? আপনার নীরবতাই আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। সম্রাট তার রূপের কথা শুনে কিছু বলেছেন?

শ্যাম। রাজা রামসিংহ হীন কাপুরুষ। নিজে সেই কন্যাকে লাভ ক'রতে পারেনি ব'লে তার রূপের কথা বৃদ্ধ সম্রাটের কানে তুলেছে।

উদি। পারেনি কেন? রামসিংহ ত একজন বিশিষ্ট রাজা।

শ্যাম। ওই কুৎসিত। আর কিসের বিশিষ্ট সে? আমাদের সমাজে ঐশ্বর্য্যের সম্মানের চেয়ে বংশের সম্মান ঢের বেশি। রূপনগর-রাজ ক্ষুদ্র ভূস্বামী বটে কিন্তু বংশ-মর্য্যাদায় সে রামসিংহ হ'তে অনেক উঁচু।

উদি। যদি তাকে বেগম ক'রতে বৃদ্ধ সম্রাটের অভিরুচি হয়?

শ্যাম। সে ভয় নেই বেগমসাহেব। সে সম্বন্ধে আমি সম্রাটকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলুম। তিনি বলেছেন, রূপ নিয়ে খেলা ক'রবার তাঁর বয়স গেছে। বিশেষতঃ, সাম্রাজ্যের ব্যাপার নিয়ে তিনি এখন বড়ই ব্যস্ত।

উদি। সে ত ক্ষুদ্র যোধপুর দখল ক'রবার জন্য।

শ্যাম। না বেগমসাহেব, শুধু যোধপুর নয়। সম্রাট ভারতের সমস্ত হিন্দুর মাথায় খাজনা বসিয়েছেন। ভেবেছিলেন, নিরীহ হিন্দু নীরবে তাঁকে এ কর দেবে। কিন্তু তা হয়নি।

উদি। হিন্দু মাথা তুলেছে ?

শ্যাম। অন্যে মাথা তুললে সম্রাটের তত চিন্তার কারণ ছিল না। স্বয়ং রাণা বিরোধী হয়েছেন।

উদি। সম্রাট কি রাণার মাথায় কর ধার্য্য করেছেন ?

শ্যাম। তা বোধ হয় নয়। রাণা সমস্ত হিন্দুর প্রতিনিধি স্বরূপ এই জিজিয়া করের উপর আপত্তি করেছেন।

উদি। কি ব'লেছেন জানেন ?

শ্যাম। দূত দিয়ে সম্রাটের নামে এক পত্র পাঠিয়েছেন। পত্রের কি মর্ম্ম আমি জানি না। তবে পত্র পেয়ে বাদশাহকে কিছু বিশেষ রকমের বিচলিত দেখছি।

উদি। মনে করেছেন কি রাণার সঙ্গে সম্রাটকে যুদ্ধ ক'র্‌তে হ'বে ?

শ্যাম। খুব সম্ভব। যখন রাণা যোধপুর-কুমার অজিতকে আশ্রয় দিয়েছেন, তখনই ত বুঝেছিলুম তাঁর সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ অনিবার্য্য। তার ওপর এই জিজিয়া করের প্রতিবাদ। ক'দিন ধ'রে বাদসার যেরূপ মুখের ভাব দেখছি, তাতে বেশ বুঝতে পারছি পত্রের লেখা বড় ঝাঁজালো।

উদি। 'আমাদের' বললেন যে রাজা ?

শ্যাম। ওঃ ! কথাটা ধরেছেন বেগমসাহেব ! আমাতে আর রাজপুতের কি আছে ! বাইরে শুধু একটা নাম ! ভিতরটার সমস্তই মোগল হয়ে গেছে। আপনি জানেন না, এই জিজিয়া কর প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে আমি কত আনন্দ প্রকাশ ক'রেছি।

উদি। না রাজা, তা করেন নি।

শ্যাম। সেটুকু সে ক'র্‌বে না, ক'র্‌তে পারে না। কিন্তু বেগম-সাহেব, আমাতে হিন্দুর জাতীয়ত্বের কি কিছু চিহ্ন আছে?

উদি। আছে বইকি রাজা! সে মোগলের প্রতাপের ভয়ে বাইরে আত্মপ্রকাশ ক'র্‌তে পারে না। কিন্তু নির্জ্জনে চোখের জল ফেলে 'আছি' ব'লে নিজের পরিচয় দেয়। যাক্ আমি স্ত্রীলোক—ও সাম্রাজ্যের নীতিকথায় আমার প্রয়োজন নেই। আপনি মনে মনে যা' করেছেন—রাণাকে ধন্যবাদ দেওয়া—আমি প্রকাশ্যে সেই কথা ব'লে—রাণাকে সহস্র ধন্যবাদ দিয়ে ও সাম্রাজ্যের কথা ছেড়ে দিই। এখন বলুন দেখি, এত যুদ্ধবিগ্রহের চিন্তার ভিতরেও রূপনগরওয়ালীকে আন্‌বার জন্য যদি সম্রাটের ইচ্ছা জেগে উঠে?

শ্যাম। না বেগমসাহেব, আপনি সে সন্দেহ করবেন না।

উদি। যদি জাগে? আপনি ত জানেন, শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ব'লে মনে হয়েছিল ব'লেই সম্রাট এই আরমানী বিবিকে কাশ্মীর থেকে কুড়িয়ে এনে তাঁর পবিত্র হারেমে স্থান দিয়েছেন। যদি জাগে রাজা?

শ্যাম। তাহ'লে বালিকার বড়ই দুর্ভাগ্য।

উদি। আপনি কোন প্রতীকার ক'র্‌তে পারেন না?

শ্যাম। আমি?

উদি। আপনি না ক'র্‌তে পারেন, যদি আমি পারি?

শ্যাম। কি রকম ক'রে ক'র্‌বেন?

উদি। তা এখন কেমন ক'রে ব'লব! যদি সম্রাটের ইচ্ছা না হয়, তা হ'লে সকল গণ্ডগোল চুকে গেল। কিন্তু যদি হয়—রাজা! এ আমার রাজ্য নিয়ে লড়াই—প্রতীকারের চেষ্টা না ক'রে ত আমি চুপ করে থাকতে পারব না!

শ্যাম। তাইত! রূপনগর কোথায় আর আপনি কোথায়? আপনি কি ক'রে প্রতীকার ক'র্‌বেন!

উদি। না ক'র্‌তে পারলে রাজ্য হারাবো। সুতরাং সে বিষয়ে আপনার চিন্তা ক'র্‌বার বিশেষ কিছু নেই। ক'র্‌তে পারলে আপনি সুখী হবেন ত?

শ্যাম। সুখের অবধি থাকবে না।

উদি। তাহ'লে গোপনে গোপনে জানুন সম্রাটের অভিপ্রায় কি।

শ্যাম। এখন থেকেই জানতে নিযুক্ত রইলুম বেগমসাহেব!

উদি। অনুগ্রহ ক'রে তয়বর খাঁকে ব'লে আসুন, তিনি যেন আমার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করেন।

শ্যামসিংহের প্রস্থান

মূর্খ রাজা, তার বাইরেটা দেখে তুমি তার ভিতরটা কি স্থির ক'র্‌বে। তাহ'লে আওরঙ্গজেবের কবর প্রবেশের আর বিলম্ব নেই। তার ইচ্ছা আমি এইখান থেকেই বুঝতে পারছি। তার মনের হাসি আমি এইখান থেকেই শুনতে পাচ্ছি।

বাঁদির প্রবেশ

কি জেনে এলি?

বাঁদী। সম্রাট নিজের কামরায় মাথা হেঁট ক'রে পায়চারি ক'র্‌ছেন।

উদি। কাছে কেউ নেই?

বাঁদী। কই, কাউকেও ত দেখ্‌লুম না। প্রহরীরা সব ঘরের বাইরে আছে। আমি আপনার কথা ব'লতে ব'ললেন—"আমার যেতে বিলম্ব হ'বে। হয়ত আজ যেতেই পারব না। আমি আজ একটা কোন দুরূহ ব্যাপারের চিন্তায় ব্যস্ত আছি।"

উদি। আচ্ছা, কাম্‌বক্‌সকে একবার ডেকে দে।

বাঁদির প্রস্থান

রামসিংহের প্রবেশ

রাম। আমাকে ডাকিয়েছেন কেন বেগমসাহেবা?

উদি। রামসিংহ! রূপনগরওয়ালীর কাছে তুমি নাকি তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছ?

রাম। ওই বুড়ো ভণ্ড বুঝি আপনাকে ব'লে গেল!

উদি। বিকানীর ব'লে গেল---"রামসিংহ হীন কাপুরুষ। রূপনগর-ওয়ালীর কাছে অপমানিত হ'য়ে প্রতিহিংসা নিতে তার রূপের কথা বৃদ্ধ বাদসার কানে তুলেছে।"

রাম। আমার অসাক্ষাতে আপনার কাছে যে আমাকে হীন কাপুরুষ ব'লতে পারে, হীন কাপুরুষ সে।

উদি। বলে—"ওই ভূষিভরা পেটের মালিককে সে অনুপমা সুন্দরী পছন্দ করবে কেন?"

রাম। সুন্দরী আমাকে দেখলে পছন্দ ক'র্‌ত কিনা আমি বুঝে নিতুম।

উদি। ও! তুমি পথে থেকেই তাড়া খেয়েছ?

রাম। তার ভাই বিক্রমসিংহ ওই বুড়ো বেটারই মত ভণ্ড।

উদি। বুঝেছি। তা তুমি একটা দেশ-জানিত বীরপুরুষ, তুমি তার অপমান সয়ে চলে এলে।

রাম। সে যে বাদসার খাস প্রজা নইলে—

উদি। রূপনগরটা একেবারে সমভূম ক'রে দিয়ে আস্‌তে?

রাম। নিশ্চয়।

উদি। তা তাদের উপর রাগ ক'রে আমার মাথাটা খেতে এসেছ কেন?

রাম। কি ক'রে?

উদি। কি ক'রে যদি বুঝতে পারবে, তাহ'লে স্ত্রীলোকের তাড়া খেয়ে মোগলের হারেমে পালিয়ে এস! নিশ্চয় তুমি রূপকুমারীর কথায় উত্তেজিত হয়েছ। তার ভাই ব'ললে কখনও তোমার এত রাগ হ'ত না।

রাম। না—না—সে চিকের আড়ালে ছিল।

উদি। তুমি তাকে দেখনি?

রাম। একটু একটু! সে না বললেই হয়। বড় ঘন চিক।

উদি। তা হ'লে তার মুখের কথা শুনেছ। নিশ্চয় শুনেছ। গোপন ক'র না রাজা!

রাম। তা শুনেছি।

উদি। কি বলেছে আমায় বলতে হবে।

রাম। (হস্ত বিকৃত করিয়া) উঃ! বাদশা যে আমার কথাটায় ভাল ক'রে কান দিচ্ছেন না।

উদি। আমাকে বন্ধু জেনে বল রাজা!

রাম। আপনি সে অপমানের শোধ নিতে পারবেন?

উদি। তুমি ব'লেই দেখ না!

রাম। প্রথমে সে কোনও কথা কয়নি। তার ভায়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তার পর যেমনি আমি আসন ছেড়ে উঠেছি, অমনি মেয়েটা ভিতর থেকেই তাদের পুরোহিতকে ব'লে উঠল—"ওই ভূঁড়িসার তুর্কীর শ্যালক যেখানে বসেছিল, সেখানে গঙ্গাজল দাও।"

উদি। মানে কি?

রাম। মানে, স্থানটা এতই অপবিত্র হয়েছে যে, যা-তা জল দিয়ে ধু'লে সে পবিত্র হ'বে না।

উদি। তা হ'লে বিলক্ষণই ত অপমান ক'রেছে।

রাম। কিন্তু আমি যে এ অপমানের শোধ নেবার কোনও উপায় দেখছি না।

উদি। কি ক'রতে পারলে, তোমার অপমানের শোধ হয় মনে কর?

রাম। তাকে তুর্কীর বাঁদী দেখলেই শোধ হয় মনে করি।

উদি। সম্রাট কি তাকে দিল্লীতে আনতে চান না?

রাম। কৈ সে রকম ভাব ত তাঁর দেখতে পেলুম না।

উদি। আমি যদি তাকে আনাবার চেষ্টা করি?

রাম। আনিয়ে তাকে বাঁদী ক'রবেন?

উদি। বাঁদী কেন—পুত্রবধূ ক'রব। দেখ—রাজি আছ?

রাম। তা হ'লে তার ঠিক শাস্তি হ'ল কই।

উদি। এর বেশি তার শাস্তির প্রত্যাশা ক'র না অশ্বরপতি। যে তুর্কীর শ্যালককে সে ঘৃণা দেখিয়েছে, সেই তুর্কীর বধূ হ'লে তার মর্ম্মভেদ হয়ে যাবে। বৃদ্ধ সম্রাটকে সে কন্যা দেবার প্রত্যাশা পরিত্যাগ কর! কেন না আমি জেনেছি।

রাম। বেশ—তাই।

উদি। তা হ'লে আমার পুত্রকে একবার সে কন্যা দেখাতে হবে।

রাম। কেমন ক'রে?

উদি। সে ব্যবস্থা আমি ক'রব। তুমি যখন পূর্ণভাবে তাকে দেখনি, তখন তার রূপ সম্বন্ধে তোমার জ্ঞানের উপর আমি সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন ক'রতে পারছি না।

রাম। উত্তম—ব্যবস্থা করুন, আমি সাহাজাদাকে দেখাব।

উদি। সম্রাটের সঙ্গে আর এ সম্বন্ধে কোনও কথা কয়ো না।

রাম। আবার!

উদি। যাও, নিশ্চিন্ত হয়ে আজকের মত বিশ্রাম কর।

রামসিংহের প্রস্থান

ঠিক হয়েছে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলব। মূর্খ রামসিংহ, আর সরল প্রকৃতি বৃদ্ধ বিকানীর, এদের কাছে সাধু সেজে তুমি আমার চোখে

ধুলি দিয়েছ মনে ক'র না। চতুর সম্রাট! রাজকুমারীর পাণিলোভে যখন তুমি মুখোস খুলবে, তখন দেখবে তোমার পুত্র আগেই তার হাতে হাত দিয়েছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দিল্লী—প্রাসাদ—পাঠাগার

আওরঙ্গজেব

আও। মন্দ কি! দাম্ভিকা কাশ্মীরী বাইএরও দর্প-টা চূর্ণ ক'রে নেওয়া যাক না। সে একেবারে বুঝে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে, ভূবিজয়ী আলমগীর্ তার কাছে পরাজিত। তার ভ্রমটা ঘুচিয়ে দেবার এইত একটা বেশ সুযোগ এসে উপস্থিত হয়েছে। রূপনগরওয়ালী—আমার নাতিনীর বয়সী কুমারী। সে খুঁজ্ছে রূপ—যৌবন। রামসিংহের একটার অভাব। তাইতেই বালিকা তাকে দূর ক'রে দিয়েছে। আমার রূপও নেই—যৌবনও নেই। কিন্তু আছে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন তক্তাউস্, আর তার চার পাশ ঘেরে আসমুদ্র হিন্দুস্থান! এ যার আছে, তার রূপও আছে, যৌবনও আছে। যতদিন ময়ূরসিংহাসনে ব'সে থাকবো, ততদিন আমার তুল্য সুন্দর কে? তবে দেখি না। বিক্রমসিং আমার একান্ত আশ্রিত ভূঁইয়া রাজা। তার ভগ্নি! আমি সে কন্যাকে বিবাহ ক'র্তে চাইলে—থাক্—মনেও এখন এ কথার আলোচনা চলবে না। বৃদ্ধ বিকানীর আসছে—ভাগিনেয়ীর ভবিষ্যৎ চিন্তায় ব্যাকুল হয়েছে—থাক্—না—আমি রামসিং নই।

রামসিংহের প্রবেশ

হাঁ রাজা, রামসিংটা কি মূর্খ! নিজের এই লজ্জাকর অপমানের কথাটা আমাকে এসে শোনাচ্ছে।

শ্যাম। মূর্খ নয় সম্রাট, পাজী।

আও। ঠিক্ বলেছেন, শুধু মূর্খ নয়। আমাকে রূপের কথায় উত্তেজিত ক'রতে এসেছে। যদি বালিকা তুর্কীকে গাল দিয়ে থাকে, তা সে কথা আমাকে শোনানো কি তার উচিত হয়েছে!

শ্যাম। সম্রাট! একি বিশ্বাসের কথা! যার ভ্রাতা স্বতঃপরত সম্রাটের অনুগ্রহভাজন, তার ভগ্নি আপনাকে গাল দেবে!

আও। আমাকে বলবার উদ্দেশ্য বুঝেছেন?

শ্যাম। সে সম্রাটকে তার মত হীনমতি মনে করেছে।

আও। মনে করেছে, এই কথা শুনলেই আমি রেগে যাব, আর আপনার ভগিনী-পুত্রীকে দিল্লীর হারেমে ধ'রে নিয়ে আসব।

শ্যাম। ও পশুর কথা নিয়ে আলোচনা ক'রবেন না জাঁহাপনা।

আও। না, আর বেশিক্ষণ আলোচনা করব না; প্রথমে তার কথা শুনে আমার হাসি পাচ্ছিল। এখন একটু একটু ক্রোধের উদ্রেক হচ্ছে।

শ্যাম। আপনি যদি কাছে না থাক্তেন, আমি তখনই তার দাঁত ক'টা ভেঙ্গে দিতুম। এত বড় বেহায়া; নিজের লাঞ্ছনার কথা বলে আর হাসে।

আও। মির্জ্জারাজা জয়সিংহের পুত্র সে, পেজোমী তার পৈতৃক সম্পত্তি। বালিকার আচরণের প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশে আমাকেও সে এক ঘা মেরে গেছে। এ কথা সে আমার পুত্রদের মধ্যে কারও কাছে ব'লতে পারত, আমার প্রিয়তম পুত্র কাম্‌বক্‌সের সঙ্গী সে— একথা অন্ততঃ তাকে ব'লতে পারত!

শ্যাম। কনিষ্ঠ সাজাদা যদি আমার ভাগ্নীকে বিবাহ ক'রতে এখানে নিয়ে আসে?

আও। তাহ'লে ত আর প্রতিশোধ লওয়া হয় না। কাম্‌বক্‌স্ যুবা ও সুশ্রী।

শ্যাম। আর আপনি বৃদ্ধ।

*[আও। শুধু বৃদ্ধ! রামসিং কুৎসিত—আমি বৃদ্ধ ও কুৎসিত। ভালো রাজা, আপনার ভগিনী-কন্যা শুনলুম কুড়ি একুশ বৎসরের যুবতী। আজও পর্য্যন্ত তার বিবাহ হয়নি কেন?

শ্যাম। আমাদের ও জাতের খবর সম্রাট! কেন, বললে আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন না। বংশের যোগ্য পাত্রের অভাবে বালিকার আজও পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই।

আও। আচ্ছা রাজা, আপনাদের ওই রাজপুত জাতটা কি? এত মহৎ, এত উদার, এমন বীরগর্ব্বী—তবু তাদের ভিতর পরস্পরে একটুও মিল নেই কেন?

শ্যাম। রাজপুত বংশে জন্মেছি, বৃদ্ধ হয়েছি—আমি নিজের জাতের সব সমস্যা বুঝতে পারলুম না। আমি আপনাকে কি বুঝাবো! দেশে একটা চলিত কথা আছে—"বারো রাজপুত, তার তেরো হাঁড়ী।"

আও। তাতো দেখছি। বিদেশী শত্রু যদি একজনকে আক্রমণ করে ত, আর একজন তার পাশে কোষবদ্ধ অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। আমার প্রপিতামহ আকবর যখন মেবার আক্রমণ করেন, তখন শুনেছি, চারিদিকের বীর রাজপুত—বিকানীর, যোধপুর, কোটা, বুন্দি, সিরোহী—নিশ্চিন্ত দ্রষ্টার মত মেবারের লাঞ্ছনা দাঁড়িয়ে দেখেছে।

শ্যাম। না সম্রাট, শুধু দেখেনি—দেখেছে আর প্রতাপের মহত্ত্বকে ধন্যবাদ দিয়েছে।

আও। কিন্তু—

শ্যাম। একজনও তাঁকে সাহায্য ক'রতে হাত তোলে নি। ওই মূর্খ রামসিংহের পূর্ব্বপুরুষ মানসিংহ ত মোগল পক্ষ নিয়ে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধই করেছে।

আও। সেও কি প্রতাপসিংহকে ধন্যবাদ দিয়েছে?

শ্যাম। নিশ্চয়—যদি খাঁটি রাজপুত ব'লে সে নিজের অভিমান রাখতো।

আও। আপনাদের ভিতরে এ রকমটা কেন রাজা?

শ্যাম। কেন সম্রাট? মহাবীর রাণা সঙ্গ, বাদসা বাবরকে পরাস্ত ক'রতে এসে তার মেবারী পলটনকে সিক্রির মাঠে শয়ন করিয়ে পরাজয়ের অপমান মাথায় ক'রে ফিরে গেল। তখনকার সময়ের কথা সম্রাট—আমাকে দয়া করে বন্ধু বলেন—আমার কাছে সত্য কথা শুনে আনন্দ পান—

আও। আপনি কি ব'লবেন আমি বুঝেছি।

শ্যাম। জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর—সব নয় তাঁদের মধ্যে একটা রাজা, শুধু জয়পুর, শুধু যোধপুর, শুধু বিকানীর—অন্ততঃ একটা ক্ষুদ্র রাজপুত রাজাও যদি তার সঙ্গে যোগদান ক'রতো, তা হ'লে বাবরকে তল্পী নিয়ে দেশে ফিরে যেতে হ'ত।

আও। কেন তারা যোগ দিলে না?

শ্যাম। দাম্ভিক রাণা তাদের সাহায্য চাইলে না।

আও। রাণার শুধু এই অপরাধে তারা দেশের শত্রুকে দূর ক'রতে তার সাহায্য ক'রলে না!

শ্যাম। আর ত তার কোন অপরাধের কথা শুনিনি। শুনেছি সঙ্গ সর্ব্বজন-প্রিয় রাণা ছিলেন।

আও। আরও কোন গুরুতর অপরাধ ছিল—স্মরণ করুন রাজা!

শ্যাম। আর কে স্মরণ করবে! সেই একদিনের বাঁদরামির ফলে এক মেবার ছাড়া আর সমস্ত রাজপুতের স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে। আপনার জিজিয়া কর স্থাপনের কথা শুনে অবশিষ্ট দাঁত ক'টা বার ক'রেও আমি হেসেছি। আর রামসিংহ আমার ভাগ্নীকে বিবাহ ক'রতে পেলে না ব'লে রোষের বশে আপনাকে বালিকা-বিবাহে উত্তেজিত ক'রতে এসেছে।]*

আও। আপনি এক কাজ করুন। রূপনগরে গিয়ে শীঘ্রই সেই কুমারীর যে-কোনও সৎপাত্রের সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থা করুন। কেন না আমার অনেকগুলি ছেলে আছে। এখানে অকৃতকার্য্য হয়েছে বুঝলে তাদের মধ্যে একজনকে রামসিংহ উত্তেজিত ক'রতে পারে!

শ্যাম। তাই ক'রব সম্রাট?

আও। ক'রব কি, যত শীঘ্র পারেন ক'রে ফেলুন। রাজপুতকন্যা ঘরে এনে মোগলের কিছুমাত্র লাভ হয়নি।

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবা। জাঁহাপনা! উজীর সাহেব।

আও। পাঠিয়ে দাও।

দৌবারিকের প্রস্থান

শ্যাম। তা'হলে অনুমতি করুন সম্রাট, আমি আসি।

আও। আসুন। বালিকাকে পাত্রস্থ ক'রে আমাকে সংবাদ দেবেন। যে রাজকুমার তাকে বিবাহ ক'রবে, দিল্লী দরবারে তাকে উপযুক্ত আসন দিতে আমি প্রস্তুত রইলুম।

শ্যাম। এ সম্রাট আলমগীরের যোগ্য কথা। প্রস্থান

আও। পরস্পরের প্রতি দ্বেষ ঈর্ষায় বুদ্ধিহীন রাজপুত, তোমরা এতকাল মিলতে পারনি। তোমার কথায় বুঝলুম, এই জিজিয়া কর অবলম্বনে এইবারে তোমাদের ভিতরে মেলবার প্রবৃত্তি জেগেছে। আমিও ত সেটা জাগাতে চাই। দিল্লীর ময়ূরাসন ঘেরে কতকগুলো অস্থিরচিত্ত সামন্তকে আমি আর বসতে দিতে চাই না। সমস্ত রাজপুত রাজাগুলোকে যদি সাধারণ প্রজার পর্য্যায়ে ফেলতে পারি তবেই আমার আলমগীর্ উপাধি সার্থক।

দিলীর খাঁর প্রবেশ

সঙ্গে কেউ আছে ?

দিলীর। না সম্রাট, আমি একা, দ্বারমুখে বৃদ্ধ বিকানীরকে দেখলুম।

আও। সে আর ফিরবে না। কিছুদিনের জন্য রাজা দিল্লী পরিত্যাগ ক'রছে।

দিলীর। সাম্রাজ্যের কোন কাজে কি তাকে নিযুক্ত করেছেন ?

আও। কিছু না, মেয়েলি রাজা, তাকে একটা মেয়ের ঘটকালি ক'রতে পাঠিয়েছি।

দিলীর। কি জন্য ভৃত্যকে তলব করেছেন ?

আও। কি জন্য করেছি ? র'স ভেবে দেখি।

দিলীর। ভেবে ব'লতে হ'বে এমনি কাজের জন্য আমাকে এত ব্যস্ততার সঙ্গে ডেকে পাঠিয়েছেন ?

আও। স্মৃতিপথের মাঝে এক একবার ওই মেয়েটা এসে দাঁড়াচ্ছে।

দিলীর। কে মেয়ে ?

আও। সেটা কে, কোথাকার, কি, কেন—শ্যামসিং চলে গেল ?

দিলীর। তাকে ডেকে আনব ?

আও। না যখন চলে গেছে তখন আর তাকে প্রয়োজন নেই। সে থাকলে ব'লতুম। তখন স্মরণে এলো না। আমি সেই মেয়েটার ঘটকালি ক'রতুম! তার যোগ্য পাত্রের সন্ধান ব'লে দিতুম! তারপর নিজেই তার প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তুম! সেও অনেকটা আমার বয়সী। কিন্তু সে আমাকেও উপদেশ দেয়, এত বড় বিজ্ঞ।

দিলীর। এই হেঁয়ালী শোনবার জন্যই কি আমাকে ডাকিয়েছেন ?

আও। না—না—তোমার অন্য কাজ আছে। এক মাসের মধ্যে তোমাকে অন্ততঃ তিন লক্ষ ফৌজ যোগাড় ক'রতে হবে।

দিলীর। এত ফৌজ! তাদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রবার শত্রু কে ?

আও। শত্রু অনুসন্ধান ক'রে বা'র ক'র্তে হবে। মুখের দিকে চাচ্ছ কি দিলীর খাঁ। এখনও কথা হেঁয়ালী ব'লে বোধ হচ্ছে?

দিলীর। ভৃত্যের সঙ্গে এরূপভাবে বাক্যালাপ আর কখনঁ ত শুনিনি সম্রাট! আমাকেও যেন বিশ্বাস ক'র্তে আপনার সঙ্কোচ হচ্ছে।

আও। তোমার নিতান্ত ভুল। যখন সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য তোমার সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন। তোমাকে এই বিশাল সৈন্যের সেনাপতি হ'তে হবে।

দিলীর। সম্রাট! এ আয়োজন কি রাণা রাজসিংহের জন্য।

আও। দিলীর খাঁ! আমি সমস্ত রাজস্থানকে সাম্রাজ্যের একটা সুবা ক'র্ব ইচ্ছা ক'রেছি। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় যেমন এক সুবাদার আছে, অযোধ্যা, মালোয়ার যেমন আছে, তেমনি সমস্ত রাজস্থান এক সুবেদারের অধীন ক'রবো। মুখের দিকে বিস্মিত নেত্রে চাচ্ছ কেন, উজীর! এটা কি অসম্ভব?

দিলীর। যদি বলি অসম্ভব!

আও। তাহ'লে বুঝবো, দিলীর খাঁ দুনিয়া জয়ে সম্রাট আলমগীরের সাহায্য ক'রে শেষকালে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারিয়েছে।

দিলীর। না জাঁহাপনা, শক্তিতে বিশ্বাস এখনও আছে ব'লে অসম্ভবকে সম্ভব ব'লতে পারি না। যদি বাতুল হ'তুম, তাহ'লে আপনার কথায় সায় দিতে পারতুম। দিল্লী সহরে আপনার বাড়ীর সুমুখে রাজপুত-শক্তির সে অপূর্ব্ব নিদর্শন আপনিই দেখেছেন। আমি ত তা দেখিনি সম্রাট! পাঁচ হাজার মোগল আড়াইশো মাত্র রাজপুতের মোহাড়া আগলাতে পারলে না। অক্লেশে তাদের পদদলিত ক'রে অদ্ভুত রাজপুত রাজা যশোবন্তের মহিষী ও শিশুপুত্রকে নিজের দেশে নিয়ে গেল!

আও। সে অবস্থায় তুমিও পারতে দিলীর খাঁ।

দিলীর। না সম্রাট, স্তোকবাক্যে আমাকে ভোলাবেন না—আমি পারবুম না। খরমাপলির গিরিপথে এক গ্রীক মহাপুরুষের বীরত্বের কথা শুনেছি, আর শুনলুম এই। শোনা কেন, যখন আপনি দেখেছেন তখন সে আমারও দেখা—এই অদ্ভুত বীরত্ব-কাহিনীর নায়ক অদ্ভুত দুর্গাদাস।

আও। আমার চোখে দেখবার প্রয়োজন কি, নিজেই একবার বীর দুর্গাদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর না।

দিলীর। কোন্ মুখ নিয়ে ক'র্‌ব সম্রাট! আমারই কথায় সে তার প্রভুর পত্নী ও পুত্রকে কাবুল থেকে দিল্লীতে এনেছিল।

আও। সেটা তার নির্ব্বুদ্ধিতা। সে ভেবেছিল সদ্যোজাত শিশুর উপর আমি কখন অত্যাচার ক'র্‌তে পারব না।

দিলীর। তাই যদি সে ভেবে থাকতো, তা হ'লে সে অন্যায় ভাবে নি।

আও। তুমি ব'লবে, মানুষে সে কাজ ক'র্‌তে পারে না। আমিও তাই ব'লছি। এক পারে পশু, আর পারে সে—যে মানুষের উপর।

দিলীর। জাঁহাপনা!

আও। বল দিলীর খাঁ!

দিলীর। যশোবন্ত সিংহকে হত্যা করিয়ে, তার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে হত্যা করিয়ে এখনও কি তার উপর আপনার আক্রোশ গেল না!

আর। ভুল বুঝছ দিলীর খাঁ। আক্রোশ আমার কারও উপর নেই। ভালবাসা—যে কথাটার সাধারণ অর্থ মমতা—তাও কারও উপরে নেই। ভালবাসি একমাত্র ধর্ম্ম। ফাকরী নিতে গিয়ে সেই ধর্ম্মের জন্য আমি বাদশাহী নিয়েছি। ধর্ম্মের গায়ে আঘাত লাগবার সম্ভাবনা হয়েছিল, তাই অমন প্রজারঞ্জন পিতাকে সিংহাসনচ্যুত হ'তে হয়েছে। অমন লোকপ্রিয় দারাকে অকালে দুনিয়া ছাড়তে হয়েছে। সুজা কোন্ দূর আরাকানে বর্ব্বর কাফেরের হাতে প্রাণ দিয়েছে। এমন

কি আমার জ্যেষ্ঠ ও প্রিয়তম পুত্র মহম্মদ গোয়ালিয়রের দুর্গে তার যৌবন-স্বাস্থ্য সমাধিস্থ ক'রেছে। আর ঐ বিশ্বাসঘাতক বিধর্ম্মী—দিলীর, সেই উদ্ধত রাজপুতের চিহ্ন রাখ্‌তে ধর্ম্ম আমাকে উপদেশ দেয় না।

দিলীর। কিন্তু সম্রাট, এই দুর্গাদাসকে দিল্লীতে আস্‌তে আমিই সাহস দিয়েছিলুম।

আও। তা জানি দিলীর খাঁ।

দিলীর। সম্রাট! আমার প্রভু দারাসেকোর নিষ্ঠুর হত্যাকারীর চাকরী আমি কি সর্ত্তে নিয়েছিলুম, তাকি আপনার মনে আছে?

আও। খুব আছে। তোমার মনুষ্যত্বের হানি হয়, এমন কোনও কার্য্যে আমি তোমাকে বাধ্য ক'র্‌ব না। তাতো আজও করিনি দিলীর খাঁ। বরং আমার পরম শত্রুর সেনাপতিকে আমি সাম্রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ দিয়েছি।

দিলীর। আমার বিশ্বাস—কায়মনোবাক্যে সম্রাটের সেবায় এতদিন আমি সে পদের মর্য্যাদাই রেখে এসেছি।

আও। তা রেখেছ দিলীর খাঁ!

দিলীর। কিন্তু এখন—

আও। নিঃসঙ্কোচে বল।

দিলীর। আমাকে রেহাই দিন।

আও। তুমি সেনাপতি হ'তে পারবে না?

দিলীর। আমার মনুষ্যত্বের যেটুকু অবশিষ্ট আছে, সেইটুকু রক্ষা করুন।

আও। আর কোনও কথা ব'লবার পূর্ব্বে একবার কাজোয়ার রণ-ক্ষেত্রের কথা স্মরণ কর। তখন তুমি বন্দীভাবে আমার সঙ্গে ছিলে।

দিলীর। তা জানি সম্রাট!

আও। সম্মুখে লাখের উপর সৈন্য হাজারের উপর কামান নিয়ে

ভীষণ প্রতিদ্বন্দী সুজা। তার অর্দ্ধেকেরও কম আমার সৈন্য, অর্দ্ধেকেরও কম আমার কামান। শুধু যশোবন্তের সাহসেই আমি সে দিন যুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছিলুম। কিন্তু যেই যুদ্ধ বাধলো, অমনি তার সমস্ত রাজপুত সৈন্য নিয়ে যশোবন্ত রণস্থল পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেল।

দিলীর। জানি সম্রাট যশোবন্তের বিশ্বাসঘাতকতা।

আও। বিশ্বাসঘাতকতা কেমন ক'রে বলি দিলীর খাঁ। সে দিন কেন যে সেরূপ আচরণ ক'রেছিল, আজও পর্য্যন্ত আমি তা' বুঝতে পারিনি। কিন্তু সেই একদিনের আচরণে সে আমার যা অনিষ্ট ক'রে গেছে, বিশাল সাম্রাজ্য লাভ ক'রেও সে অনিষ্টের প্রতীকার হ'ল না। সেই ভয়ঙ্কর দুদ্দিনে উদ্দেশ্যহীন দাম্ভিকতায় আমাকে সে যে বিপদে ফেলেছিল। তাতে তার বংশের চিহ্ন মুছে ফেল্লেও তার সেদিনের আচরণের সম্যক্ শাস্তি হয় না।

দিলীর। আপনার এ ক্রোধ অন্যায় নয়।

আও। দুরাত্মা যদি সে দিন আমাকে সামান্যমাত্র সাহায্য করতো, তাহ'লেও সুজাকে আমি ধ'রতে পারতুম। আমার সমস্ত ভাইদের মধ্যে সুজাই আমার একমাত্র প্রিয় ছিল। মূর্খ, দাম্ভিক, মাতাল কিন্তু উদার সুজা। একবার তাকে ধ'রতে পারলে, মিষ্টব্যবহারে সহজেই তাকে আপনার ক'রে নিতে পারতুম।

দিলীর। সম্রাট! এ গোলাম আপনার কার্য্যের তো কোনও সমালোচনা ক'রছে না।

আও। তার পত্নী পিয়ারিবানু—নারীরত্ন। মোগল-হারেমে তার মত মহিমময়ী রমণী আমি দেখিনি। আজও পর্য্যন্ত তার স্মরণে আমার চিরনীরস চক্ষুও সজল হয়। মনে কর দিলীর খাঁ, দেহের পবিত্রতা রক্ষা, ক'র্‌তে আরাকানেই সেই বর্ব্বর রাজার সম্মুখে তার ভীষণ আত্মহত্যা!

দিলীর। সম্রাট!

আও। রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অনেক ভীষণ মৃত্যু দেখেছি। কিন্তু দেওয়ালে বারংবার মাথার আঘাতে নিজের অনুপম রূপরাশিকে ছারখার ক'রে মরা—এরূপ মৃত্যুর কথা—উঃ—

দিলীর। দোহাই জাঁহাপনা, বর্ণনার ক্ষান্তি দিন।

আও। তার প্রিয়তমা কন্যা—আমার ভাবী পুত্রবধূ—হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ সম্রাজ্ঞী, তৈমুর-বংশের কোহিনুর—তার পিতৃঘাতী মাতৃঘাতী শয়তানের অন্তঃপুরে—উঃ! দিলীর খাঁ! সমস্ত মাড়োয়ারকে লোকশূন্য ক'র্‌বার সাহায্য না ক'রে, সেই দুরাত্মার বংশের জন্য তুমি ওকালতি ক'রতে এসেছ!

দিলীর। (নতজানু) তথাপি মহিমান্বিত সম্রাট!—ভিক্ষা। এ প্রতিহিংসার কাজ থেকে গোলামকে রেহাই দিন্। অন্য কোনও কাজ ক'র্‌বার থাকে আদেশ দিন।

আও। ভাল, তোমাকে রেহাই দিলুম। এ কাজ আমিই ক'র্‌ব। অন্য কাজ—তা ক'র্‌বার আছে। কিন্তু সে কথা শোনাবার আগে এই চিঠিখানা পড়তে হবে। এখানে নয়, নির্জ্জনে। এ পত্রের মর্ম্ম আমি জেনেছি আর জান্‌লে তুমি। তৃতীয় ব্যক্তি নয়। তিন দিন তোমাকে সময় দিলুম। পত্রের মর্ম্ম বুঝে যদি প্রয়োজন বোধ কর, আবার আমাকে প্রশ্ন ক'র। যাও বিলম্ব ক'র না। আমিও যাই—ক্লান্ত হয়েছি।

তৃতীয় দৃশ্য

উদয়পুর—প্রাসাদ। সময়—রাত্রি

জয়সিংহ ও ভীমসিংহ

তরবারি হস্তে পরস্পরের প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া দণ্ডায়মান। মধ্যে রাজসিংহ

রাজ। ভীমসিংহ! অসি কোষবদ্ধ কর।

ভীম। জয়সিংহকে আদেশ করুন পিতা। আমি শুধু আত্মরক্ষার ন্য তরবারি কোষমুক্ত ক'রছি।

রাজ। তবু তোমাকেই আমি আদেশ ক'রছি। (ভীমসিংহ অসি াষবদ্ধ করিল) জয়সিংহ! অসি কোষবদ্ধ কর এবং এখনি এ গৃহ রিত্যাগ কর।

জয়সিংহ প্রস্থানোদ্যত

ভীম। জয়সিংহ! শুনে রাখ, এ আমার বিরোধ নয়। উদ্ধত নিষ্ঠকে একটু শিক্ষাদান। আশা করি এবার থেকে তুমি নিজের দমর্য্যাদা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পারবে।

জয়। পিতা!

রাজ। আগে যাও—এখন আমি তোমার কোনও কথার উত্তর দব না।

জয়সিংহের প্রস্থান

রাজ। ছি ভীমসিংহ! পিতার সম্মুখে সে প্রতিজ্ঞা, দুই পদ অগ্রসর হ'তে না হ'তে তা ভঙ্গ ক'রলে। মেবারীর সত্যনিষ্ঠার গৌরব একেবারে হাজার হাত মাটীর নীচে ঢুকে গেল।

ভীম। বারংবার আমাকেই তিরস্কার ক'রছেন কেন পিতা?

রাজ। যদি জ্যেষ্ঠ ব'লেই তোমার বোধ হয়েছে, তা'হলে সঙ্গে সঙ্গে জ্যেষ্ঠর আচরণ দেখানও তোমার কর্ত্তব্য ছিল।

ভীম। কিরূপ আচরণ?

রাজ। ধৈর্য্য—ধৈর্য্য ভীমসিংহ। কনিষ্ঠের বাচালতা তোমার উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য ছিল।

ভীম। মুখের বাচালতা উপেক্ষা করা যায়—অসির বাচালতা কেমন ক'রে উপেক্ষা করি। আপনি কি ব'লতে চান পিতা, মহারাণা রাজসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র হওয়া এতই দুর্ভাগ্য যে, আততায়ী কনিষ্ঠের হাতে নীরবে প্রাণ দেওয়াই আমার কর্ত্তব্য ছিল।

রাজ। না ভীমসিংহ তা ছিল না! সেরূপ অবস্থায় তার শিরশ্ছেদ করাই তোমার কর্ত্তব্য ছিল।

ভীম। পিতা!

রাজ। তা যখন পারনি, তখন তোমার কর্ত্তব্যের এখনও বাকি আছে।

ভীম। মহারাণা!

রাজ। আমি পিতা এবং রাজা। আমার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা ক'রে পর-মুহূর্ত্তেই যে তা ভঙ্গ করে, সে মেবারের সিংহাসনে বস'তে কোনও মতে যোগ্য নয়। ভীমসিংহ! এখন বুঝছি সে তোমার কাছে বধার্হ।

ভীম। আমি তাকে ক্ষমা ক'রেছি পিতা!

রাজ। আমি এ অন্যায় ক্ষমার পোষকতা ক'রতে পারি না। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে মেবারের সিংহাসনাধিকারে তোমার যদি বাসনা থাকে, তাহ'লেও ওই যুবককে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া তোমার কর্ত্তব্য। তোমার রাজ্যলাভের পথে ওই যুবকই হবে তোমার প্রবল প্রতিদ্বন্দী। জয়সিংহ বিনামৃত্যুতে সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে নিরস্ত হবে না। এই নাও,—আমার অস্ত্র। এই আমার পক্ষে তোমার রাজ্যে

উত্তরাধিকারিত্যের শ্রেষ্ঠ অঙ্গীকার। এই অস্ত্রে, যত শীঘ্র পার তোমার ভ্রাতার শিরশ্ছেদ কর।

ভীম। একবার বলুন পিতা আমি জ্যেষ্ঠ।

রাজ। অগ্রে আমার আদেশ পালন কর—অস্ত্র গ্রহণ কর,—পরে ব'লছি। (ভীমসিংহের অসিগ্রহণ) ভীমসিংহ! তুমি জ্যেষ্ঠ—কিন্তু তোমার নাম সম্বোধনে যতটুকু, সময়, জয়সিংহ ভূমিষ্ঠ হ'বার এই সময়টুকু পূর্ব্বে তুমি পৃথিবী স্পর্শ করেছ। তথাপি তুমি জ্যেষ্ঠ। কিন্তু ভীমসিংহ, আঠারো বৎসরের স্তূপে সে সময়টুকু এমন ক'রে চাপা পড়েছে যে তাকে খুঁজে বের ক'রতে হ'লে পারিশ্রমিক স্বরূপ আমাকেও বুঝি আমার সিংহাসন বিক্রয় ক'রতে হয়।

ভীম। পিতা।

রাজ। ব'লনা—ঙ পবিত্র নামে এত আবেগে আমাকে সম্বোধন ক'র না! রাজা রামচন্দ্রের আদর্শে রাজ্য শাসন ক'রবার সঙ্কল্প নিয়ে প্রথমেই দশরথের স্ত্রৈণতায়, জ্যেষ্ঠপুত্র তোমাকে রাজ্যাধিকার হ'তে বঞ্চিত ক'রেছি! উত্তরাধিকার স্বীকারের প্রথম নিদর্শন অমরধব তৃণবলয় তোমার বাহুমূলে না পরিয়ে ওই জয়সিংহের হাতে পরিয়ে দিয়েছি। পরিয়েছি—সমস্ত সামন্তের সম্মুখে। পাশাপাশি রক্ষিত তোমরা দু'টি সদ্যোজাত শিশু। কিন্তু সে ছিল বলিষ্ঠ, তুমি কৃশ। জয়সিংহ যে আগে জন্মেছে, তোমাদের দু'জনকে দেখে, সে বিষয়ে কোনও সামন্তের সন্দেহ রইল না। তৃণবলয় পরাবার সঙ্গে সঙ্গে কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ হল, সঙ্গে সঙ্গে তোমার এক মুহূর্ত্তের পূর্ব্বাগমন নিষ্ফল হয়ে গেল।

ভীম। সে তাগা কি আপনি না জেনে বেঁধে দিয়েছিলেন?

রাজ। আর সে কথা তুলছ কেন ভীমসিংহ? তোমার পিতা হয়েও এইত তোমার সম্মুখে আমি অপরাধীর মত দাঁড়িয়েছি। এখন যা তোমাকে বলছি তাই কর। এই অসি দিয়ে জয়সিংহকে মেরে নিজের

অধিকারের প্রতিষ্ঠা কর। (ভীমসিংহ রাজসিংহের পদপ্রান্তে অসি রক্ষা করিল) পারবে না? (ভীমসিংহ মস্তক অবনত করিয়া দুই পদ পিছাইয়া গেল) আবার ব'লছি ভীমসিংহ! যদি তোমার ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য রাজ্য ভবিষ্যতে পাবার ইচ্ছা থাকে, মেবারকে যদি এর পর ঘোর বিপদে নিক্ষিপ্ত দেখতে অভিলাষ না হয়, (অসি ভূমি হইতে তুলিয়া) এই উন্মুক্ত অসি নিয়ে এই মুহূর্ত্তেই তোমার ভ্রাতার প্রাণবধ কর।

ভীম। পিতা! আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন। সমস্ত হিন্দু একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা জেনে সতৃষ্ণ নয়নে আপনার মুখের পানে চেয়ে আছে। আমার চিন্তায় আপনাকে ব্যাকুল রেখে তাকে নিরাশ কর্‌ব না। আপনার পাদস্পর্শ করে এই আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি—আজ থেকে আমি সমস্ত স্বত্বের আশা পরিত্যাগ ক'রলুম। প্রফুল্লমনে জয়সিংহকে আমার সমস্ত ন্যায্যাধিকার দান করলুম।

রাজ। ভবিষ্যৎ-রাণা ভীমসিংহ!—

ভীম। আর নই। ভবিষ্যৎ এই পদরেণুতে মিশিয়ে দিয়েছি। এই রাত্রেই আমি এ রাজ্য পর্য্যন্ত পরিত্যাগ ক'র্‌ব।

রাজ। বৎস! অভিমান ক'র না।

ভীম। আমার মনের প্রফুল্লতায় বিশ্বাস হ'ল না পিতা? আপনার অভিমান ব'লে বোধ হল? বেশ তবে অভিমান। প্রথমতঃ, সূতিকা-গৃহে মাতৃঘাতী নিয়তির উপর অভিমান। দ্বিতীয়তঃ, না—না—হে পিতা, হে রামচন্দ্রের তুল্য গুণালঙ্কৃত অনাথ-শরণ মেবাররাজ! আপনার উপরে অভিমান ক'রতে গেলে অগ্রে আমার দেহ ধারণের উপরেই অভিমান আসে। সে অভিমান দারুণ বজ্রের মত, শিলাবিদ্রাবী আগ্নেয় গিরিগহ্বরের উত্তাপের মত, বস্তুতাবিহীন হয়েও কঠোর অন্ধকারে জন্ম গ্রহণ ক'রেও শতসূর্য্যের প্রখরতায় প্রদীপ্ত। আর—আর তোর

লক্ষ্য বস্তু কোথা আছে অভিমান? এ বিশাল ভুবনের কার উপর আর আমি অভিমান ক্'রতে পারি? কই মহারাজা আর কেউ নেই! হা-রে বিষয়-বাসনা! তোর এত প্রয়োজন যে, এই পৃথিবীতে স্বর্গের যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিবিম্ব, জননীর সন্তান-স্নেহ—তাও কিনা নারী তোর জন্য অনায়াসে সপত্নী-পুত্রকে, বিক্রয় করে।

রাজ। ক্ষান্ত হও ভীমসিংহ! রাত্রি প্রভাতে সামন্ত, সরদার প্রজা-সকলকে ডাকিয়ে তাদের সম্মুখে আমি তোমাকে সিংহাসন দান ক'রতে প্রস্তুত হচ্ছি।

ভীম। সিংহাসন? আপনাকে নিক্ষেপ ক'রে আপনার জীবদ্দশায় রাজপুতানার শ্রেষ্ঠ নৃপতির সিংহাসন গ্রহণ ক'রব আমি? (প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ) পিতা! চ'ললুম। যদি রাজসিংহের ঔরসে জন্মগ্রহণ ক'রে থাকি, আজ থেকে তবে আর দোবারি গিরি-পথের মধ্যে বিন্দুমাত্রও জলগ্রহণ ক'রব না! প্রস্থান

রাজ। গরীবদাস—গরীবদাস। যাক্!—মিলিয়ে গেল! কিসের সঙ্কোচ অন্ধকার? তুমি লজ্জায় মুখ আনত ক'রছ কেন? আর আমি ওকে দেখতে পাচ্ছিনা ব'লে? তাতে তোমার লজ্জা কেন? আমি ওকে কখন দেখতে পাইনি। ওর জন্মের পরমুহূর্ত্ত থেকে তোমার এই ঘনীভূত হয়ে আসার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত একদিনের জন্যও ও রূপ আমার চক্ষে প্রস্ফুটিত হয়নি। সুতরাং সঙ্কোচ কেন অন্ধকার? পর্ব্বত প্রাচীরের মত, মৃত্যুর যবনিকার মত চির দুর্ভেদ্য হৃদয় নিয়ে তুমি নিঃসঙ্কোচে এই অন্ধদৃষ্টিকে আবৃত কর।

গঙ্গাদাসের প্রবেশ

গঙ্গা। গরীবদাসকে ডাকছিলেন কেন মহারাজ? সে ত এখানে নেই!

রাজ। ঠিক—ঠিক। সে এখানে নেই। এ যে রাত্রিকাল! সে ত এসময় এখানে থাকে না।

গঙ্গা। আজ্ঞে না মহারাজ, তাকে যে আপনি কোথায় পাঠিয়েছেন।

রাজ। ওঃ মনে ছিল না! তা হ'লে প্রভাত না হ'লে তার সঙ্গে দেখা হবে না।

গঙ্গা। প্রভাতেই বা সে কেমন ক'রে আস্‌বে?

রাজ। ঠিক্—ঠিক্—সালুম্ব্রা-সরদারকে আন্‌তে তাকে পাঠিয়েছি। সত্যই ত, তাহ'লে প্রভাতেই বা সে কেমন ক'রে আসবে। কিন্তু কি জান গঙ্গাদাস, আমি আজিকার রাত্রি-প্রভাতের কথা ব'লছি না। এক মাস পরে যদি সে ফিরে আসে, আমি সেই এক মাস দূরের প্রভাতের কথা ব'লছি! এক বৎসর পরে যদি সে ফিরে আসে, আমি সেই আরও দূরের কথা ব'লছি, যদি এক যুগ পরে আসে—না, না, না গঙ্গাদাস—মাস দিয়ে, বছর দিয়ে, যুগ দিয়ে সে প্রভাতের দূরতা মাপতে যাচ্ছি কি! সে কি এত কাছে? সে প্রভাতের অভ্যুদিত সূর্য্য এমন ক'রে কি রাত্রির অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে? ওই বীরের অভিমান-রঞ্জিত মুখশ্রী দেখতে এখনও পর্য্যন্ত কি সে প্রলুব্ধ হয় না? অন্ততঃ এই উত্তপ্ত মরুভূম চক্ষুতারকার উপরে নৃত্যশীলা মরীচিকার মত একটি বারের জন্যও কি তাকে ভাসিয়ে তোলে না?

গঙ্গা। কাকে মহারাণা?

রাজ। আমি ধ'রতে যাব, সে সরে যাবে। আবার ধ'রতে যাব, আবার সে সরে যাবে। যখন ধ'রব গঙ্গাদাস, তখন জগৎ দেখবে উত্তপ্ত বালুকা পাহাড় হয়ে আমাকে আবার নরকের অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়েছে।

প্রস্থান

গঙ্গা। এ কি রকমটা হল! মহারাণার এরূপ ভাবতে আর কখন দেখিনি! মহারাজ! মহারাজ!

চতুর্থ দৃশ্য

উদয়পুর—প্রাসাদ—অন্তঃপুর

বীরাবাই ও জয়সিংহ

বীরা। ধিক্ তোমাকে জয়সিংহ।

জয়। তুমি আমাকে ধিক্কার দিচ্ছ ?

বীরা। একবার—বার বার তোমাকে বলি—ধিক্। মহারাণার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা ক'রে পিছন ফির্‌তে না ফির্‌তেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রলে? তোমাকে গর্ভে ধ'রেছি ব'লে গর্ব্ব ক'র্‌বারও অধিকার আমার রইল না!

জয়। সেটা আমার মনে করবার দরকার কি ? মনে কর ভীমসিংহকেই তুমি গর্ভে ধারণ ক'রেছ।

বীরা। হায়! তা যদি মনে কর্‌তে পারতুম্!

জয়। আক্ষেপ কেন, তাই কর। আমাকে মনে কর তোমার সপত্নী-পুত্র! মা! এখন বুঝতে পারছি, তুমিও ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছ।

বীরা। কিসের ষড়যন্ত্র জয়সিংহ ?

জয়। মেবারের সিংহাসনে আমার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রতে। নইলে, কোথাও কিছু নেই, ছোটভাই নিজেকে আজ [illegible] ব'লে পরিচয় দেয় কেন ? পিতা বিলক্ষণ জানেন, এরূপ ধৃষ্টতার কথা আমার সম্মুখে কইলেই ভীমসিংহ আমার কাছে শাস্তি পাবে, তাই কৌশলে প্রতিজ্ঞার ছল ক'রে আমার হাত পা বাঁধবার চেষ্টা করেছিলেন। মনে ক'রেছিলেন, প্রতিজ্ঞা কর্‌লেই ভীমসিংহের কাছে আমার সমস্ত অপমান আমি নীরবে সহ্য কর্‌ব। আমার সঙ্গে সরল ব্যবহার ক'র্‌লে আমি অনায়াসে তাঁর সম্মুখে রাজ্যের অধিকার পর্য্যন্ত পরিত্যাগ ক'র্‌তে পারতুম। কিন্তু মা, শুনে রাখ, আমি প্রতারণার

কেউ নই। যদি বুঝি, তুমিও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছ, তাহলে তোমাকেও 'মা'-বলা পরিত্যাগ ক'রতে ইতস্ততঃ ক'র্‌ব না।

বীরা। অতি অল্প সময় তোমরা মহারাণার কাছ থেকে চলে এসেছ। এরই মধ্যে ভীমসিংহ তোমার কি অপমান ক'র্‌লে?

জয়। কি ক'র্‌লে, তোমার সেই প্রিয় সন্তান কাছে এলে তাকে জিজ্ঞাসা কর'।

বীরা। আমার যে কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না জয়সিংহ?

জয়। বিশ্বাস হচ্ছে না? তবে কি আমি এতই পশু যে, পিতার কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রবার পরক্ষণেই বিনা উত্তেজনায় কনিষ্ঠ ভাইয়ের গায়ে অস্ত্র তুলতে উদ্যত হয়েছিলুম! এক বিছানায় শুতে গিয়ে আমার মাথায় তার পা ঠেকে গেল। তখন মনে ক'রেছিলুম, অসাবধানে ঠেকেছে। এখন বুঝছি, দুরাত্মা ইচ্ছা পূর্ব্বক ঠেকিয়েছে। অসাবধানতা মনে ক'রে আমি প্রথমে সেটা গ্রাহের মধ্যেই আনিনি। কিন্তু তার কথা শুনে আমি আর ধৈর্য্যধারণ ক'রতে পারলুম না।

বীরা। কি বললে?

জয়। বললে—"ভাই! হঠাৎ তোমার মাথায় পা ঠেকে গেছে, কিছু মনে ক'র না। তবে আমি জ্যেষ্ঠ, এতে তোমার কল্যাণ হবে।"

বীরা। আর অমনি বুঝি তুমি অস্ত্র নিয়ে তাকে আক্রমণ ক'রলে?

জয়। তবে কি ফুল বিল্বপত্র নিয়ে সেই চরণে অঞ্জলি দেব নাকি? আজই তার ধৃষ্টতার শেষ ক'রতুম, পিতা সহসা উপস্থিত হয়ে সে শুভ কার্য্যে বাধা দিলেন।

বীরা। সে ঠিক ব'লেছে! (জয়সিংহ তীব্র দৃষ্টিতে বীরাবাইএর মুখপানে চাহিল) তোমার কল্যাণই হবে জয়সিংহ!

জয়। মা।

বীরা। উত্তেজিত হয়ো না—

জয়। সে আমার জ্যেষ্ঠ ?

বীরা। তোমার জ্যেষ্ঠ। যদিও অতি অল্প সময় পূর্ব্বে সে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তথাপি সে জ্যেষ্ঠ। সর্ব্ব প্রকারে তোমার নমস্য। জ্ঞানেই হ'ক, অন্যমনস্কতাতেই হ'ক সে যদি তোমার মাথাতে পা ঠেকিয়ে থাকে, তাতে তুমি নিজেকে ভাগ্যবান ভিন্ন কদাচ ভাগ্যহীন মনে ক'র না।

জয়। সত্য বলছ মা ?

বীরা। এখনও তুমি এ কথাকে কি মিথ্যা ব'লতে সাহস কর ?

জয়। আমি তার কনিষ্ঠ ?

বীরা। তুমি তার কনিষ্ঠ।

জয়। জ্যেষ্ঠের ন্যায্য প্রাপ্য যে শ্রদ্ধা আঠারো বৎসর ধ'রে আমি তার কাছে দাবী ক'রে এসেছি, সেই শ্রদ্ধা সুদে আসলে অবনত-মস্তকে তার চরণপ্রান্তে আমাকে উপস্থিত ক'রতে হবে ?

বীরা। আমার কথা যদি মিথ্যা মনে না কর।

জয়। মিথ্যা ব'লতে আর সাহস করি না, কিন্তু সত্য ব'লতেও ভয় ক'রছে! ভীমসিংহের প্রতি তোমার যে স্নেহ দেখেছি, তা'তেই ত তার প্রতি আমার এত ঈর্ষা। মা! জগতের এত বড় একটা অনুপম বস্তু মাতৃস্নেহ, সেটা তোমার কাছে কিনা অভিনয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল ?

বীরা। আমি তাকে স্নেহ দিয়েছি, তোমাকে তৎপরিবর্ত্তে রাজ্য দিয়েছি জয়সিংহ।

জয়। রাজ্য—রাজ্য ? না! শত মেবারের সিংহাসন বিনিময় কর—আমার স্নেহ ফিরিয়ে দাও। ফিরিয়ে দাও মহারাণী, সেই মাতৃস্নেহ যার একটু সূক্ষ্মধারায় দুনিয়ার সমস্ত সিংহাসনে মণিদীপ্তি নৃত্য করে, আকাশের জ্বলন্ত চন্দ্র তারকা অবগাহন ক'রে শান্তি পায়।

বীরা। এখন! এখন আর স্নেহ কোথায় পাব জয়সিংহ! অভিনয়

দেখাতে গিয়ে, কোন্ অসাবধান মুহূর্তে স্নেহের ভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রে ওই সপত্নীপুত্রের মাথায় নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছি। জয়সিংহ! তুমি রাজ্য নাও। আজ আমি তাকে সত্য কথা না ব'ললে, আর অর সুমুখে দাঁড়াতে পারব না। জয়সিংহ, জয়সিংহ! পালাও, পালাও। শীগ্গীর পালাও।

জয়। কেন? (নেপথ্যাভিমুখে নিরীক্ষণ করিয়া) পালাবো? আমি? পিতা—রাজা। তাঁর শাসনদণ্ডকে রাণাবংশধর হ'য়ে আমি পৃষ্ঠ দেখাব?

বীরা। দাঁড়া হতভাগ্য, দাঁড়া। মেবারীর প্রাণ উৎসর্গ ক'রবার কত মাহেন্দ্রক্ষণ এর পর তোর সুমুখে উপস্থিত হ'বে (জয়সিংহকে আকর্ষণ করিয়া নিজের পশ্চাতে আনয়ন) দাঁড়া।

উন্মুক্ত অসি হস্তে রাজসিংহের প্রবেশ

রাজ। ধিক্ কাপুরুষ! মায়ের অঞ্চলতলে লুকিয়ে বাঁচতে চাও।

জয়। মা! ছেড়ে দাও!

বীরা। মহারাজ! অগ্রে আমাকে হত্যা করুন।

রাজ। সরে যাও রাণী! ওরূপ কুলাঙ্গার পুত্রের জীবন রক্ষার ব্যাকুলতা দেখিয়ে নিজের গৌরব হানি ক'র না। তুমি মেবারী মহিলা-কুলের প্রতিনিধি।

বীরা। কাটতে হয়—বিচার ক'রে কাটো রাজা।

রাজ। আমি নিজেই সাক্ষী। দুরাত্মা আমার কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রে পিছন ফিরতে না ফিরতেই ভঙ্গ ক'রলে। ওরূপ কুলাঙ্গার কাপুরুষ সিংহাসনে ব'সবার পরদিনই মেবার মোগলের করতলগত হবে। সরে যাও—আমি ওকে কাটবো।

জয়। যাও মা, সরে যাও। আমি তোমার ভিক্ষা-দেওয়া জীবনে বেঁচে থাকতে চাই না। কি আপদ, ছেড়ে দাও।

বীরাবাইকে পশ্চাৎ করিয়া ও রাজসিংহের সম্মুখে
জানু পাতিয়া অবনত মস্তকে অবস্থান

রাজ। পুত্রের মৃত্যু দেখতে সাহস থাকে দাঁড়াও। না থাকে চ'লে যাও। গেলে না? বেশ! তোমার হৃদবলের প্রশংসা করি।

অস্ত্র উত্তোলন। পশ্চাৎ হইতে গঙ্গাধরের প্রবেশ
ও জয়সিংহের দেহ স্বীয় দেহে আবরণ

রাজ। বড় বেয়াদবী কার্য্য ক'রলে গঙ্গাদাস!

গঙ্গা। শক্তাবতেরা এ কার্য্যটা চিরকালই যে ক'রে আসছে রাণা! মহাত্মা প্রতাপসিংহের সময় থেকে আরম্ভ ক'রে, আজও পর্য্যন্ত কোনও শক্তাবৎ কোনও রাণার খেয়ালের পোষকতা ক'রতে পারলে না। কিন্তু বিধাতার কি বিচিত্র আদেশ, আজও পর্য্যন্ত তারাই কেবল রাণার পবিত্র দেহের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হয়ে আসছে।

বীরা। মহারাজ! যদি রামচন্দ্রের আদর্শে রাজ্যশাসনই আপনার অভিপ্রায় হয়, তাহ'লে সর্ব্বাগ্রে আমাকে শাস্তি দেওয়াই আপনার কর্ত্তব্য। কেন না আমিই সবার চেয়ে অপরাধী।

জয়। মিছে কথা মা! সবার চেয়ে অপরাধী ইনি। এই সকল স্ত্রৈণের শিরোমণি মেবারপতি রাজসিংহ। যিনি জীবিতা স্ত্রীর প্ররোচনায় তাঁর পরলোকগতা পাটরাণীকে প্রতারণা ক'রেছেন। মহাবীরের অভিমান নিয়ে একটী সদ্যোজাত শিশুর কাছ থেকে তার রাজৈশ্বর্য্য কেড়ে নিয়েছেন।

রাজ। ওঠ জয়সিংহ! তুমি ঠিক ব'লেছ। সর্ব্বাপেক্ষা অপরাধী আমি। যদি কাউকেও শাস্তি দিতে হয়, তাহ'লে সর্ব্বাগ্রে আমাকেই শাস্তি দেওয়া আমার কর্ত্তব্য।

বীর। মহারাজ! এইবারে আমি গলবস্ত্রে করজোড়ে আপনার কাছে প্রার্থনা ক'রছি, জয়সিংহকে তার জ্যেষ্ঠ সহোদরের পাদমূলে মাথা রাখবার অধিকার প্রদান করুন।

গঙ্গা। জ্যেষ্ঠ?—আবার জ্যেষ্ঠ কে মহারাণী? এই ত রাণার জ্যেষ্ঠপুত্র জয়সিংহ!

বীরা। না গঙ্গাদাস।

গঙ্গা। মহারাণা?

রাজ। না গঙ্গাদাস।

বীরা। আদেশ করুন মহারাণা! জয়সিংহের হয়ে আমি বলছি, এ জীবনে আর কখন সে ভীমসিংহের সঙ্গে বিরোধ ক'রবে না।

জয়। কেন—তুমি আমার হয়ে ব'লবে কেন? আমি বলছি—বলুন পিতা, কিরূপ প্রতিজ্ঞা ক'রলে আমার কথায় আপনার বিশ্বাস হয়। যদি এই অস্ত্র বুকে প্রবেশ করালে আপনার বিশ্বাস হয়, আমি এখনি তাও ক'রতে প্রস্তুত আছি।

রাজ। (কম্পিত কণ্ঠে) জয়সিংহ!

বীরা। মহারাণা! নিঃসঙ্কোচে আদেশ করুন। যদি আমাকে আপনার অবিশ্বাস হয়, যদি মনে হয়, রাজ-জননী হ'বার লোভে ভবিষ্যতে ভীমসিংহের বিরুদ্ধে পুত্রকে আমি উত্তেজিত ক'র্‌ব, পুত্রকে আত্মঘাতী হ'তে না দিয়ে, এখনি আপনার সম্মুখে পুত্রঘাতিনী হই।

রাজ। না রাণী, আমাকে অপুত্রক ক'র না।

বীরা। অপুত্রক? সে কি মহারাজ! কোথা ভীমসিংহ?

রাজ। জয়সিংহ! অসি নাও।

জয়। কোথায় আমার দাদা?

রাজ। রাণী! বালক আমার হাত থেকে অসি না নিতে চায়, তুমি দাও। সূতিকাগৃহে তোমার পুত্রের হাতে তৃণবলয় পরিয়ে তাকে ভবিষ্যতে সিংহাসনের অধিকার অঙ্গীকার ক'রেছিলুম। আজ এই অসি তাকে দিয়ে আজ হ'তেই তাকে মেবারের রাণা ব'লে স্বীকার ক'র্‌ছি। ভয় নেই রাণী, আমি তোমার পুত্রকে শঙ্কটে ফেলে চ'লে যাব না।

মোগলসম্রাটের সঙ্গে সত্বরই আমাদের বিরোধ বাধবার সম্ভাবনা। যদি হয়, আমি রাণার সঙ্গে মেবার সৈন্যের সেনাপতিত্ব ক'রব। নাও রাণী, আমি অতি আনন্দের সহিত তোমার পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ক'র্‌ছি—মেবারের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকবে জেনে ক'রছি! নাও রাণী, নাও। আমাকে সত্যি পতিত ক'র না।

জয়। বলুন পিতা, কোথায় আমার দাদা?

বীরা। বল স্বামিন্, কোথায় আমার পুত্র ভীমসিংহ?

রাজ। তুমি যে স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে আছ গঙ্গাদাস। আমি ভীমসিংহের কনিষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সামন্তের সন্দেহ দূর ক'রেছি। কেবল তোমাদের দুই ভ্রাতার সন্দেহ দূর ক'রতে পারিনি। রাণার রক্ষী হওয়া শক্তাবৎ কুলের চিরাধিকার! কই তুমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছ —"কোথায় ভীমসিংহ?"

গঙ্গা। আপনি তাকে হত্যা ক'রেছেন রাণা!

প্রস্থানোদ্যত

রাজ। না—না গঙ্গাদাস, ফেরো, আমি তাকে হত্যা করিনি। সে আমাকে হত্যা ক'রেছে। হত্যা ক'রে পিতৃঘাতী উদয়পুর থেকে পালিয়েছে।

গঙ্গা। পালিয়ে থাকেন আমি তাকে ধ'রে আন্‌বো রাণা।

রাজ। বেশ—বেশ। তবে শোন গঙ্গাদাস! সে যদি উদয়পুরে ফিরে আসে—আমি তার মুখ-দর্শন ক'রব না।

বীরা। দোহাই রাণা, এরূপ নিঠুর বাক্য মুখে আনবেন না।

রাজ। কিন্তু যদি না আসে—যদি না আসে? গঙ্গাদাস! আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, সে পিপাসার তাড়নায় উন্মত্ত হয়ে দোবারির গিরি-পথ লক্ষ্যে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছে। গঙ্গাদাস! দোবারি ঘাটের এপাশে কোনও প্রকারে তাকে এক বিন্দু জল খাওয়াতে পারো। একবিন্দু—

একবিন্দু ? নিদাঘে চাতক যা পাবার জন্য আকাশ পানে চেয়ে আর্ত্তনাদ করে। পিতৃপুরুষ যা পাবার জন্য উন্মত্ত ঝঞ্ঝায় হাহা-রবে ঘুরে বেড়ায়—একবিন্দু ?

প্রস্থান

গঙ্গা। মা! আমি যে বড় বিপদে পড়লুম। কি ক'রব বুঝতে পারছি না।

বীরা। আমি বুঝতে পেরেছি। তোমার আর কিছু ক'রতে হ'বে না। তুমি রাজার অনুসরণ কর।

গঙ্গা। কুমারকে ফিরিয়ে আনতে যাব না।

বীরা। তুমি তাকে ফেরাতে পারবে না। লাভের মধ্যে পথের মাঝে তার গতিরোধ ক'রে তুমি তার মৃত্যুর কারণ হ'বে। যেতে চাও, এই বুঝে তার অনুসরণ কর।

গঙ্গা। তবে কি রাণার জ্যেষ্ঠপুত্র বিনাপরাধে চির নির্ব্বাসিত!

বীরা। দেখি—দাঁড়াও ভেবে দেখি। দোবারী ? এখান থেকে কতদূরে সে গিরি-সঙ্কট গঙ্গাদাস ?

গঙ্গা। কুমার ভীমসিংহের ন্যায় শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী, এখন থেকে যদি ছুটতে আরম্ভ করে, কাল সন্ধ্যায় তার পাদমূলে উপস্থিত হ'তে পারে।

গঙ্গাদাসের প্রস্থান

বীরা। দোবারি পার হ'তে ?

জয়। সে দূরের কথা তোমার জানবার দরকার কি মা ? আমি যাচ্ছি।

জয়সিংহ প্রস্থানোদ্যত। বীরাবাই ছুটিয়া চলিলেন ও তাহাকে ধরিলেন

বীরা। ভবিষ্যৎ-রাণা! তুমি কোথায় যাও!

জয়। ভবিষ্যৎ-রাণা আমি নই রাণী। ভবিষ্যৎ-রাণা ভীমসিংহ।

বীরা। ঠিক ?

জয়। আগে ভাইকে ধ'রে আনি, তারপর জিজ্ঞাসা ক'র।

বীরা। তবে শোন জয়সিংহ! রাজ-জননী হবার জন্য এতদিন বড়ই ব্যাকুল ছিলুম! আজ আমি দরিদ্রের জননী হ'বার জন্য ব্যাকুল হয়েছি। সে যদি রাজা হয়, তবেই জানবে আমি তোমার মা। তুমি যদি রাজা হও, আমি মনে ক'রব, সেই মাতৃহীন শিশুকেই আমি গর্ভে ধারণ ক'রেছি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উদয়পুর—গরীবদাসের গৃহ

গরীবদাস ও সুজাতা

(দর্পণ সম্মুখে গরীবদাসের বেশবিন্যাস)

সুজাতার গীত

ও সে এসে কেন চলে যায়,
জেনে আয় সখি, জেনে আয় সখি, জেনে আয়।
কি যেন কথা বলিবে ব'লে,
এসে সে দাঁড়ালো বকুল তলে,
চোখে চোখ দিয়ে ফিরায়ে সে নিলে,
যেন কি গভীর নিরাশায়।

গরীব। সুজা! (করযোড় করিল)

সুজা। (সহসা গম্ভীর হইয়া) ও কি!

গরীব। আজ আমাকে ছেড়ে দাও!

সুজা। (পথ ছাড়িয়া, হস্ত নির্দ্দেশ) যাও।

গরীব। কিছু মনে ক'র না। আমাকে মেবারের এক শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহীর অনুসরণে যেতে হ'বে। যেতেই হ'বে। সে অনেকক্ষণ নগর ছেড়ে চলে গেছে। যাঁরা আমাকে পাঠাচ্ছেন, তাঁদের বিশ্বাস, আমি ভিন্ন এখন আর কেউ তাকে ধ'রতে পারবে না। আমিও যদি পারি, নিজেকে বহু ভাগ্যবান্ মনে ক'রব। মনে ক'রব—

সুজা। সে ত ভীমসিংহ।

গরীব। এই ত তুমি জানো সুজা। সে রাজার উপর অভিমান ক'রে গৃহত্যাগ ক'রেছে। তাকে ধ'র্‌তে হবে।

সুজা। ধ'র্‌তেই হবে?

গরীব। ধ'র্‌তেই হ'বে; সুতরাং তুমি কিছু মনে ক'র না।

সুজা। তোমার কথায়, আলাপে আদরের একান্ত অভাব দেখেও কখনও কিছু মনে করিনি। একথা যদি সত্য হয়, তাহ'লে তোমার সেই সমস্ত পূর্ব্ব অবজ্ঞার সমষ্টি নিয়ে আজ আমি মনে ক'র্‌লুম! মনে ক'র্‌লুম যথার্থ-ই তুমি আমাকে অবজ্ঞা কর। সর্ব্ব প্রকারেই তোমার স্ত্রী হ'বার যোগ্য নয় জেনে তুমি আমার সঙ্গে একটা কথার বিনিময় ক'র্‌তেও ঘৃণা কর।

গরীব। তা যদি মনে কর আমার দুর্ভাগ্য।

সুজা। যাও (গরীব গমনোদ্যত) তবে একটা কথা—

গরীব। বল।

সুজা। যেহেতু আমি তোমার স্ত্রী।

গরীব। বল—আমি শোনবার জন্য দাঁড়িয়েছি।

সুজা। ভীমসিংহকে ঠিক ভালবাস?

গরীব। তুমি মহাত্মা দয়ালসার কন্যা। সুতরাং আমার বিশ্বাস, সত্য কথা শুনে তুমি কখনও বিচলিত হবে না!

সুজা। বল না, আমার চেয়েও তুমি তাকে ভালবাস।

গরীব। তুমিও তাকে ভালবাস ব'লে, আমি তোমায় এত ভালবাসি। নইলে, আমি শক্তাবৎ—আজন্ম সৈনিক। শয্যায় বিশ্রাম লওয়া দূরে থাক্, এ বয়স পর্য্যন্ত মাটীতেই আমি অল্প সময় পা দিয়েছি। অশ্বপৃষ্ঠে বসা, অশ্বপৃষ্ঠে আহার, অশ্বপৃষ্ঠেই আমার নিদ্রা। এই শক্তিতে আমার সমকক্ষ ব'লে এ মেবারে ভীমসিংহকে আমি সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসি। আমিও এ মেবার মধ্যে তার একমাত্র সখা।

সুজা। না শত্রুবৎ!

গরীব। কি সুজা, আমি কি মিছে কইলুম!

সুজা। বোধ হচ্ছে। আগে একথা বিশ্বাস ক'রেছিলুম, কিন্তু এখন দেখছি, তুমি তার শত্রু। পরম শত্রু। তাকে ধ'রবার নাম ক'রে হত্যা ক'র্‌তে চলেছ।

গরীব। একথা ব'লবে শুধু দেওয়ান-নন্দিনী অপূর্ব্ব বুদ্ধিমতী সুজাবাই।

সুজা। না প্রভু, সুজাবাই শুধু নির্জ্জনে নীরবে কাঁদবে। নির্জ্জনে কেন? সে তখন আর কারও কাছে মুখ দেখাতে পার্‌বে না। নীরবে কেন—সে বুঝবে, যে এক মাতৃহীনকে আর এক মাতৃহীনা সহোদরার প্রাণের অধিক ভালবাসতো, তারই স্বামী তাকে পথের মাঝে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা ক'রেছে। তার এ করুণকণ্ঠ দেবতাকে শোনা'বার তার উপায় থাকবে না।

গরীব। কি ব'লছ, আমি বুঝতে পারছি না।

সুজা। সুতরাং তুমি মূর্খ। সুতরাং তুমি যদি তার মিত্রও হও, তোমার মত মূর্খের মিত্রতার চেয়ে, তুমি পণ্ডিত হ'লে তোমার শত্রুতাও তার পক্ষে শতগুণে ভাল হ'ত।

গরীব। হেঁয়ালি রেখে, খুলে বল, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।

সুজা। তাহ'লে তুমি আরও মূর্খ। রাজা আপনার কলঙ্ক ক্ষালন ক'র্‌বে, রাণী ক'র্‌বে। শেষে দেশবাসী জানবে, রাণার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মিত্রতার অছিলায় হত্যা ক'রেছ তুমি।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। প্রভু! ঘোড়া তৈয়ার।

সুজা। যা ফিরে যা। সাজ খুলে দে। আর এক ঘণ্টা পরে প্রস্তুত ক'রে নিয়ে আয়।

রাজ। এই নাও। মনের আবেগে এই জল নিয়ে আমিই ছুটেছিলুম। কিন্তু সুজাতা! কিছুদূর গিয়েই আমার ভয় হ'ল। হতভাগ্য এইখান থেকেই পিপাসা নিয়ে ছুটেছে। যদি আমার সুমুখেই তার মৃত্যু হয়? চোখের উপরে নিরপরাধ পুত্রের মৃত্যু দেখতে আমার সাহস হ'ল না। আমার পরে একমাত্র গরীবদাসই উপযুক্ত সময়ে তাকে ধ'রতে পারে, এই জেনে মা, আমি তোমার স্বামীর শরণাপন্ন হ'তে এসেছি।

গরীব। (নতজানু হইয়া) ওকথা ব'লবেন না প্রভু! আমি আপনার চিরদাস।

সুজাতা। (নতজানু) ও কথা ব'লে রাণা, আমার স্বামীর শক্তি লোপ ক'রবেন না।

রাজ। তবে যাও—আর দাঁড়িয়োনা।

গরীবদাসের প্রস্থান

নেপথ্যে অশ্বপদ শব্দ

*[সুজা। (সিঁড়ি বাহিয়া ছাদে উঠিয়া) দেখো অহঙ্কারী অশ্বারোহী! দেখো যেন তার নিস্পন্দ ওষ্ঠের কাছে এ জলপূর্ণ পাত্র তু'লতে না হয়। শক্তাবতের বিপুল খ্যাতি, দোবারির পারে, মরুভূমির বক্ষের উপরে, যেন জলস্তম্ভের প্রতিষ্ঠা ক'রে উদয়পুরে ফিরে আসে।

রাজ। ভয় নেই সুজাতা, সে ম'রবে না। তুমিই তাকে বাঁচিয়েছ। শক্তাবতের প্রভুভক্তি আর পুত্রের দুর্ভাগ্য দুয়ে মিলে সে মুহূর্তের প্রাণকে তার দেহের ভিতর ধ'রে রাখবে। তুমি চলে এস।]*

দ্বিতীয় দৃশ্য

দিল্লী—প্রাসাদ—পাঠাগার

আওরঙ্গজেব ও তয়বর খাঁ

আও। তয়বর! উদয়পুরে জিজিয়াকরের ইস্তাহার জারি ক'রতে হবে! উপযুক্ত লোকের প্রয়োজন।

তয়বর। কিরূপ লোক পাঠাতে জাঁহাপনার অভিরুচি?

আও। রাণার মর্য্যাদার অনুরূপ।

তয়বর। ইস্তাহার কিরূপ ভাবে জারি ক'রতে চান—

আও। রাণার প্রাসাদ-দ্বারে।

তয়বর। জারি ক'রেই কি তাকে চ'লে আসতে হবে?

আও। তাতে আমার দুর্নাম হবে না?

তয়বর। বিলক্ষণ দুর্নাম হবে।

আও। তবে?

তয়বর। যেই যাক্, ইস্তাহার দিয়েই রাণার সঙ্গে তার সাক্ষাতের প্রয়োজন।

আও। কাকে তুমি পাঠা'তে পার?

তয়বর। হিন্দু না মুসলমান?

আও। হিন্দুর মধ্যে কাকে যোগ্য মনে কর?

তয়বর। যোগ্য একমাত্র বিকানীর-পতি শ্যামসিংহ।

আও। আর মুসলমান?

তয়বর। হয় দিলীর খাঁ, নয় আমি। কেননা সম্রাট কোন সাহ-জাদাকে পাঠাতে হয়ত সঙ্কোচ বোধ ক'রতে পারেন।

আও। কিছু না। তবে কোনও সাহজাদা ত দিল্লীতে নেই। আকবর বাংলার পথে, আজিম কাবুলে, মোজাম দাক্ষিণাত্যে।

আও। তা কেন ব'লব? তিনি সকলেরই ঈশ্বর! তবে তিনি সকলকে সমান চক্ষে দেখেন না। মুসলমানই তাঁর কাছে অপেক্ষা প্রিয়। এ কথাটি সত্য,—হিন্দুস্থানীর ভাষায় মোসলেমের অর্থ যদি প্রকৃত ভক্ত হয়, তাহ'লে মুসলমান হওয়াটা মোগল পাঠানেরই একায়ত্ত নয়, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর ভিতরেও অনেক প্রকৃত মুসলমান আছে—অনেক প্রকৃত ঈশ্বরভক্ত। হিন্দুদের শাস্ত্রে আছে, যে ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্ত সেই তাঁর অতিপ্রিয়।

দিলীর। এই যদি আপনার কথার প্রকৃত অর্থ হয়, তাহ'লে আমাদেরও ভিতর অনেকেই ত ও পবিত্র উপাধি গ্রহণের যোগ্য নয়!

আও। তাতে আর সন্দেহ নেই। অতি অল্পলোকেই ঈশ্বরকে চায়। একমাত্র ধন দৌলতই প্রায় সমস্ত লোক পা'বার জন্য ছুটোছুটি ক'র্‌ছে। অন্তরের অন্তরে বিলাসবাসনা ভ'রে তারা এক একবার মসজিদে গিয়ে, উচ্চকণ্ঠে কেবল ঈশ্বরের প্রকৃত নামকে উপহাস ক'রে আসে। তবে হিন্দুরা তাঁকে যত উপহাস করে, মুসলমান আজও পর্য্যন্ত তত উপহাস ক'রতে শেখেনি। হিন্দুর তীর্থ ভণ্ডে পরিপূর্ণ। মন্দির ভণ্ডামির আশ্রয়।

দিলীর। তাই কি আপনি হিন্দুর মন্দির চূর্ণ ক'র্‌তে এত উৎসুক?

আও। কি ক'র্‌ব! আমি ত আমার প্রপিতামহ আকবরের ম সাম্রাজ্যের ব্যবসা ক'রতে আসিনি। আমি এসেছি, প্রকৃত ...ট হ'তে। নিজের সাম্রাজ্য-ভোগ অটুট রাখবার জন্য, লোকের কাছে সুযশ কেনবার জন্য, আমি ভণ্ডামির প্রশ্রয় দিতে পারিনি। যদি পারতুম তাহ'লে আমি তাঁর চেয়ে বড় জগতের গুরু হতুম। ভুক্তের ধ্বংস আমার সিংহাসন গ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্য।

দিলীর। তাহ'লে শুধু গরীব হিন্দুর উপরেই আপনার কঠোর দৃষ্টি কেন? যদি জানেন মুসলমানের ভিতরেও অনেক ভণ্ড আছে।

আও। সেইটে পারিনি দিলীর খাঁ! তাদের পানে কঠোর দৃষ্টিতে চাইতে আমার সাহস নেই। তা যদি পারতুম, তাহ'লে দিল্লীশ্বর বাস্তবিকই জগদীশ্বর হ'তো। পারেনি ব'লে সে শুধু আওরঙ্গজেব। তাই সে হিন্দুর চক্ষে দৈত্য আর মুসলমানের চক্ষে ঈশ্বরের দূত। এইবারে কথাটা বুঝলে দিলীর খাঁ?

দিলীর। তাহ'লে রাণার পত্র আপনার ভাল লাগেনি?

আও। ভাল লাগেনি! অপূর্ব্ব পত্র, পাঠে তোমারই মত আমি মুগ্ধ হয়েছি।

দিলীর। সত্য কথা ব'লতে কি সম্রাট, এই পত্র পাঠ ক'রে সেই মহানুভব রাজাকে দেখতে আমার বড় ইচ্ছা হয়েছে। (পত্র দান)

আও। আমারও দেখতে ইচ্ছা হয়েছে দিলীর খাঁ! রাণা রাজসিংহ পত্রে আমাকে যে শ্রদ্ধা দেখিয়েছে, আমার অধীন কোনও রাজপুত নরপতি আমাকে এরূপ শ্রদ্ধা আজও পর্য্যন্ত দেখায়নি।

দিলীর। এ কথা খাঁটি সত্য।

আও। তাহ'লে যথাসম্ভব সত্বর একলক্ষ ফৌজ গোপনে আজমীরে সমবেত কর।

দিলীর। এই রকম ক'রে দেখতে হবে?

আও। আবার কি! এই পত্রের মধ্যে কোন্ অংশটা সর্ব্বাপেক্ষা আমার ভাল লেগেছে জান? যেখানে রাণা বলেছে, "দরিদ্র, দুর্ব্বল, অত্যাচারের প্রতিকার করতে সম্পূর্ণ অশক্ত প্রজার উপর কর নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে, অনুগত অম্বররাজ রামসিংহের উপর প্রথম এই কর স্থাপন করুন। তা ক'রতে যদি সম্রাটের চক্ষুলজ্জা হয়, তাহ'লে তার এই হিতৈষী বন্ধুর মাথার উপর সর্ব্বাগ্রে কর ধার্য্য করুন! কেননা সেইটেই আপনার পক্ষে সহজ হবে। পিপীলিকা পতঙ্গের উপর উৎপীড়ন কখনও বীর ও মহত্বের পক্ষে শোভন হয় না।" এইটুকু পড়েই আমি সবিশেষ মুগ্ধ

হয়েছি। অনেক দিন থেকেই তার সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ অন্বেষণ করছিলুম—সুবিধা হয়নি। আজ হয়েছে। মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়ালে কেন দিলীর খাঁ! সঙ্কোচ বোধ কর, অনেক যুদ্ধ ক'রেছ—কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম নাও। আমি আগেই রাণার প্রাসাদ-দ্বারে ইস্তাহার জারী ক'রতে তয়বর খাঁকে পাঠিয়েছি।

তৃতীয় দৃশ্য

দিল্লী—প্রাসাদ—উদিপুরী মহল

উদিপুরী

গীত

নয়নের কোলে একটী বিন্দু এই ঝরে এই ঝরে,
লুবধ বাতাস কোথা হতে এসে নিয়ে গেল তাকে হরে'।
জগতের চোখে দিতে গো ফাঁকি,
রাখিল যে তাকে অঞ্চলে ঢাকি'
কোন্ ফাঁকে সে যে হ'লগো বাহির কি জানি কেমন ক'রে।
আয়রে অশ্রু ফিরে আয়,
কাঁদিবার বেলা চলে যায়,
আয়রে আমার চোখের জল আমারি চোখে ফিরে,
আর মুখে হাসি মাখিতে পারি না মরমে বেদনা পুরে।

আওরঙ্গজেবের প্রবেশ

আও। সে কি বাইজী, আমি আসতে না আসতে গান বন্ধ করলে কেন?

উদি। কি জানি, বয়স্থা বাইজীর গান যদি জাঁহাপনার পছন্দ না হয়।

আও। ও! অভিমান! কয়দিন আমি তোমার কাছে আসতে পারিনি ব'লে অভিমান!

উদি। কিছু না। এ বিশ বৎসরের মধ্যে এই কয়দিনই আমি সর্ব্বাপেক্ষা সুখী ছিলুম জাঁহাপনা!

আও। সত্য নাকি প্রিয়তমে?

উদি। চিরদিন অসুখী যে, তার সঙ্গে রহস্যের কল্পনা করাও পাপ।

আও। তাহ'লে এখানে এসে তোমার সুখভোগে বাধা দিলুম!

উদি। অন্ততঃ আরও কিছুদিন আপনার না আস্‌লে হ'ত ভাল। আমি দিন কতক নিজেকে নিয়ে থাকতুম, আপনিও দিন কতক নিজেকে সঙ্গী ক'রে হারাণো সুখের অনুসন্ধান-সুখটাও একটু উপভোগ ক'রতে পারতেন।

আও। যাই হ'ক, আজ এসে অন্ততঃ আমার একটা লাভ হ'ল!

উদি। কি সম্রাট্?

আও। এসে বুঝলুম, কাশ্মীরী-বেগম শুধু রূপ নয়।

উদি। কাশ্মীরী-বেগম হ'লে শুধু রূপই হ'ত। আপনার ক্ষীণ-দৃষ্টিতে আপনি যে ভুল দেখছেন জাঁহাপনা! আমি যে উদিপুরী! আমাতে সে রহস্যময় জাতির রূপও আছে গুণও আছে।

আও। আচ্ছা—উদিপুরী। তাহ'লে আজ তোমার সঙ্গে সরল ভাবে গোটা দুই আলাপ ক'রতে ইচ্ছা করি।

উদি। আজন্মের কপটতা এক মুহূর্ত্তে কি ত্যাগ ক'রতে পারবেন সম্রাট্।

আও। পরীক্ষা কর।

উদি। বেশ, বলুন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমাকেও সরলভাবে উত্তর দেবার অধিকার দিন।

আও। সম্পূর্ণ অধিকার দিলুম বেগমসাহেব। তুমি নিঃসঙ্কোচে উত্তর দাও।

উদি। বলুন।

আও। *বাহ্যরূপকে আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি জানো?

উদি। জানি। যেহেতু আপনি অতি কুৎসিত। ঈশ্বর আপনাকে দুনিয়ার বাদসাহী দিয়েছেন—কিন্তু রূপ থেকে একেবারে বঞ্চিত ক'রেছেন।

আও। *সে জন্য নিত্য আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই।*

উদি। ঐটুকু আপনার কপটতা।

আও। না উদিপুরী কপটতা নয়।

উদি। নয়? তবে সেটা ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ। আপনি যে কুৎসিত তা আপনি বুঝতে পারেন না।

আও। আমার রূপ আমার চক্ষে ত বড়ই সুন্দর ঠেকে।

উদি। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ। বানর নিজের রূপকে কখনও কুৎসিত দেখে না। গর্দ্দভ নিজের স্বরকে কর্কশ মনে করে না। তা যদি ক'র্‌তো তাহ'লে বিকট চীৎকারের পরক্ষণেই সে মূর্চ্ছিত হ'ত।

আও। তাইত বেগম সাহেব, তুমি ত বিশ বৎসর ধ'রে আমাকে বড়ই ঠকিয়ে এসেছ। তোমার প্রকৃত মূর্ত্তি ত আমাকে দেখ্‌তে দাও নি।

উদি। যেহেতু আপনি এই দীর্ঘকাল আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে আসছেন।

আও। তুমি তা বুঝতে পেরেছ!

উদি। আগে বলুন, ঘৃণার চক্ষে দেখেছি।

আও। কিন্তু তোমাকে যে আমি অগাধ ভালবাসা দেখিয়ে এসেছি।

উদি। আগে বলুন।

আও। কিন্তু আদর ক'রতে গিয়েই আমার মনে হ'ত, কাশ্মীরের এক অতি হীন স্থান থেকে তোমাকে কুড়িয়ে এনেছি। মনে মনে অনেকবার ব'লেছি, হায়! তুমি যদি আমার দৃষ্টিপথে না পড়তে!

উদি। পড়েছিলুম, তাতে ক্ষতি কি ছিল সম্রাট! এক নর্ত্তকীর পালিতাকে আপনি অনায়াসে উপেক্ষা ক'রে চলে আস্তে পারতেন। তাকে হারেমে প্রবেশ করা'লেন কেন?

আও। বাদসার অন্দরে যে রূপ নেই, সেই অনুপম সৌন্দর্য্য তুচ্ছ-মূল্যে যার তার উপভোগ্য হবে, এটা কল্পনাতেও সহ্য ক'রতে পারলুম না। সেই জন্যই ভূস্বর্গের উদ্যানের এক আবর্জ্জনাময় অংশ থেকেও এই অনাঘ্রাত কুসুমটীকে তুলে এনেছিলুম।

উদি। যদি এনেইছিলেন, ত অন্দরের এক পার্শ্বে অনাস্থায় তাকে ফেলে রাখেন নি কেন?

আও। তা পারিনি। এবং সেই জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। এক হৃদয়হীনার আশ্রিতা, পিতৃমাতৃহীনা বালিকাকে অন্তত আশ্বাস দিয়ে ঘরে এনে তার সঙ্গে ঔরংজেব প্রতারণা ক'রতে পারেনি।

উদি। তা ঠিক। আপনি আমাকে এখানে এনে বাদসার সাধারণ উপভোগ্যা বাঁদীর স্থান অনায়াসে দান ক'রতে পারতেন। তা না ক'রে আপনি শাস্ত্রমত বিবাহে আমাকে সম্রাট-মহিষীর মর্য্যাদা দিয়েছেন। আপনাকে লোকে আর যা ব'লতে ইচ্ছা করে বলুক, কিন্তু আপনার অতি বড় শত্রুও আপনাকে চরিত্রহীন ব'লতে পারে না।

আও। আজ তোমার সঙ্গে সরলভাবে যখন কথা কইতে প্রতিশ্রুত হয়েছি, তখন কথা গোপন ক'রব না। শুধু সেজন্য নয়। প্রধানা-বেগমের দম্ভ চূর্ণ ক'রবার জন্যও তোমাকে তার মত মর্য্যাদা দিয়েছি। কিন্তু দিয়েই মনে হয়েছে—আমি ঠকেছি। তোমাকে বিবাহ ক'রে দেখলুম, তুমি তার চেয়েও দাম্ভিকা।

উদি। সেটা যে স্বাভাবিক জাঁহাপনা! আর আমি যে দাম্ভিকা হব, এটা আওরঙ্গজেবের ন্যায় বুদ্ধিমানের পূর্ব্বেই বোঝা উচিত ছিল। কেন না, আপনার অন্যান্য বেগম বাদসার অন্দর কামনা ক'রেছে। আর বাদসার

অন্দর আমাকে কামনা ক'রেছে। কাশ্মীরের সেই দেবতা-বিরচিত উদ্যানে, পরীর চক্ষু-রঞ্জিত জলের সেই অপূর্ব্ব আধার হ্রদের কথা আপনি স্মরণ করুন। যে দিন সে বিশাল জলাশয় আমাকে তার অঙ্গ স্পর্শ ক'রতে দেখে অগণ্য হিল্লোলে আমার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। হ্রদতীরে আমার সম্বর্দ্ধনা ক'রতে দেবতা-প্রেরিত দূতের মত সারি সারি দেবদারু। তাদের কাঁধে ভর দিয়ে পত্রাবগুণ্ঠনের অসংখ্য পরীর জয়গান। সেইখানে আমাকে আপনার প্রথম দেখা। হিন্দুস্থানের বাদসা হয়েও সেদিন সে জলচারিণীর রূপ আপনি বৃক্ষান্তরালে দাঁড়িয়ে চুরি ক'রে পান ক'রে-ছিলেন। আমি সেই জলকেলিরতা মুক্ত আকাশের পাখী—লোভ দেখিয়ে আপনি আমাকে এই সোণার পিঞ্জরে আবদ্ধ ক'রেছিলেন। এখানে এসে দেখি, আমাকে প্রলুব্ধ ক'রতে পারে এমন কোনও ঐশ্বর্য্য আপনার নেই। এই বিশ বৎসরেও আমি নিজেকে এ বাদশাহী সুখে অভ্যস্ত ক'রতে পারলুম না। পুত্র হ'ল, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, সে আপনার মুখসাদৃশ্য লাভ ক'রতে পারলে না। চক্ষুতারকায় সে সেই হ্রদের গাঢ় নীলিমা মাখিয়ে নিয়ে এসেছে। আর বর্ণে কাশ্মীর পাহাড়ের সেই অরুণগর্ভ তুষারশ্রী জড়িয়ে গিয়েছে। তার মুখখানার সমস্ত অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত কাশ্মীর কুসুমের বিজড়িত রহস্য, তার হৃদয়ে অজস্র উচ্ছ্বসিত সেই সমস্ত কুসুম গন্ধের প্রেরণা। তার রূপের অন্তরাল থেকে কাশ্মীরী প্রকৃতি নিত্য আমাকে শুনিয়ে বলে—"আর কেন সখী, ও অসার ঐশ্বর্য্যের মাঝে, তুমি ফিরে এস!" ফিরতে পারি না সম্রাট, তাই আপনাকে ভুলে থাকবার জন্য যে কার্য্য আপনার চোখে সবার চেয়ে ঘৃণা, তাই করি—একটু একটু সরাব খাই। (সরাব পান) একি নাথ, চলে যাচ্ছ যে!

আও। তাইত প্রিয়তমে!

উদি। অবশ্য এ মিষ্ট সম্বোধন বাদ্‌সা আলমগীর্ আজ সরল হৃদয়েই ক'রেছেন।

আও। নিশ্চয় সম্রাজ্ঞী, নিশ্চয়!

উদি। চলে যাচ্ছেন যে, সরলভাবে আমার সঙ্গে কি আলাপ ক'রতে এসেছিলেন না!

আও। এসেছিলুম, কিন্তু কি ব'লতে এসেছিলুম ভুলে গেছি!

উদি। এরূপ ভোলা আলমগীরের পক্ষে এই প্রথম!

আও। আমি তোমাকে, মনে হচ্ছে যেন, শাস্তি দিতে এসেছিলুম।

উদি। তা হ'লে পরাজিত হ'লেন স্বীকার করুন।

আও। চিরজয়ী আলমগীরের এই প্রথম পরাজয়।

উদি। কি জন্য শাস্তি দিতে এসেছেন আমি ব'লছি।

(নেপথ্যে দিলীর—জাঁহাপনা)

আও। ভিতরে এস দিলীর খাঁ!

দিলীর খাঁর প্রবেশ

দিলীর। এরাদৎ খাঁ প্রস্তুত।

আও। ফৌজ?

দিলীর। আপনি যেরূপ আদেশ ক'রেছিলেন—দু'হাজার।

আও। (সহসা) আমাকে বন্দী কর দিলীর খাঁ।

দিলীর। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আপনার কথার অর্থ বুঝ্‌তে পারলুম না যে জাঁহাপনা!

আও। বন্দী ক'রে এই আলমগীর্-বিজয়িনী সম্রাজ্ঞীর ইচ্ছামত যে কোন দুর্গে আমাকে আবদ্ধ কর। আমি কি ক'রতে এসেছিলুম ভুলে গিয়েছি। আমার সঙ্কল্পচ্যুতি হয়েছে। আর আমার দ্বারা সাম্রাজ্য শাসন চ'লবে না।

প্রস্থান

উদি। সম্রাট কি জন্য এসেছিলেন জানেন উজীর?

দিলীর। আপনাকে বন্দী ক'রতে।

উদি। শুধু আমাকে?

দিলীর। আপনি ও আপনার পুত্র—উভয়কে।

উদি। পুত্র কোথায় জানেন?

দিলীর। জানি—রূপনগরে। তাঁকেই বন্দী করতে এরাদৎখাঁ রূপনগরে চ'লেছে।

আওরঙ্গজেবের পুনঃ প্রবেশ

আও। মনে পড়েছে—মনে পড়েছে। তোমাকে আমি শাস্তি দিতে এসেছিলুম। শাস্তি—কঠোর। তোমাকে ও তোমার পুত্রকে চিরদিনের জন্য গোয়ালিয়র দুর্গে আবদ্ধ ক'রতুম। যেখানে আমার প্রিয়তম পুত্র মহম্মদ শয়ন ক'রে আছে! কালে—তোমরা মাতাপুত্রে তারই পার্শ্বে শয়ন ক'রতে।

উদি। তা যদি ক'রতে পারেন জাঁহাপনা, তাহ'লে সত্যসত্যই আপনার ভালবাসার একটা জাজ্বল্যমান নিদর্শন পাই।

আও। সরলভাবে ব'লছ?

উদি। এত সরলভাবে আর কখন আপনার সঙ্গে কথা কইনি।

দিলীর। বেগমসাহেব আর সম্রাটকে উত্তেজিত ক'রবেন না।

উদি। সম্রাটের পরিবর্তে তবে তুমি শোন দিলীর খাঁ! ক্রুর তুকার ঔরসে, তরলমতি কাশ্মীরী রমণীর গর্ভে কামবক্স্ জন্মেছে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, পিতা কিম্বা মাতা কারও প্রকৃতিতে সে অধিকারী হয় নি'। সরল, উদার, মধুর,—সম্রাট! সে আপনারই জ্যেষ্ঠ দারার মত কবি। তার দুর্ভাগ্য দিলীর খাঁ, আত্মরক্ষার একটাও অস্ত্র না দিয়ে ঈশ্বর তাকে দিল্লীর এই বাদসাহী-জঙ্গলে নিক্ষেপ ক'রেছে। অকালমৃত্যু তার অনিবার্য্য। আমার প্রতি প্রচ্ছন্ন ঘৃণায়, মৌখিক স্নেহে সম্রাট সে

হতভাগ্যকে সর্ব্বদা কাছে রেখেছেন। তার সকল ভাই কোন না কোন একটা প্রদেশের সুবেদার। কিন্তু বাইজীর পুত্র ব'লে সম্রাট তাকে সে গৌরবের পদ দান করেন নি। অথচ বাদশাহী ঐশ্বর্য্যের নিত্য প্রলোভন তার সম্মুখে। পিতার চরিত্র ইতিহাসে সুপরিচিত! সে সাম্রাজ্যলোভ ত্যাগ ক'রতে পারবে না। সুতরাং অকালমৃত্যু তার অনিবার্য্য। তা হ'লে উজীর, পিতার পথানুসারী রাজ্যলোলুপ যে কোন নির্দ্দয় ভ্রাতার হস্তে তার শোচনীয় মৃত্যু অপেক্ষা, স্নেহময় পিতার হস্তে গৌরবময় মৃত্যু কি তার ভাল নয়?

দিলীর। অতি অদ্ভুত কথা সম্রাজ্ঞী! আমিও আমার সম্মুখস্থ বংশ-মর্য্যাদা-হীনা কাশ্মীরীবেগমকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা ক'রতুম। আজ তাঁর সম্মুখে এই আমি প্রথম শ্রদ্ধার সঙ্গে—

উদি। আগে আমাকে উদিপুরী বল উজীর, তারপর মস্তক অবনত কর। আমি অত্যন্ত ঘৃণ্য জেনে—সম্রাট আমাকে ওই পদবী দিয়েছিলেন। কিন্তু এসে দেখলুম, বাদসার অন্তঃপুরে সমস্ত বেগমদের মধ্যে ওইটাই হচ্ছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিধান। এসে জানলুম, সম্রাট আকবরের সময় থেকে অম্বর, মাড়োয়ার, বিকানীর—সমস্ত রাজপুত-কন্যা মাথা হেঁট ক'রে দিল্লীর হারেমে প্রবেশ ক'রেছে। একমাত্র উদিপুরী আজও পর্য্যন্ত উচ্চশিরে দাঁড়িয়ে আছে। সে মাথা অবনত করা দাম্ভিকশ্রেষ্ঠ আলমগীরেরও সাধ্যাতীত। তথাপি আমি হর্ষের সঙ্গে ওই উপাধি গ্রহণ ক'রলুম। এবং এই কুৎসিতের অজ্ঞাতসারে তাকে হৃদয়ের সঙ্গে ভাল-বাসলুম। উপাধির সঙ্গে সঙ্গে কি এক স্বর্গীয় গর্ব্ব আমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ ক'রেছিল। নইলে সরাবের সঙ্গে বিষ মিশ্রিত ক'রে এই চিরমুক্তা কাশ্মীরী পাখীকে স্বামীর ঘৃণার দৃষ্টি থেকে কোন্ অতীতকালে আমি সরিয়ে দিতুম।

দিলীর। সম্রাট!

আও। বেশ! বেশ—সরলতা প্রিয়তমে! তোমার এই সরল তেজস্বিতাকে আমিও একটা সেলাম করি। আলমগীর্ ভণ্ডজগতের উপর খড়্গাহস্ত—কুটীলতা তার চক্ষুশূল। কিন্তু উদার সরলতার সম্মুখে সে তরল জলধারার কাছে বেতসলতার ন্যায় নমনীয়। তবে, তবে এতই যদি তোমার সরলতা—এতই যদি তোমার মেবারী অভিমান [illegible], তবে আমাকে গোপন ক'রে রূপনগরী সুন্দরীকে দেখ্‌তে পুত্রকে পাঠিয়েছে কেন?

উদি। আগে বলুন, রামসিংহের মুখে তার রূপের কথা শুনে, আপনি তাকে বিবাহ ক'রতে অভিলাষ ক'রেছিলেন কিনা?

আও। (পিছাইয়া) দিলীর! আমার মুখে স্বীকারের ভাষা ভেসে উঠেছে কি?

দিলীর। (সহাস্যে) জ্বলন্ত অক্ষরে ভেসে উঠেছে জাঁহাপনা?

উদি। হে বৃদ্ধ! এ কথা আমার কাছে ব'লতে যদি কুণ্ঠা বোধ হয়, আমিই ব'লছি শ্রবণ কর। যখন জানলুম, আপনি তাকে দিল্লীতে আনতে ইচ্ছা ক'রেছেন, এবং সে এলে যদি আমা অপেক্ষা সুন্দরী হয়, তা'হলে আপনার এই চক্ষুশূলকে চিরদিনের জন্য দৃষ্টির অন্তরালে ক'রতে অভিলাষী হয়েছেন, তখন আমি আপনার পুত্রকে সেই কন্যা দেখতে পাঠিয়েছি। দেখতে পাঠিয়েছি—আমার পুত্রকে কবি ও দ্রষ্টা জেনে। দুই উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছি। এক—আমার পুত্র দেখ্‌বে রূপনগরী আমা হ'তেও সুন্দরী কিনা। দুই—রূপনগরীও দেখ্‌বে আমার পুত্র অনুপম সুন্দর কিনা! যদি পরস্পরকে দেখে পরস্পরে মুগ্ধ হয়, তাহ'লে আমি জাঁহাপনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করেছি জেনে নিশ্চিন্ত হ'ব এর পর—আমি ক্লান্ত হয়েছি—আর কি আমাকে কিছু ব'ল্‌তে হ'বে জাঁহাপনা?

আও। আর এক কথা। যদি তোমার পুত্রকে দেখে রূপকুমারী মুগ্ধ না হয়?

উদি। যা অসম্ভব, সে কথার আমি উত্তর দিতে পারি না।

দিলীর। নিশ্চয়—আপনি উত্তর দেবেন না। বিশ্রাম গ্রহণ করুন গে।

উদি। সম্রাট!

আও। আমি কিন্তু অসম্ভব মনে করি না। আর যখন করি না, তখন তোমার ছেলে যদি সেখান থেকে অপমানিত হয়ে আসে?

উদি। আগেই ত তার উত্তর দিয়ে রেখেছি—তাকে ও আমাকে আপনার ইচ্ছামত শাস্তি দেবেন।

আও। তাও দেব—আর তোমার রূপকুমারীকেও গ্রহণ করবো।

উদি। (সশ্লেষে) বেশ সম্রাট! সে অসম্ভবের প্রতীক্ষায় আমি আজ থেকে একটু আগ্রহ সহকারে নিদ্রা যাই।

আও। চলে এস দিলীর খাঁ! একটা ক্ষুদ্র ভূঁইয়ার কুমারীকে নিয়ে আসা যদি আলমগীরের পক্ষে অসম্ভব হয়, তাহ'লে আলমগীর মানে ভূ-বিজয়ী নয়—স্ত্রী-পরাজিত।

দিলীর ও আওরঙ্গজেবের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

উদয়পুর—রাজ-অন্তঃপুর

বীরাবাই ও জয়সিংহ

বীরা। ভ্রাতার অনুসন্ধানে বেরিয়ে এখনি ফিরে এলে জয়সিংহ?

জয়। পিতার আদেশে ফিরে এলুম। যাবার মুখেই তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ। তিনি বললেন, "বাদসার সঙ্গে যখন আমাদের যুদ্ধ বাধবার সম্ভাবনা, তখন প্রভাতেই তুমি বুন্দী যাত্রা কর। হার-রাজ-

কুমারীকে বিবাহ ক'রে, সপ্তাহ মধ্যে তুমি উদয়পুরে নিয়ে এস। কেননা এবার যুদ্ধ বাধলে, আমরা অনেক দিন কোনও মাঙ্গল্য কর্ম্মের অবসর পাবোনা।"

বীরা। জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাক'তে কনিষ্ঠের বিবাহ কেমন ক'রে বৈধ হবে?

জয়। সে কথাও তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাতে তিনি যা উত্তর ক'রলেন, তার প্রত্যুত্তর দিতে আমার আর বাক্য ছিল না।

বীরা। কি ব'ললেন?

জয়। ব'ললেন, "ভীমসিংহ যদি উদয়পুরে ফিরে আসে, তা' হলে তুমিই আমার একমাত্র পুত্র। যদি না আসে, তুমিই আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র। সুতরাং রাজ্যের উত্তরাধিকারী। বংশের উত্তরাধিকার বজায় রাখ্‌তে অচিরেই তোমার বিবাহ করা কর্ত্তব্য?"

বীরা। তবে তাকে ফিরিয়ে আ'নতে আমাকে অনুমতি দিলেন কেন?

জয়। বললেন, "আনতে পারলে অন্ততঃ তোমার কলঙ্কের মোচন হয়। প্রজারা অন্ততঃ জেনে সুখী হয় তার নির্ব্বাসনে তোমার কোনও অপরাধ নেই।"

বীরা। সে হতভাগ্য এমন কি অপরাধ ক'রলে যে, মহারাণার ক্রোধ মর্ম্মান্তিক হয়ে গেল।

জয়। জিজ্ঞাসা করেছিলুম। উত্তর দেন নি।

বীরা। জয়সিংহ! তা'হলে আমার প্রতিজ্ঞার কি হবে?

জয়। মা! তোমারও বড় বিষম অবস্থা।

বীরা। বিষম কি জয়সিংহ, আমার অবস্থা সেই নির্ব্বাসিত হতভাগ্যের চেয়েও ভীষণ। সমস্ত লোকাপবাদ অগ্রাহ্য ক'রে যদি আমি উদয়পুরে থাকতে পারি, তবেই আমার এ পুরীতে বাস সম্ভব। কিন্তু

আমি রাঠোর-কন্যা। আমি ত সে অপবাদ সহ্য ক'রে এখানে এক তিলার্দ্ধ সময়ও থা'কৃতে পারবো না।

জয়। তা' বুঝেছি।

বীরা। হয়, সেই চির নির্ব্বাসিত হতভাগ্যের সঙ্গে বাস, নয় আত্মহত্যা, আমার তৃতীয় গতি আমি দেখতে পাচ্ছিনা। রাত্রি প্রভাতেই সমস্ত রহস্য প্রকাশিত হয়ে পড়বে। নিদ্রিত নগরবাসী ঘুম ভেঙ্গে উঠে শুনবে, ভীমসিংহই মহারাণার জ্যেষ্ঠ পুত্র। শুধু তারা শুনবে ;—আর তারা তাকে দেখতে পাবে না।

জয়। মা! তোমার অবস্থা দেখে আমি যে চোখের জল রাখ্তে পারছি না! অথচ বুঝে দেখ মা, প্রতিকারে আমি শক্তিহীন।

বীরা। জয়সিংহ! আমি দেখছি, প্রভাতের অরুণ আমাকে অঙ্গারবর্ণা প্রেতিনী ক'রবার জন্য উদয়াচলের অন্তরালে ব'সে এখন থেকেই আমার বুকের রক্ত দিয়ে তার ক্রুদ্ধ চক্ষু রঞ্জিত ক'রছে। কি করি জয়সিংহ?

জয়। আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা ক'র না মা। তোমাকে যেটুকু ব'লতে পারি, সেইটী কেবল শুনে রাখ। পিতার সময়ে ভাই যদি উদয়পুরে প্রবেশ ক'রতে না পায়, আমার সময়ে তাকে নিয়ে এস। যদি অদৃষ্টবশে আমাকেই সিংহাসন পেতে হয়, আমি রাণা ভীমসিংহের প্রতিনিধি হয়ে সে সিংহাসন গ্রহণ ক'রব। যখনি সে ফিরবে, তখনি তার রাজদণ্ড তার হাতে তুলে দেব।

বীরা। যাও জয়সিংহ, প্রভাতে যদি তোমাকে হার-রাজকুমারীকে আনতে বুন্দী যেতেই হয়, রাত্রির অবশিষ্ট সময়ের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ কর। তোমার কথায় অনেকটা আশ্বস্ত হলুম। অন্ততঃ বুঝলুম, আত্মহত্যায় জীবনের হীন অবসান আমাকে ক'রতে হবে না। তাহ'লে—

জয়। এখনি কি যাত্রা ক'রবে?

বীরা। আর সময় কই জয়সিংহ! কাল যদি আমাকে যেতে হয়,

তা'হলে নগরবাসী ব'লবে, "আমাদের দৃষ্টির প্রকোপ সহ্য ক'রতে না পেরে চোর রাণী পালিয়ে গেল।"

জয়। মা! আর তোমার মুখের দিকে চাইতে পারছি না। (অভিবাদন) বড়ই আক্ষেপ সঙ্গে যেতে পারলুম না। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) মা! বৃদ্ধ দেওয়ান বুঝি তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে আসছেন।

বীরা। বুঝি কেন—এত রাত্রে রাজগৃহে—আমার মহলে—বুঝি কেন, নিশ্চয় দেওয়ান আমারই কাছে আসছেন। সন্তান-মোহে আমি সকলকেই প্রতারিত ক'রেছিলুম। জয়সিংহ! অনেকেই আমার কথায় সন্দেহ ক'রেছিল, কেবল ওই বৃদ্ধ করেননি। আমাকে বাল্যে ওই মহাত্মাই রাণার গৃহে আশ্রয় দিয়েছেন। আজকের সত্য প্রকাশে ওঁর উন্নত মস্তক রাণার চেয়েও হেঁট হয়েছে। তাই আসছেন। সংবাদ পেয়েই ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটে আসছেন। রাত্রি প্রভাতের অপেক্ষা ক'রতে পারেননি। যাও, তুমি আর দাঁড়িয়ো না। এই দিক দিয়ে চলে যাও। আমার সঙ্গে ওঁর কথাবার্ত্তা তোমার শ্রুতিসুখকর হবে না। অথচ জয়সিংহ, তাঁর মুখ হ'তে নির্গত অতি তীব্র বাক্যেই বৃদ্ধের নিকটে আমার ন্যায্য প্রাপ্য—তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে আমাকে লজ্জিত হ'তে হবে। (কিঞ্চিৎ উগ্রভাবে) যাও জয়সিংহ, সে লজ্জা থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দাও।

জয়সিংহের প্রস্থান

গঙ্গাদাস ও দয়ালসার প্রবেশ

গঙ্গা। এই যে রাণীমা, এইখানেই দাঁড়িয়ে আছেন।

দয়ালসা। গঙ্গাদাসের মুখে যা শুনলুম তা ঠিক?

বীরা। গঙ্গাদাসের মুখে আপনার শোনবার প্রয়োজন কি? আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করুন।

দয়াল। ভীমসিংহ ?

বীরা। রাণার জ্যেষ্ঠ সন্তান।

দয়াল। দরবারে যখন এ কথা তু'লব ?

বীরা। আমাকে দরবারে সাক্ষী মা'নবেন! আমি সমস্ত সর্দারের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক'রব।

দয়াল। তাকে যুবরাজ ক'রতে, তোমার দিক থেকে এর পর আর কোনও আপত্তি উঠবে না।

বীরা। দয়ালসা! মন্ত্রিত্বের জটিল চিন্তার কাছে তুমি সমস্ত মাথাটাকে বিক্রয় ক'রে ফেলেছ। সুতরাং আমার উত্তর তোমার মনোমত হবে না। প্রবীণ দেওয়ান! মাথার দিক দিয়ে চেয়ো না। যদি পার, একবার হৃদয়ের মধ্য দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। ভীমসিংহকে রাজ্যাধিকারী ক'রতে হয় ত এখনও আমি ইতস্ততঃ ক'রতে পারি। এমন কি বাধা দিতে পারি। কিন্তু যাকে শৈশবে বুকে তুলে স্তন্যদান করেছি, আঠারো বৎসর মাতৃস্নেহে পালন ক'রেছি, দয়ালসা, তার অদর্শন-ক্লেশ আমি মুহূর্ত্তের জন্য সহ্য ক'রতে পারছি না। আর কিছু তোমার ব'লবার আছে ?

দয়াল। কিছু না মা! কাঁদতে ভুলে গিয়েছিলুম। আজ তোমাকে অজস্র তিরস্কার ক'রতে এসে—এই বৃদ্ধ বয়সে চোখের জল নিয়ে ফিরে চ'ললুম।

দয়ালসা ও গঙ্গাদাসের প্রস্থান

বীরা। ধীরে দরিদ্রা, ধীরে! দরিদ্রা ছিলি! সে দারিদ্র্যে তুই সুখ পাস্‌নি ব'লে, বিধাতা তোকে রাণী ক'রেছিল। রাণী হয়েও সুখ পাস্‌নি। শেষে রাজ-জননী হ'বার লোভে, মৃত সপত্নীর শিশু সন্তানের রাজ-ঐশ্বর্য্য চুরি ক'রেছিলি! মনে ক'রেছিলি, তার স্পর্শ বুঝি মলয়কণার চেয়েও কোমল। তার গান বুঝি শরতের কৌমুদী নির্ঝরের চেয়েও

মধুর, তার হাসি বুঝি গগন-প্রান্তের বিজলীর চেয়েও সলজ্জ। সুতরাং ব্যস্ত কেন দরিদ্রা—ধীরে। চঞ্চল পদ! বিস্মৃত মাধুর্য্য পুনঃ সম্ভোগের জন্য এত ব্যাকুল কেন? তুই ব'লবি—'দারিদ্র্য সদ্যোজাত শিশুর ক্রন্দনে তোকে অস্ফুট মা-মা রবে আকর্ষণ ক'রছে।' তবু ধীরে—তবু ধীরে দরিদ্রা! যখন কেঁদে কেঁদে শিশু হতাশ হয়ে বুঝবে এ জগতে তার মা নেই, তখন তাকে উষ্ণবক্ষের উপর তুলে ধ'রে তার পিপাসু অধোরোষ্ঠকে বুঝিয়ে দিবি—"এই যে আমি তোর মা!"

পঞ্চম দৃশ্য

দোবারী-ঘাট

শিলাতলে পৃষ্ঠ দিয়া অর্দ্ধশায়িত ভাবে ভীমসিংহ

ভীম। *[উপরে যুবক-যুবতীর নৃত্যগীত-মুখর ভীল-পল্লী। নীচে মৃত্যুর ন্যায় নীরব, শুষ্ক, কঠোর শিলাক্ষেত্র। আমাকে মরণ-মদিরা পান করা'বার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলবালা যেন এক একটা পিয়ালা হাতে ক'রে আমার সম্বর্দ্ধনার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। আমার অনুমতির প্রতীক্ষা। তা' হলেই বুঝি নিশ্চল কুমারীগুলো সচল হয়।]* দোবারী পার হয়েছি *[ওপারের বড় বড় জলাশয় আমার বিদ্যুৎগামী অশ্বের দিকে স্নেহপূর্ণ হৃদয় নিয়ে, ছুটে এসেছে। আমি সে স্নেহ পশ্চাতে ফেলে সেই বিদ্যুৎ-বেগেই ছুটেছি। গিরিপথ-মধ্যে কত ঝরণা করুণ সঙ্গীতে আমার অশ্বপদতলে আছাড় খেয়ে পড়বে। ধন্য খোরাসান! পায়ের শীতলতায় লুব্ধ হয়ে আমারই মত তৃষ্ণার্ত্ত সে একটীবার দেখ্‌বার জন্যও মুখ নীচু ক'রলে না। পিপাসার্ত্ত প্রভুকে দোবারীর পারে এনে তবে সে নিশ্চিন্ত হয়েছে। সে শুয়েছে। আমিও শুতে বসেছি]* যদি মরি, এখন আমার আক্ষেপ নেই। যদি কেউ করুণা ক'রে এই মৃতের মুখে জল

দেয়, নিস্পন্দ ওষ্ঠ নিশ্চয় দোবারীর ওপারের জল স্পর্শ ক'রবে না। কিন্তু ম'রতে আমার ইচ্ছা নাই। আমি রাণার জ্যেষ্ঠ পুত্র। রাণার উত্তরাধিকারী জগৎবাসীর অলক্ষ্যে এমন ক'রে, অক্ষত দেহে, একটু জলের অভাবে ম'রতে পারে না। আমি জয়সিংহকে সব দিয়ে এসেছি, কিন্তু আমার জ্যেষ্ঠত্বের অভিমানটী দিয়ে আসিনি। জন্মের সঙ্গে হারানো পরিচয় কপট স্নেহের আবর্জ্জনার ভিতর থেকে হঠাৎ কুড়িয়ে পেয়েছি। তাকে বক্ষের ভিতর লুকিয়ে এনেছি। তার বিনিময়ে রাজ্য। সে অভিমান এ নীরস প্রান্তরে সমাধিস্থ ক'রতে পারি না। এ প্রান্তরের সীমা আছে। রাণার জ্যেষ্ঠপুত্র—এই অভিমানের ভিতরে যে ইচ্ছামৃত্যুর শক্তি, তার সীমা এই মত সহস্র প্রান্তরের পারে। ওঠ ভীমসিংহ! এখানে তোমার মৃত্যুর দরিদ্রতা কোনও মেবারীর চক্ষু থেকে একবিন্দু অশ্রুও আকর্ষণ ক'রতে পারবে না। (দাঁড়াইয়া) চারিদিকে অন্ধকার! হোক,—পরাজিত দোবারী শৃঙ্গে শৃঙ্গে দীপ ধ'রে তার বিজয়ী প্রভুর গন্তব্য পথ আলোকিত করুক। শরীর অবসন্ন—হোক্—আমার সত্য হোক্ আমার যষ্টি। আমি তাকে পালন ক'রেছি, সে বাহুবেষ্টনে আমাকে ধারণ ক'রে প্রতি পদস্খলনে—পতন থেকে আমাকে রক্ষা করুক।

(ভীমসিংহ কম্পিত দেহে দুইপদ অগ্রসর হইলেন। এমন সময় দূর হইতে শব্দ উঠিল। "হো সফেদ্ ঘোড়াকা আসোয়ার!" ভীমসিংহ পশ্চাতে চাহিলেন ও হস্ত উত্তোলন করিলেন। জলপূর্ণ পাত্র হস্তে গরীবদাস প্রবেশ করিলেন। তাহাকে দেখিয়াই ভীমসিংহ পাত্র গ্রহণের অভিলাষে হস্ত প্রসারণ করিলেন)

গরীব। আগে ব'স। এ জল তোমার জন্যই এনেছি। কোন কথা ব'লবার প্রয়োজন নেই, জল নাও। (প্রথমে ভীমসিংহ পরে গরীবদাস উপবিষ্ট হইলেন। ভীমসিংহ পাত্র গ্রহণ করিলেন, জলপান করিতে গিয়া সহসা নিবৃত্ত হইলেন)

গরীব। কি হল? জল খেতে গিয়ে, নিবৃত্ত হ'লে কেন?

ভীম। এখানে এ জল কোথায় পেলে?

গরীব। জল খাও, তার পর প্রশ্ন ক'র!

ভীম। আগে বল। আমি চারিদিক অন্বেষণ ক'রেছিলুম? কোথাও জল-কণা দেখতে পাইনি।

গরীব। এখানে কোথায় পাব! সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

ভীমসিংহ পাত্র প্রত্যর্পণ করিতে হস্তপ্রসারণ করিলেন.

গরীব। আমার আনা জল নয়, আমার আস্‌বার পূর্ব্বক্ষণে মহারাণা আমাকে এই জলপূর্ণ পাত্র দিয়েছেন। (ভীমসিংহ পাত্র মস্তক স্পৃষ্ট করিলেন) খাবে না? কি ক'রে এনেছি জান?

ভীম। বুঝেছি। এই মুক্ত পাত্র জলে পূর্ণ। আসোয়ার! তুমি ধন্য।

গরীব। আমি শুষ্ক ধন্যবাদ চাই না। জীবন রক্ষা কর। আর জীবনে যে কার্য্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব সে কার্য্য নিষ্ফল ক'র না। তবু খাবে না? ম'রবে?

ভীম। ম'রতে ইচ্ছা নেই। তবে এখন ম'রতে আপত্তি নেই। তুমি আমার সত্যপালনের সাক্ষী। পিতাকে ব'ল, সত্য সত্যই এই জল যদি তিনি আমার পানের উদ্দেশ্যেই পাঠিয়ে থাকেন, তা হ'লে আমার পরলোকগতা জননীর উপর এ তাঁর চরম শত্রুতা।

গরীব। তা হ'লে আমি মরি কেন?

ভীম। না—না আমারই মত পিপাসার্ত্ত আসোয়ার! এই জলে তোমার জীবন রক্ষা কর! জেনে রাখ, দোবারীর ওপারে আমার মৃত্যু হয়েছে। তবে রাণার জ্যেষ্ঠ পুত্র এখনও জীবিত আছে। যদি সে বাঁচে, একদিন তোমার সঙ্গে দেখা ক'রবে! তোমার এ উদার মহত্ত্বকে সে কোন নির্জ্জনে একদিন কৃতজ্ঞতার বাহুপাশ দিয়ে জড়িয়ে ধ'রবে। কিন্তু যদি সে মরে—সাবধান মেবারী—তার মৃত অধরোষ্ঠকে যেন

দোবারীর ওপারের জলধারায় স্নান করিয়ো না। তুমি এই জল খাও। আমি দেখি—মেবারের গৌরব-গৃহের একটা স্তম্ভ ভাঙ্‌তে ভাঙ্‌তে দেবতার কৃপায় রক্ষা পেয়েছে।

গরীব। তুমি কি আর মেবারে ফিরবে না?

ভীম। ফির্‌বো ব'লে কি তোমার বোধ হচ্ছে?

গরীব। তোমার ভবিষ্যতের অধিকার?

ভীম। সে সমস্ত আমি আমার কনিষ্ঠ জয়সিংহকে দিয়ে এসেছি।

গরীব। ধিক্ কাপুরুষ! তোমার জীবনের তাহলে কোনও মূল্য নেই। কিন্তু আমার জীবনের কিছু মূল্য আছে।

জলপান, পাত্র নিক্ষেপ ও প্রস্থান

ভীম। মেবারীর পক্ষে এর চেয়ে আর তীব্র গালি হ'তে পারে না। যাও গরীবদাস—বাঁচবার যখন আর কোনও উপায় দেখতে পাচ্ছি না, তখন তোমার কথার জবাব দিতে পারলুম না। (নেপথ্যে—অশ্বপদ শব্দ) যাও—তবে আক্ষেপ রইল শক্তাবৎ! (শয়ন)

অন্য দিক দিয়া বীরাবাইয়ের প্রবেশ

বীরা। ধিক্ তোমাকে ভীমসিংহ!

ভীম। (উপবেশন) কে তুমি! না—না তুমি কেন?

বীরা। ক্ষুদ্র শক্তাবৎ তোমাকে কাপুরুষ ব'লে চলে গেল, আর তুমি রাণার জ্যেষ্ঠ পুত্র হ'য়ে নিজেকে কর্ম্মদোষে এত শক্তিহীন ক'রে ফেলেছ যে, তার মাথাটা লুটিয়ে দিতে একবার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতেও পারলে না!

ভীম। অসম্ভব—অসম্ভব!

বীরা। না। রাজপুতের পক্ষে যা অসম্ভব, রাজপুত্‌নীর পক্ষে তা অসম্ভব নয়।

ভীম। তুমি কি ঠিক এসেছ মা? না মৃত্যু আসছে? তাই আসবার পূর্ব্বে আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তোমার একখানা কথা-ভরা ছবি পাঠিয়ে দিয়েছ?

বীরা। মৃত্যু যদি আসে—এই অকারণে, অকালে—আসবে শুধু তোমার অপরাধে। সে অপরাধের—দেবতার কাছেও মার্জ্জনা নেই। যে অপরাধ লিখিত থাকবে মেবার পাহাড়ের শিখরশিলায়। লিখিত থাকবে—চিরদিনের জন্য, শেল-চিহ্নের ন্যায়। হ'তে পারি আমি তোমার বিমাতা, স্বীকার ক'রছি আমি কপটচারিণী—পুত্র-স্বার্থন্ধ রমণী। কিন্তু এটা সত্য, সূতিকাগারে আমি তোমাকে বিষমিশ্রিত স্তন্য পান করাইনি। অন্ততঃ নিজের কাপুরুষ নাম দূর ক'রে আমার সে স্তনের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখানো রাণা-পুত্রের কর্ত্তব্য ছিল!

ভীম। মা! যদি পার, বাঁচিয়ে আমাকে তিরস্কার কর।

বীরা। এই নাও—দোবাবীর ওপারের নয়—এপারের। জল নয়—দুগ্ধ। বিষ নয়—শৈশবে যা পান ক'রে আজ তুমি বলশালী যুবা, এ তোমার সেই বিমাতার নির্ম্মল স্নেহ-রসের প্রতিনিধি। (স্তন্যদান)

*[ভীম। (পান) আঃ! বাঁচলুম। মা! আর একটা যদি রাজ্য আমার থাকতো, তোমার পুত্রকে দিয়ে আস্‌তুম।

বীরা। এ কথার উত্তর দেবার আগে আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করি—উত্তর দাও ভীমসিংহ!

ভীম। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শিলাতলে পুনরায় অর্দ্ধশায়িত ভাবে অবস্থিতি) উত্তর আর কেন রাণা-মহিষী! তোমার স্তন্য বহুদিন পান ক'রেছি—অমৃততুল্য, জয়সিংহের নিজস্ব কেড়ে খেয়েছি। মা! না কই মা!

বীরা। ভীমসিংহ!

ভীম। কেন মা? তুমি—তুমি। একমাত্র তুমি। তুমি ছাড়া কি আমার মা ছিল?

বীরা। একবার গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হ'লে আর ত সহজে তুলতে পারব না। ভীমসিংহ!

ভীম। তারা বলে—ছিল। এখন আমি বলি—না। তারা আমাকে রহস্য ক'রেছিল।

বীরা। ভীমসিংহ! এ ঘুমা'বার স্থান নয়। ওঠ। অন্যত্র তোমার বিশ্রামের ব্যবস্থা করি।

ভীম। কি—মা? এখনও তুমি দাঁড়িয়ে আছ?

বীরা। তোমাকে সুস্থ না দেখে যেতে পারছি না।

ভীম। আমি ত সুস্থ হয়েছি। আমাকে একটু অবসন্ন দেখে সন্দেহ ক'রছ। এই আমি জেগেছি—এই ব'সেছি। যাও মা, দয়াময়ী, এইবারে রাজধানীতে ফিরে যাও।

বীরা। আর তুমি?

ভীম। আমার ত আর ফেরবার উপায় নেই মা!

বীরা। কেন?

ভীম। আমি এমন প্রতিজ্ঞা করেছি যে, এদিকে মুখ পর্য্যন্ত ফেরাতে আমার ভয় হচ্ছে। আমি চিরদিনের জন্য মেবার থেকে আমাকে নির্ব্বাসিত করেছি।

বীরা। এমন কঠিন প্রতিজ্ঞা?

ভীম। মেবারের জল পর্য্যন্ত মুখে দেবার অধিকার রাখিনি।

বীরা। শত্রু যদি মেবার আক্রমণ করে?

ভীম। তোমার পবিত্র স্তন্যকে অশ্রদ্ধা করব না মা, যেখানেই থাকি, আমি মেবারী। বর্ত্তমানে রাণা রাজসিংহের, যদি বাঁচি ভবিষ্যতে রাণা জয়সিংহের প্রজা আমি।

বীরা। অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে, আমিও যে একটা প্রতিজ্ঞা ক'রে ফেলেছি ভীমসিংহ!

ভীম। কি ক'রেছ বল?

বীরা। তুমি যদি রাণা হও, আমি জয়সিংহের মা। আর সে যদি রাণা হয়, আমি মনে ক'রব তোমাকেই আমি গর্ভে ধারণ করেছি।

ভীম। কি ব'লছ! (দাঁড়াইলেন)

বীরা। বুঝতে পারছ না?

ভীম। ফিরে যাও—ফিরে যাও। মেবার পরিত্যাগ করেছি—সজ্ঞানে! আমি পাগল নই।

বীরা। আমিও নই। দাঁড়াও দাম্ভীক মেবারী! তোমার প্রতিজ্ঞারই কি কেবল অর্থ আছে? আমার নেই?

ভীম। তুমিও কি আর মেবারে ফিরবে না?

বীরা। আমি ফিরবো না কেন? কিন্তু যখন ফিরবো, তখন দেখবো সারি সারি মেবার পুরাঙ্গনা তোমার বীরত্ব কাহিনী অঞ্চলে পুরে, লাজের মত পথে ছড়াতে ছড়াতে, আমাকে আগিয়ে নিয়ে পুরদ্বারে উপস্থিত হয়েছে।

ভীম। (পদতলে মস্তক রাখিয়া) মা! এ মমতার সঙ্গীতে ও বিশ্ব-পথের পথিককে চলচ্ছক্তিহীন ক'র না। আমি আজ ধন্য! ভাগ্যে মেবারের তুচ্ছ সিংহাসনের লোভ ত্যাগ ক'রেছিলুম, তাই এই পথের মাঝে আমার মাকে কুড়িয়ে পেলুম। আমার জন্ম থেকে হারানো মা—শৈশব থেকে যাকে পাবার জন্য হাত বাড়িয়েছি। ঐশ্বর্য্যে যাকে পাইনি। যখন ভিখারীর অঞ্জলি নিয়ে বিশ্ববাসীর দ্বারে দাঁড়িয়েছি, তখন দেখি দেবতাকেও গোপন ক'রে আমার অঞ্জলির ভিতরে কোন স্বর্গরাজ্য থেকে আমার সেই মা এসেছে। দেবতা যদি জানতো, আজ নন্দনের তরু শূন্য ক'রে পুষ্পরাশি এই প্রান্তরে স্তূপীকৃত ক'রতো! যাও মা, এইবারে ঘরে যাও। এখন থেকে যেখানে আমি থাকবো, সেইখানেই মনে করবো, মা আমার সঙ্গে আছে।

বীরা। না পুত্র! তোমাকে উপার্জ্জন ক'রতে বিদেশে পাঠাচ্ছি। সুতরাং পথে আর তোমার বিঘ্ন হ'বে না। তবে কি জান ভীমসিংহ, ঐশ্বর্য্যের মোহে যে দিন তোমাকে প্রতারণা করেছি, সেই দিন থেকে, এর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত একটি দিনের জন্যও সুখী হইনি। আজ এই সুখের প্রারম্ভ! প্রারম্ভেই আঠারো বৎসরের হারানো-সুখের উচ্ছ্বাস। তাই আমার অনুরোধ, অন্ততঃ দুটো দিনও তোমার মাকে তোমার সেবা পেতে দাও।

ভীম। তবে চল মা, যে কোন পর্ণকুটীরে। মাতাপুত্রে সেখানে এক সঙ্গে ব'সে জয়সিংহের মাতৃবিয়োগে অশ্রুবর্ষণ করি।

বীরা। সরদার্।

ভীল সরদারের প্রবেশ

বীরা। সর্দার! নিকটে কোনও সহর আছে?

ভী, স। রইছে ত রাণী! হিঁয়াসে দশ কোশ তফাৎ—রূপনগর।

বীরা। আমাদের সেইখানে পৌছে-দেবার ব্যবস্থা কর।]*

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উদয়—প্রাসাদ—মন্ত্রণাকক্ষ

গঙ্গাদাস ও রাজসিংহ

গঙ্গা। মহারাণা!

রাজ। চুপ! আমাকে এখন মহারাণা ব'ল না। সামান্য সৈনিক মনে ক'রে কথা কও। দিল্লী থেকে এক ওমরাও আসছেন—বোধ হয় সম্রাটের উত্তর নিয়ে। কিন্তু বিস্মিত হচ্ছি, একখানা সামান্য উত্তর পত্র নিয়ে—দিল্লী-দরবারের বিশিষ্ট ওমরাও!

গঙ্গা। তিনি কোথায়?

রাজা। আসছেন। বরাবর দিল্লী থেকে অশ্বারোহণে এসে তিনি ক্লান্ত। তাই রাজ-সমুদ্র তীরে ক্ষণেকের জন্য বিশ্রাম নিচ্ছেন। তিনি আমারই মত প্রবীণ। দিল্লীতে যখন ছিলুম, তখন তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল! কিন্তু দীর্ঘ সময় এই দেহের উপর এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে দিয়েছে যে, তিনি আমাকে দেখে চিনতে পারেননি। তিনি এলে তাঁর সেবার ভার তুমি গ্রহণ ক'র। 'সাজাহান-মহলে' তাঁকে স্থান দিয়ো! জেনো তিনি আমার একজন সদাশয় বন্ধু। যাও—অগ্রসর হ'য়ে তাঁকে তুমি নিয়ে এস।

গঙ্গা। মন্ত্রী আপনার কাছে অনুযোগ ক'র্‌তে এসেছিলেন।

রাজা। সে কথা শোনবার সময় আছে গঙ্গাদাস। এখন—শীঘ্র যাও! যাও! অতিথির পদবীর উপযুক্ত মর্য্যাদা দিয়ে আমার মুখ রক্ষা

কর। কি উদ্দেশ্যে এসেছেন, না জানলে এখন আমি তাঁর কাছে আত্মপ্রকাশ ক'রতে পারি না।

গঙ্গাদাসের প্রস্থান

রাজ। তয়বর খাঁ আমাকে চিন্‌তে পারলে না। কিন্তু আমি ত তাকে দেখামাত্র চিন্‌তে পারলুম! যৌবনের সেই দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ—সে আজ ত্রিশ বৎরের কথা—এখনও পর্য্যন্ত ঠিক সেই রকমটি আছে। কিন্তু আমার কি এতই পরিবর্ত্তন হয়েছে? যদি হয়ে থাকে, হয়েছে এই সাত দিনে। এই সাত দিনে। এই দুরন্ত সপ্তাহের পীড়নে বুঝি ত্রিশ বৎসরের সময় প্রবাহ আমার দেহের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে! নইলে তয়বর খাঁ আমাকে চিন্‌তে পার্‌লে না কেন? কিন্তু কর্ত্তব্য-বোধশূন্য যুবকটা ক'রলে কি। সে কি হতভাগ্য পুত্রের সন্ধান পেলে না! নাই যদি পেয়ে থাকে ত ফিরে আস্‌তে মূর্খ এত বিলম্ব ক'রলে কেন?

গরীবদাসের প্রবেশ

রাজ। কে ও?

গরীব। আপনার ভৃত্য—গরীবদাস।

রাজ। এত বিলম্ব ক'রলে কেন গরীবদাস? কাছে এস। ভয় নেই, তোমাকে আমি তিরস্কার ক'রব না। উল্লাস-ভরা মুখ নিয়ে তুমি ফিরে আস্‌ছ দেখবার জন্য, আমি এই কয়দিন ব্যাকুল নেত্রে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। তোমার শ্বশুর আমাকে পাগল স্থির ক'রেছে। তোমার ভাই আমাকে দেখে হতাশ হয়েছে। আমি তা গ্রাহ্য করিনি।

গরীব। আপনার পুত্র বেঁচেছে রাণা।

রাজ। বাঁচাতে পেরেছ শক্তাবৎ!

গরীব। আমি পারিনি।

রাজ। তুমি পারনি! তবে কে তাকে বাঁচালে?

গরীব। রাণী।

রাজ। মিথ্যা কথা! রাণী তোমার অনেক পরে এখান থেকে যাত্রা ক'রেছেন। তাহ'লে দুরাত্মা প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'র্‌তে পারে নি। পিপাসায় আতুর হয়ে দোবারীর এ পারের জলপান ক'রেছে। সত্য ক'রে বল সে বেঁচে আছে কি না। যদি বাঁচে, পৃথিবীর যেখানেই সে লুকিয়ে থাক্, আমি সে জারজকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে আসব।

গরীব। সে জারজ নয় রাণা। সে মেবার পতির আত্মজ, মেবারী-শ্রেষ্ঠ ভীমসিংহ।

রাজ। তাহ'লে বল শক্তাবৎ, সে ম'রেছে। তোমার হাতের জলপাত্র তার জীবিত ওষ্ঠের কাছে পৌছিতে পারেনি!—বল—বল।

গরীব। পেরেছিল রাণা। দোবারীর পারে গিয়ে দেখি, সে পিপাসায় মুমূর্ষু। আমার হাতে জলপাত্র দেখে সে পাগলের মত হাত বাড়িয়েছিল। আমি সেই পাত্র তার হাতে দিয়েছিলুম। পাত্র মুখের কাছে ধ'রে হঠাৎ সে পান ক'রতে নিবৃত্ত হল। জিজ্ঞাসা ক'রলে জল আমি কোথা থেকে এনেছি। যেই শুনলে, আপনার প্রদত্ত জল, অমনি ললাটে স্পর্শ মাত্র ক'রে সে পাত্র আমাকে ফিরিয়ে দিলে। আমি যখন সেই জল পানে তাকে আবার অনুরোধ ক'রলুম; তখন সে বললে—"পিতাকে ব'ল, আমার পরলোকগতা জননীর উপর এ তাঁর ..রম অত্যাচার।"

রাজ। তার পর?

গরীব। তারপর যখন বুঝলুম, কিছুতেই সে জল সে পান ক'র্‌বে না, তখন কি করি, নিজের প্রাণ বাঁচাতে সেই জল নিজে পান ক'রে পাত্র নিক্ষেপ ক'রে চ'লে এসেছি।

রাজ। উত্তম ক'রেছ শক্তাবৎ। তাহ'লে ফিরে গিয়ে দেখে এস—সে সেইখানেই মরে আছে।

গরীব। না রাণা, সে বেঁচেছে।

রাজা। কে বাঁচালে ?

গরীব। এই যে ব'ললুম রাণী। তাকে মুমূর্ষু ফেলে চ'লে এসেছিলুম। ভেবেছিলুম, রাণা-পুত্রের শোচনীয় মৃত্যুটা আর দাঁড়িয়ে দেখবো না। কিন্তু সঙ্কল্প রাখতে পারিনি। কিছুদূর গিয়ে দোবারীর মুখে ঘোড়ায় চ'ড়্তে তার দিকে ফিরে দেখি, পাতার পাত্র হাতে ক'রে আপনার পুত্রের পার্শ্বে রাণী।

রাজ। অসম্ভব—অসম্ভব। তৃতীয়বার এই মিথ্যা কথা কইলে, এখনি তোমার শিরশ্ছেদ করবো।

অস্ত্র বহিষ্করণ

সুজাতার প্রবেশ

সুজাতা। তৃতীয়বার বল শক্তাবৎ, তৃতীয়বার বল—রাণী। তা হ'লেই মিত্রদ্রোহীর উপযুক্ত পুরস্কার হয়।

রাজ। রাণী—সুজাতা ?

সুজাতা। নিশ্চয় রাণী। ভীমসিংহ বেঁচেছে—পুত্রদ্রোহী পিতার জলে নয়, মায়ের স্নেহ-রসে। এই পাত্র তার সাক্ষী। নাও রাজা উপহার, ভাণ্ডারে রক্ষা ক'র! রাণার রত্নভাণ্ডারে এই বস্তুই হবে শ্রেষ্ঠ রত্ন।

রাজ। কেমন ক'রে রাণী তোমার স্বামীর আগে সেখানে উপস্থিত হ'ল।

গরীব। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার জানবার জন্য আমার ফিরতে এত বিলম্ব হয়েছে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। জানতে পারিনি রাণা।

সুজাতা। কেমন ক'রে ? আসুন আমার সঙ্গে, আমিই জানিয়ে দোবো রাণা। আপনি না আসতে চান, আমার মূর্খ স্বামীকে আদেশ করুন। তার বড় অহঙ্কার। দোবারীর পথ ঘাট সে যেমন জানে, এমন আর কেউ জানে না।

রাজ। জেনে এসো শক্তাবৎ। নতুবা তোমার শাস্তি প্রাপ্য রইল জেনে রেখো। যদি জানতে পার, এসে ব'ল। যদি মেবারের আধিপত্য চাও, তাই তোমাদের স্বামী-স্ত্রীকে দান ক'রবো।

সুজাতা। আর আমি যে পুরস্কার বহন ক'রে আনলুম রাণা?

রাজ। ওর মূল্য এখনও আমি বুঝতে পারি নি। যখন বুঝবো, তখন চেয়ে নেবো। মেবারের রত্ন ভাণ্ডারেই ওই পাত্রের স্থান হবে।

সুজাতা। চলে এস শক্তাবৎ!

সুজাতা ও গরীবদাসের প্রস্থান

কর্ম্মচারীর প্রবেশ

কর্ম্ম। মহারাণা! দিল্লী থেকে এক পেয়াদা এসে দেউড়ির দেয়ালে ইস্তাহার মেরে দিয়েছেন। পেয়াদার আমীরের পোষাক। সেই জন্য দেওয়ানজি আপনার কাছে জানতে চেয়েছেন, তাঁর কি রকম খাতির ক'রবেন।

রাজ। চল দেওয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে ঠিক করছি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদয়পুর—সাজাহান মহল

তহবর খাঁ ও বন্দিনীগণ

বন্দিনীগণের গীত

দীর্ঘ বরষ পরে যদি ফিরে এলে ঘরে
ওগো বঁধু এই অবেলায়,
না বসিতে যাই যাই ব'লনা ব'লনা হে
ছেড়ে আজ দিবে কে তোমায়!
দিবস করেছি রাতি, রাতিকে দিবস গো—

এতকাল দিন গুণে গুণে,
আকাশ হইতে বুকে বাজ যেন ঝরেগো—
তোমার যাবার কথা শুনে।
সুমুখে আঁধার রেতে একান্ত চলে যেতে—
হে নিঠুর মন যদি চায়,
বল কে সে—কোথা পিয়া, এ ঘর তোমাকে দিয়া—
আমি ঝাঁপ দিই দরিয়ায়।

তয়। তোমাদের নৃত্যগীতে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমরা কিছু বক্‌সিস্ নাও।

১ম, ব। না জনাব, আমরা নেবো না!

তয়। কেন নেবে না আমি সন্তুষ্ট চিত্তে দিচ্ছি।

১ম, ব। না জনাব, আমরা নেবো না।

তয়। কেন নেবে না? তোমরা এর পূর্ব্বে আর কখন কোনও আমীর ওমরাওয়ের কাছে বক্‌সিস্ নাও নি?

১ম, ব। নিয়েছি জনাব।

তয়। তবে? আমার কাছ থেকে নিতে তোমাদের আপত্তি কেন?

১ম, ব। ব'ললে যে আপনার মনে কষ্ট হবে!

তয়। না কষ্ট কেন হবে;—তোমরা নিঃসঙ্কোচে বল।

১ম, ব। আমীর ওম্‌রাওয়ের কাছে পুরস্কার নিতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। পেয়াদার কাছে নিতে আপত্তি আছে। সে নিজেই বক্‌সিসের জন্য হাত পেতে ব'সে থাকে। জোঁকের গায়ে কি জোঁক বসে জনাবলি?

তয়। খুব সুন্দর কথা ব'লেছ বালিকা।

উপঢৌকন পাত্র হস্তে ভৃত্য ও দয়াল সার প্রবেশ

দয়াল। খাঁ, এইবারে তোষের খোলসা।

বন্দিনীগণের প্রস্থান

জনাবালি! এইটে গ্রহণ করুন।

তয়। আমার ইস্তাহার জারির বক্‌শিস্ এনেছ নাকি রাজপুত?

দয়াল। না জনাব—পাপোষ। যে ব্যক্তি পরোয়ানা, ইস্তাহার বহন ক'রে আনে, তার পায়ের পুরস্কারই দেয়।

তয়। (দেখিয়া স্পর্শ করিয়া) এই আমার দেওয়া হল জনাব।

দয়াল সার ইঙ্গিতে ভৃত্যের প্রস্থান

রাণা কি এই ভাবেই আমাকে গ্রহণ ক'রলেন?

দয়াল। আর কি ভাবে তাঁর গ্রহণ করা আপনি প্রত্যাশা করেন?

তয়। (উঠিয়া) সেটা তাঁর সঙ্গে দেখা হলে ব'লতে পারতুম।

দয়াল। তখন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে ও তদুপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে রাণার কোনও আপত্তি থাকবে না।

তয়। যান বৃদ্ধ, আপনাদের আদর আপ্যায়ন চিরদিন এই দীন পত্রবাহকের স্মরণীয় থাক্‌বে।

তৃতীয় দৃশ্য

উদয়পুর—পথ

তয়বর খাঁ

তয়। এ অপমান আমার কে ক'রলে? রাণা না সম্রাট? হিসেব ক'রে বুঝতে গেলে রাণার ত বাস্তবিকই কোন দোষ দেখতে পাই না। তথাপি অপমান—বিষম অপমান! যদি বুঝি সম্রাট, তুমিই ইচ্ছাপূর্ব্বক

আমাকে এইরূপ অপমানিত করিয়েছ, তা হ'লে আমি হ'ব তোমার চিরশত্রু। যদি সরল বিশ্বাসে রাণার মর্য্যাদা রাখ্‌তেই আমাকে ক্ষুদ্র পত্রবাহক নিযুক্ত ক'রে থাকো, তা হ'লে মেবারের ধ্বংস আমার প্রতিজ্ঞা।

রাজ। (নেপথ্যে) তয়বর খাঁ।

তয়। কে? ও! উদয়পুর প্রবেশ-মুখে প্রথমেই এই লোকটার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। আমার অপমানের এখনও শেষ হয়নি। বাকি যেটুকু প্রাপ্য ছিল, সেইটুকু আমাকে এখানে দিতে এসেছে। সামান্য রাজপুত যেন ইয়ারের মত নাম ধ'রে আমার সম্বর্দ্ধনা ক'রলে!

রাজসিংহের প্রবেশ

তয়। তুমি কি চাও?

রাজ। লহমার জন্য তোমার সঙ্গে আলাপ ক'রতে চাই। (তয়বর ক্রোধের দৃষ্টিতে চাহিলেন)—আমাকে এখনও চিনতে পারলে না তয়বর খাঁ?

তয়। কে—কে—আপনি? রাণা রাজসিংহ?

রাজ। রাণা নই বন্ধু! রাণা হ'লে তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে আসতুম না। শুধু রাজসিংহ। যৌবনের সেই অকৃত্রিম বন্ধুত্ব স্মরণ ক'রে, এসো ভাই উভয়ে একবার পরস্পরকে আলিঙ্গন করি।

তয়। তাইত—তাইত রাণা!

রাজ। আবার রাণা? তা হ'লে এইখান থেকেই ফিরে যাই তয়বর খাঁ। (উভয়ের আলিঙ্গন)

তয়। তুমি এত মহৎ!

রাজ। সখাকে অভিবাদন করা যদি মহত্ত্ব হয়, তা হলে আমাদের আলিঙ্গনের ব্যবধান মধ্যে দাবানল প্রজ্বলিত হয়ে উঠুক। আমাদের উভয়কেই সে ভস্মীভূত করুক।

তয়। তবে এমনটা ক'রলে কেন সখা?

রাজ। কি ক'রলুম?

তয়। যখন দেখা ক'রতে চাইলুম, দেখা দিলে না কেন?

রাজ। এইত ব'ললুম, রাণা হয়ে আমি তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে আসিনি।

তয়। বুঝেছি! কিন্তু আমাকে তুচ্ছ পত্রবাহক নিযুক্ত ক'রে সম্রাট ত মেবারপতির যোগ্য মর্য্যাদা রক্ষা ক'রেছেন।

রাজ। তা ক'রেছেন, কিন্তু তোমার প্রতি বড় অসদ্‌ব্যবহার ক'রেছেন।

তয়। যদি কোনও সা'জাদা দিল্লীতে থাকতেন, সম্রাট তাঁকে দিয়েই এই ইস্তাহার পাঠাতেন।

রাজ। তাতে ত দোষ হ'ত না তয়বর খাঁ! বাদসার পুত্র শুধু নাম। তা দরবারে তাদের অন্য কোনও স্বতন্ত্র পদবী নেই। কিন্তু তুমি একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। এ পত্র বহন ক'রে আনায় তোমার মর্য্যাদার বড়ই লাঘব হয়েছে।

তয়। এখন বুঝলুম হয়েছে।

রাজ। যদি সরলভাবে বাদসা তোমাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত ক'রে থাকেন, তা হ'লে তাঁর কার্য্য আমি তত দোষাবহ মনে করি না! কিন্তু সে কথা আমার মনে হয় না!

তয়। তোমার কি মনে হয়?

রাজ। তুমি নিশ্চয় কোন একটা ভুল ক'রেছ। কুটিল তাতারী তাই এই অপমানের কার্য্যে তোমায় শাস্তি দিয়েছে। (তয়বর রাজসিংহের মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিল) কি মোগল সেনাপতি! আমার অনুমানটা কি সত্য?

তয়। আপনি আমাকে সখা ব'লে সম্বোধন ক'রলেন কেন মহা-

রাণা! উভয়ে কোন্ যুগারম্ভে হয় ত সখা ছিলুম! তারপর অসম্ভব যুগ-পরিবর্ত্তন। আপনি এক স্বাধীন রাজ্যের রাজা—সুতরাং মহান্। আমি এক অকৃতজ্ঞ নরপতির গোলাম—সুতরাং হীন। আপনার বুদ্ধি অবস্থা-মাহাত্ম্যে উদারতা প্রাপ্ত হয়েছে। আমার বুদ্ধি নীচ গোলামিতে অসম্ভব সঙ্কুচিত। যথার্থ-ই একটা ভুল ক'রেছি রাণা। কুটিল প্রভু মুখে সৌজন্য দেখিয়ে আমাকে তার শাস্তি দিয়েছে। যদি অনুগ্রহ ক'রে পূর্ব্বভাব স্মরণে সখা ব'লে আমাকে এতই অনুগ্রহ দেখিয়েছেন; তা হ'লে অনুগ্রহ ক'রে এই নগরের সীমা পর্য্যন্ত আসুন। আমি সে ভুলের কথা ব'লতে ব'লতে যাই। কেননা, আমি আর বিলম্ব ক'রতে পারব না। এখনি এই অবস্থায় আমাকে রূপনগর যেতে হবে।

রাজ। চলুন সেনাপতি!

জয়। ধন্য আপনার রাজবুদ্ধি! ভুলের শাস্তি নিঠুর সম্রাট আমাকে দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি বেইমান নই ব'লে শাস্তির পরিবর্ত্তে ঈশ্বর আপনার এই অমূল্য হৃদয়ের স্পর্শ পুরস্কার দিয়েছেন। আমার দারুণ মনঃক্ষোভে এই আমার একমাত্র সান্ত্বনা। আসুন মহিমান্বিত মহারাণা রাজসিংহ!

রাজ। চলুন সেনাপতি।

চতুর্থ দৃশ্য

রূপনগর—প্রাসাদ—বিশ্রামাগার

কাম্‌বক্স ও রামসিংহ

কাম। এ কোথায় আন্‌লে রাজা? কি জংলি এরা! এতক্ষণ এসেছি তবু খাতির ক'রতে কেউ নেই।

রাম। আমি ত আর এদের দেখাতে নিয়ে আসি নি।

কাম। তা বটে! তুমি সুন্দরী দেখাতে নিয়ে এসেছ।

রাম। আর আপনি এখানে সা'জাদা হয়েও আসেন নি।

কাম। তা বটে।

রাম। আপনি এসেছেন সা'জাদা কাম্‌বক্‌সের বন্ধু—দেদারবক্‌স্‌।

কাম। ওঃ! সেটা মনে ছিল না।

রাম। আপনি যে সা'জাদা তা কি এদের জানাতে চান?

কাম। কিছুতেই না।

রাম। এরা যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পারে আপনি সা'জাদা—

কাম। তা হ'লে এরা একজাই খাতির ক'রতে থাকবে।

রাম। তাও ক'রবে, আর কথাটাও সঙ্গে সঙ্গে বাদসার কানে উঠবে।

কাম। উঃ ঠিক বলেছ—খাতির চাই না।

রাম। বাদসা যদি জানতে পারেন, আমি আপনাকে একটা তুচ্ছ সামন্তের বাড়ীতে এনেছি···

কাম। অমনি তোমার নাসিকা, কর্ণ স্থানচ্যুত হবে।

রাম। তা হ'তে পারে। কিন্তু আপনারও নাসিকা কর্ণের নিকটে গলদেশ ব'লে যে একটা স্থান আছে—

কাম। সেটা অসি-সংলগ্ন হ'তে পারে।

রাম। পারে কেন—হবেই সা'জাদা। বাদসা আওরঙ্গজেব বিচারের সময় পুত্র ও প্রজাতে ভেদ দেখেন না!

কাম। কাজ নেই রামসিংহ খাতিরে। তুমি শুধু সুন্দরীকে দেখিয়ে দাও।

রাম। ব্যস্ত হবেন না।

কাম। কিছু না। আমি এই পাথরের মত নিশ্চল হয়ে ব'সলুম।

*[রাম। শুধু আপনার মায়ের সাহসে আপনাকে নিয়ে এসেছি।

বেগমসাহেবের একান্ত ইচ্ছা, আপনার যিনি স্ত্রী হবেন, বাদসার হারেমে তাঁর সমকক্ষ রূপসী কেউ না থাকে।

কাম। মা সেখানে সবার চেয়ে রূপসী কিনা!

রাম। তাঁর পুত্রবধূর রূপ অন্ততঃ তাঁর মত হওয়া ত চাই।

কাম। উঁহুঁ! রূপনগরী তাঁর চেয়ে বেশি রূপসী!

রাম। কি ক'রে বুঝলেন সা'জাদা?

কাম। প্রথমতঃ এই জংলা দেশ দেখে।

রাম। জংলা দেশ দেখে?

কাম। নিশ্চয়। তুমি যখন আমাকে আজমীরের সেই বেহেস্তের মত বাগিচা থেকে আগ্রহ ক'রে টেনে এনেছিলে, তখন ভেবেছিলুম, নিশ্চয় ভারী সুন্দরী হবে এই রূপনগরী!

রাম। হেঃ হেঃ! সা'জাদা! আপনার বুদ্ধিটেও একটা ভাববার বিষয়।

কাম। তারপর এই জংলা দেশ দেখে একেবারেই বুঝে ফেললুম সে সুন্দরী বটে।

রাম। একথাটা বোঝা যে আমার বুদ্ধির বাইরে চলে গেল!

কাম। তুমি ভুঁড়ে রাজা—ঘেসো বুদ্ধি।

রাম। হেঃ—হেঃ—হেঃ!

কাম। বুঝতে পারলে না? সুর যতই জংলা হয় ততই বেশি মিষ্টি।

রাম। হেঃ—হেঃ—হেঃ! সা'জাদা। আপনার বুদ্ধির তুলনা নেই।

কাম। তার ওপর এই খাতির-করা দেখে একেবারে ঠিক ক'রে ফেলেছি, রূপনগরী শিরীর মত কোন একটা পরীজাতীয়া সুন্দরী। যার ঘরে এত রূপ, সে দুনিয়ার বাদসাকে খাতির ক'রবে না।

রাম। এখন বেশ বুঝতে পারছি ভবিষ্যতে আপনিই তক্তাউসে ব'সছেন।

কাম। তাতো ব'সছি? কিন্তু তাতে মনের মত একটি বেগম বসাতে না পারলে, সিংহাসনে ব'সেও যে সুখ হবে না।

রাম। বেগমসাহেব সেই জন্যই ত আপনাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে আমাকে হুকুম ক'রেছিলেন।

কাম। কিন্তু বেগম যে ধরা দিতে চাচ্ছে না, তার এখন ক'রছ কি!

রাম। মনের মত বেগম কি সহজে ধরা দেয়, তাকে ধ'রতে হ'লে আগে নিজেকে ধরা দিতে হয়।] * (নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি)

কাম। রাজা! রাজা! এরা ত একেবারে জংলি নয়, খাতির আসে যে!

রাম। আসবে না ত কি! আপনি যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন!

কাম। (নেপথ্যে চাহিয়া) রামসিং! মনের মত বেগম পেয়েছি!

রাম। কই—কই? কোথায়?

কাম। বেগম পেয়েছি রামসিং! রূপনগরীর কি রূপ!

রাম। কি বিপদ! কোথায় রূপনগরী?

কাম। কি রাজা, ধরা দেব নাকি?

রাম। ছিঃ—সা'জাদা!

কাম। আরে ভুঁড়ে রাজা, দেদারবক্স্ বল।

রাম। তা তুমি দেদারবক্স্ই বটে! তুমি এই বুনো মাড়োয়ারীদের কাছে আমার মাথাটা হেঁট করা'বে দেখছি।

কাম। না রাজা, না।

রাম। আর না। আসছে যারা ওরা যে নর্ত্তকী!

কাম। সমস্ত বুদ্ধিটে পেটে পূরে কেবল পেটটাকে অসম্ভব ফুলিয়ে ফেলেছ। ওরা নর্ত্তকী, তা কি আমি বুঝি নি!

রাম। কই রূপনগরীকে ত আমি দেখতে পাচ্ছি না।

কাম। তুমি কেবল ভোজ্যবস্তু দেখতেই জন্মগ্রহণ ক'রেছ। রূপ কেমন ক'রে দেখতে হয়, তুমি জানো রাজা ?

*[রাম। খুব জানি দেদারবক্স্ !

কাম। উঁহুঁ—বোধ হচ্ছে—না। তুমি ব'লবে চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত, ক'রে, ঘাড়টী ঈষৎ বাঁকিয়ে চোখের প্রান্তভাগ দিয়ে শ্যেনপক্ষীর মত লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে হয়। তাতে রূপ বেঁধা হয়, দেখা হয় না।

রাম। তা কেন? বিস্ফারিত চক্ষে, তারা দু'টোকে নিশ্চল ক'রে —যেমন আপনি ওই গুলোর পানে চেয়ে আছেন।

কাম। উঁহুঁ! তাতে কেবল রূপ খাওয়া হয়, দেখা হয় না।

রাম। রূপ দেখতে হয় কেমন ক'রে ?

কাম। রূপ দেখতে হ'লে, তারা দু'টোকে এই রকম ক'রে একবার কপালের কাছে টেনে তুলতে হয়। তার পর চোখ দু'টো একেবারে মুদ্রিত ক'রে গুম্ হয়ে বসে যেতে হয়।

রাম। সে ত কবর যাবার পূর্ব্বক্ষণে।]*

কাম। বা! বা! এক, দুই, তিন—ও নর্ত্তকীদের রূপের ভিতর দিয়ে আমি রূপনগরীর রূপ দেখতে পাচ্ছি। রামসিং! দেখছি, যেন চাঁদনি-মাখা দরিয়ায় উথ্‌লে-ওঠা তরঙ্গ। তাতে ওই রূপালি মাছের মত টুকরো টুকরো চাঁদগুলো, ডুবছে, ভাসছে, সাঁতার কাটছে।

রাম। রাজকুমারীকে না দেখেই যদি এই রকম ক'রে কবিতার স্রোত ছুটতে থাকে, দেখ্‌লে কি হবে বন্ধু!

কাম। দেখলে একেবারে চুপ।

রাম। তা হ'লে এখন থেকেই চুপের আরম্ভ হ'ক।

এক এক করিয়া নর্ত্তকীত্রয়ের প্রবেশ

কাম। এক, দুই, তিন—

রাম। দেখছি বেদারবক্স, তুমি গোল বাধালে !

কাম। উদারা, মুদারা তারা !

অপর নর্ত্তকীত্রয়ের প্রবেশ

রাম। কর কি বন্ধু, ওরা যে শুনতে পাবে !

কাম। বাঃ—বাঃ। তার উপরে আবার সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি। উঃ ! এর উপরেও চড়া-সুরে রূপকুমারী !

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ

রাম। কি রে ! এসে থমকে দাঁড়ালি যে ?

১ম, ন। তোমাকে দেখে গো !

কাম। বক্‌শিস্ দাও রাজা ! ঠিক জবাব দিয়েছে।

রাম। তোদের কে এখানে পাঠালে ?

শ্যামসিংহ ও দেওয়ানের প্রবেশ

তোমরা ত' বড় অসভ্য ! এতক্ষণ পরে খোঁজ নিতে এলে ?

কাম। আরে কেয়া তাজ্জব—বিকানীর !

শ্যাম। আমরা অসভ্য বটে, কিন্তু আমাদের যা কিছু ত্রুটী, [illegible] আপনার সভ্যতার দোষেই হয়েছে অম্বরপতি ! রূপনগর আপনার অম্[illegible] মত বিশাল নয় ব'লে, আমার ভাগিনেয়ীকে দেখাতে সা'জাদাকে এখানে ছদ্মবেশে সাজিয়ে নিয়ে এসেছেন। ওমরাও জেনে, আপনাদের অভ্যর্থনার একরূপ ব্যবস্থা ক'রেছিলুম ; কিন্তু যখন জানতে পারলুম, আমাদের সৌভাগ্যবসে আমার রাজপুত্র এদের গৃহে পদার্পণ ক'রতে এসেছেন, তখনি আমাদের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ক'রতে হয়েছে।

দেও। হুজুরালি ! তাই আমাদের আসতে বিলম্ব হ'ল। কসুর মাপ করুন।

কাম। আর মুখ ঢোকাচ্ছ কেন রাজা, ধরা পড়ে গেছ! এইবার চল। এদের তুমি অসভ্য ব'লছিলে না?

রাম। সে আমি না আপনি সা'জাদা।

কাম। ঐ আমার বলা হ'লেই তোমার হ'ল। যেহেতু এখন আমি তোমার মোসাহেব দেদারবকস্। হে বৃদ্ধ, এ কারো দোষ নয়। যদি কারো কিছু দোষ হয়ে থাকে ত আপনার ভাগিনেয়ীর। এতটুকু ছোট জঙ্গুলে দেশের ভিতর তার এত বড় সুন্দরী হওয়া অতি অন্যায় হ'য়েছে।

শ্যাম। কথা শুনে মুগ্ধ হলুম সা'জাদা!

কাম। তাতো হ'লে, এখন তোমাদের কন্যাকে দেখে আমি মুগ্ধ হ'লে হয়।

শ্যাম। সেটা তা'র ভাগ্য, রূপনগরের ভাগ্য। এইবার গোলামদের গৃহে আসতে আজ্ঞা হোক হুজুরালি।

কাম। ওঠ রামসিংহ!

শ্যাম। আপনাকে একা যেতে হবে সা'জাদা! এ শোভা-যাত্রায় আপনার সঙ্গে যাওয়ায় রামসিংহের অধিকার নেই।

কাম। কেন নেই?

শ্যাম। আপনি সম্রাটের পুত্র, আপনার সঙ্গে সমান মর্য্যাদা আমরা অম্বরপতিকে দিতে পারি না।

কাম। তা হ'ক আমি ওঁকে মর্য্যাদার সঙ্গে, সঙ্গে ক'রে এনেছি।

শ্যাম। তা হ'লেও পারি না।

কাম। কেন পারবে না রাজা?

শ্যাম। ব'ললে কি আপনি বুঝতে পারবেন সা'জাদা?

কাম। বুঝিয়ে ব'ললে, পারবো না কেন?

রাম। আর বুঝতে হবে না। আপনি যান সা'জাদা।

দেও। আপনি অগ্রসর হ'ন। আমি তাঁকে নিয়ে যাবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ক'রছি।

রাম। আমার যাবার প্রয়োজন কি? ওঁকে আপনারা কন্যা দেখিয়ে দিন, তা হ'লেই হবে। তবে বিলম্ব ক'রবেন না। কেন না, আজই আমাদের দিল্লী রওনা হ'তে হবে।

কাম। বল রাজা, কেন পারবে না।

শ্যাম। এ সামাজিক কথা সা'জাদা। এরা রাঠোর, আর আপনার সঙ্গী—কছোয়া রাজপুত। যদিও এরা ওঁর চেয়ে দরিদ্র, সমাজে কিন্তু ওঁর চেয়ে এদের স্থান অনেক উচ্চে। এটা ব'ললেই বুঝতে পারবেন এই ক্ষুদ্র ভুঁইয়াকে ভগিনী দান ক'রে বিকানীর ধন্য হয়েছে। বিশেষতঃ উনি আপনার পিতার শ্যালক-পুত্র। সম্রাটের পুত্র আর তাঁর শ্যালক-পুত্র এক মর্য্যাদা পেতে পারেন না।

কাম। ও! ওদিকে রাঠোর, এদিকে কছোয়া এবং শ্যালক-পুত্র —তা হ'লে আর কি ক'রব। আমি চলি, তুমি পেছিয়ে এস রামসিং।

নর্ত্তকীগণের গীত

অতিথি এসেছে দ্বারে, ছিল সে নদীর পার,
তারে জানি জানি যেন জানি গো, চেনা চেনা যেন মুখটী তার।
ওপারে ছিল সে রাজা, এপারে ভিখারী বেশ,
ছিল যেন তার মাথার তাজ, এপারে রুক্ষ কেশ
তার চাহনি কাঁদুনী-মাখা, দেখিয়া এ হিয়া হ'ল যে ভার—
এস হে অতিথি ঘরে এস, দিব হে তোমারে উপহার।

কাম্‌বক্‌স্ ও নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

নেপথ্যে নহবতাদি বাদ্যধ্বনি

শ্যাম। এইবার আমার সঙ্গে আসুন অম্বরপতি!

রাম। (সক্রোধে) মূর্খ রাজা! এ প্রলাপগুলো সা'জাদার সাক্ষাতে না ব'ললে কি হ'ত না!

শ্যাম। অপমান বোধ হয়েছে রামসিংহ?

রাম। রাজা মানসিংহের অপমান ক'রে রাণা-প্রতাপের কি দুর্দ্দশা হয়েছিল জান?

শ্যাম। তার মর্য্যাদা বোধ ছিল। ঘট্‌কি কছোয়া! তোমার কি মান অপমান জ্ঞান আছে? আমার ভগিনীকে নিজে লাভ ক'রতে না পেরে, প্রতিশোধ নিতে তুর্কীকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছ। কেন না বুঝেছ, এটা চিতোর নয়, ক্ষুদ্র ভুঁইয়া—সম্রাট্-পুত্রের আবেদন অগ্রাহ্য ক'রতে সাহস ক'রবে না। তাই এদের পবিত্র কুল নষ্ট ক'রে একটু আনন্দ উপভোগ ক'রতে এসেছ।

রাম। বৃদ্ধ তুমি, নইলে মাথাটা তোমার কাঁধ থেকে আলাদা ক'রে এ প্রশ্নের উত্তর দিতুম।

শ্যাম। আমাকে বৃদ্ধ মনে ক'রছ কেন? এ কব্‌জীতে এখনও যে জোর অবশিষ্ট আছে, তাতে তোমার মত দু'দশটা কছোয়াকে অক্লেশে কবন্ধ ক'রে দিতে পারি!

রাম। (সভয়ে) দেখ দেওয়ান! ব্যাপার কিছু গুরুতর হয়ে পড়ছে।

দেও। করেন কি রাজা, অম্বরপতি আজ আমাদের অতিথি।

শ্যাম। তবে যাও, সা'জাদা অনেকদূর চলে গেছেন। এইবারে এই উদর-সর্ব্বস্বটাকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

প্রস্থান

রাম। আমি আর যাব না—তুমি যাও। আজ যদি সা'জাদাকে সঙ্গে না আনতুম, তা হ'লে এ ভুঁইয়ার গ্রামকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে চলে যেতুম।

দেও। না রাজা, ক্রোধ ক'রবেন না। বৃদ্ধ বিকানীর মাথা ঠিক রাখ্‌তে পারছেন না।

রাম। আমি তোমাদের কি উপকার ক'রেছি, তা জানো?

দেও। আপনি চলুন—

রাম। ওই ছেলেই ভবিষ্যতে বাদসা হবে—তা জানো?

দেও। চলুন—রাজা চলুন।

রাম। এর পরে বিক্রম সোলাঙ্কী হবে বাদশার শালা! দেখতে দেখতে হয়ে যাবে একটা সুবেদার। আজকে আমাকে দেখে এদের রাগ হ'চ্ছে! কা'ল আর আমাকে দেখে চিনতেও পারবে না।

দেও। রাজা আপনার গুণের মর্ম্ম বুঝতে পারেন নি—আপনি চলুন।

রাম। আমাদের দেখে দন্ত-বিকাশ! ক্রোধটা হ'তে হ'তে হঠাৎ থেমে গেল। নইলে এখনি রক্তগঙ্গা হয়ে যেতো—তা জানো!

দেও। আপনার ধৈর্য্য দেখে আশ্চর্য্য হয়েছি।

রাম। আমি নিজেই আশ্চর্য্য হচ্ছি। তুমি আশ্চর্য্য হবে—তা আর বেশী কথা কি! এখন বুঝেছি, এই ধৈর্য্যই আমার একমাত্র অবলম্বন। তবে শোন, আমার ভাই সিংহাসন লোভে অধীর হয়ে পিতাকে হত্যা ক'রলে। কিন্তু ধৈর্য্য আমাকেই সিংহাসনে বসালো। আমি রাজকন্যাকে বিবাহ করতে চাইলুম। বৃদ্ধ আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য ক'রলে। আমি অমনি ধৈর্য্য ধারণ ক'রলুম। ফলে, সা'জাদা তাকে বিবাহ ক'রতে এলো। শোন দেওয়ান, আবার ওই বুড়ো যদি এই রকম পাগলামী করে, তা হ'লে আবার আমি ধৈর্য্য ধারণ ক'রব। তখন কি হবে তা জানো। বাদশা আলমগীর্ নিজে ওই কন্যার পাণিগ্রহণ ক'রতে এখানে উপস্থিত হবেন!

দেও। না—না। খুব জেনেছি রাজা, অনর্থক আর বিপদ

বাড়াবেন না। আমরা সকলেই সম্রাট-পুত্রকে রাজকন্যা দানের মত করেছি। আমি হাত জোড় ক'রছি—আপনি আসুন।

রাম। তুমি বার বার যখন ব'লছ, তখন চল, আমি যাচ্ছি। কিন্তু এর পর যদি বুড়ো-বিকানীর ওইরূপ আচরণ করে, তখন কিন্তু আমার ধৈর্য্য থাকবে না। তখন হয় ত আমি নিজেই আবার ওই কন্যার পাণি-গ্রহণ ক'রতে এই বীরবাহু প্রসারণ করবো। (বাহু বিস্তার)

দেও। আর কেউ কিছু ব'লবে না—ধৈর্য্য—রাজা, ধৈর্য্য।

রাম। বেশ—ধৈর্য্য, চল—ধৈর্য্য—ধৈর্য্য!

পঞ্চম দৃশ্য

রূপনগর—পথ

বীরাবাই ও ভীমসিংহ

বীরা। কিছু জানতে পারলে ভীমসিংহ?

ভীম। সহরের দু'চার জনকে জিজ্ঞাসা ক'রলুম, কেউ বলতে পারলে না।

বীরা। কাদের পল্‌টন—তা বুঝতে পারলে?

ভীম। দেখে ত রাজপুত ব'লে বোধ হ'ল না।

বীরা। সংখ্যায় কত বুঝলে?

ভীম। দু' হাজারের ত কম নয়। নগরের অল্পদূরেই তারা সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ এ দিকে দেখছি, রাজার বাড়ীতে কিসের উল্লাস হচ্ছে।

বীরা। এই রকমই হয়! এই রকম মূর্খের নিশ্চিন্ততাতেই হিন্দু-স্থানের এক একটী হিন্দু-রাজ্য ধ্বংস হয়েছে। এইরূপ নিশ্চিন্ততাতেই দিল্লীর বীরশ্রেষ্ঠ পৃথ্বিরাজ যুদ্ধে জয়ী হয়েও মহম্মদ ঘোরীর হাতে প্রাণ

দিয়েছে। এইরূপ নিশ্চিন্ততার জন্যই তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ [illegible] সংগ্রামসিংহ হিন্দুস্থানে মোগলের আগমনের পথ প্রস্তুত ক'রে [illegible]। ফতেপুরে বাবরের কাছে তাঁর পরাভবের আমি অন্য কোনও [illegible] নির্দ্দেশ ক'রতে পারি না! ভীমসিংহ! রূপনগরীর মত তুমিও নিশ্চিন্ত থেকো না। তোমার গৌরব দেখা'বার সময় উপস্থিত।

ভীম। আর একবার ব্যাপারটা কি জানবো না?

বীরা। জানতে জানতে ওরা যদি রূপনগর আক্রমণ করে? ভুল হয়? ওরা যখন ফিরবে, তখন তোমারও ভীলসৈন্য নগর-প্রান্ত থেকে নিঃশব্দে ফিরে যাবে। ভুলে যেয়ো না, যদি এর পর রূপনগরী রমণীর উপরে কোনও অত্যাচার হয় তাদের ভিতরে আমিও আছি।

ভীম। (প্রস্থানোদ্যত—ফিরিয়া) ফিরে এসে কোথায় তোমাকে দেখতে পাব?

বীরা। ওই সম্মুখে শিবমন্দিরে। আমি সংবাদ নিয়েছি, ওখানকার পূজক যে—সে আমাদের পুরোহিতের জামাতা। সুতরাং ওখানে আশ্রয় নিতে আমার কোনও শঙ্কা নাই।

ভীম। মা! আশীর্ব্বাদ কর। (অভিবাদন)

বীরা। এস। ঘোড়া যদি তোমার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়, তা হ'লে তার পিঠে চেপে তুমি অশ্বারোহীর রাজা হয়ে ফিরে এস।

ভীমসিংহের প্রস্থান

হায়। আগে কে জেনেছিল; আমার সকল আনন্দ আমাকে ঐশ্বর্য্যের মদিরায় ঘুম পাড়িয়ে এইরূপ পথের ধূলায় লুকিয়েছিল।

নাগরিকগণের প্রবেশ

১ম, না। ওই ওরা ব'ললে শুনলি নি? কাম্‌বকস্ মানে কন্দর্পের দান।

২য়, না। কন্দর্পের দানই বটে! কি রূপ!

১ম, না। ওর মাও শুনেছি নাকি বড় রূপসী।

২য়, না। তা আর হবে না গা! দুনিয়ার বাদসা—তার বেগম।

৩য়, না। আচ্ছা ভাই, কোথাও কিছু নেই, বাদসার ছেলে হঠাৎ রাজার বাড়ী এসে উপস্থিত হ'ল কেন?

১ম, না। কেন বুঝতে পারলি নি?

৩য়, না। না! এইমাত্র বুঝলুম, তাঁর আসার জন্য রাজবাড়ীতে একটা মচ্ছব হচ্ছে।

২য়, না। রাজকুমারীকে বিয়ে ক'রতে এসেছে।

৩য়, না। ওমা সেকি গো, সে যে তুর্কি! রাজপুত্‌নীর সঙ্গে তার কেমন ক'রে বিয়ে হবে!

১ম, না। তুই কি ন্যাকা হ'লি নাকি! ওসব দোষ কেবল আমাদের গরীবের বেলায়। রাজা রাজড়াদের ওতে বাধে না।

২য়, না। কোন্ রাজাদের মেয়ে বাদসার ঘরে না পড়েছে? বাকী আছে কেবল মেবার।

১ম, না। তারও আর বেশি দেরি নেই, এখনি কোন্ দিন শুনবি—পড়েছে।

বীরা। কি ব'ললি পাপিষ্ঠা! দ্বিতীয়বার ব'ললে তোর জিব কেটে দেব।

১ম, না। ওমা! বুঝতে পারি নি মা! হাত জোড় করছি, ক্ষমা চাচ্ছি। তুমি মেবারী রাজপুত্‌নী এখানে আছ, তা জানতুম না।

বীরা। খবরদার! এ হীন কথা কখন মনেও আনিস্ নি। কাশী যেমন শিবের ত্রিশূলের উপর, মেবারও তেমনি রাণী পদ্মিনী আর তাঁর হাজার হাজার সতী সঙ্গিনীদের চির-জলন্ত চিতানলের শিখায় ব'সে আছে। ক্ষুদ্র রূপনগরী! তুই তার উচ্চতার সীমা বুঝবি কি!

১ম, না। মা! অপরাধ করেছি। বিষ কেটে দাও।

বীরা। যা—পাপমুক্ত হ'লি। চলে যা।

১ম, না। (প্রস্থান করিতে করিতে) এমন ত দেখি নি।

সকলে। তাই ত গো, এ কি জলন্ত মূর্ত্তি!

ষষ্ঠ দৃশ্য

রূপনগর—শিব-মন্দিরাভ্যন্তর

রূপকুমারী

রূপ। *[ধিক্ ধিক্! যে কেবল লালসার দাস, তার ঘরে গিয়ে দাসী হওয়া! তার চেয়ে মৃত্যু কত সুখের। সহজ উপভোগ্য বস্তু জেনে বিধর্ম্মী যখন তখন এই অধরে তার পিপাসু ওষ্ঠ স্পর্শ করাতে আসবে! তার চেয়ে মৃত্যুর চুম্বন কত মধুর! উমানাথ! কথায় তোমাকে তিরস্কার করি, সে সময় নেই। তোমার রহস্যের ভিতরে আশ্বাস-কথা শুনি, সে কাণ নেই, তোমার এই পাথরের দেহের ভিতরে প্রাণ খুঁজে বা'র করি, সে চক্ষু নেই। তখন মিছামিছি কতকগুলো ফুলের আঘাতে তোমাকে আর ব্যাকুল ক'রব না।]*উমানাথ! এই এনেছি, (বিষপাত্র ধারণ) দেবতার আবেদনে একদিন তুমি যা আকণ্ঠ পান ক'রেছিলে। সে সময় তুমি সব খেতে পার নি, এই রূপনগরী প্রসাদ পাবে ব'লে, সে হলাহলের এইটুকু অবশিষ্ট ছিল। তোমার মত পতি পাব ব'লে—শৈশব থেকে তোমার অর্চ্চনা ক'রে আসছি। তার যা ফল, তার তীব্রতা এর চেয়ে অনেক বেশী। সুতরাং নিঃসঙ্কোচে এ আমি তোমার সুমুখে পান ক'রতে পারি।

বিষপাত্র মুখের কাছে তুলিলেন ; পশ্চাৎ হইতে বীরাবাই
আসিয়া হাত ধরিয়া ফেলিলেন

বীরা। ক'রছ কি ?

রূপ। কে তুমি ?

বীরা। আগে পাত্র ছাড়, তার পর ব'লছি।

রূপ। এ পাত্র ছাড়বো ব'লে ত আমি মুখের কাছে তুলি নি। হাত ছাড়।

বীরা। আমিও ছাড়বো ব'লে ত তোমার হাত ধরি নি। শেষ না দেখে, এ শেষ উপায় অবলম্বন ক'রছ কেন ? এই মাত্র শুনলুম, শিবের মত পতি-লাভে শৈশব থেকে এই ঠাকুরের অর্চনা ক'রে আসছ। রাজপুত্‌নী ! এত শীঘ্র ফলের উপর সন্দেহ হ'য়ে নিজের পূজাকে অশ্রদ্ধা ক'রছ কেন ? আমি ত দেখছি, তোমার অদৃষ্টে শিবেরই তুল্য বর আছে।

রূপ। রহস্য ক'র না—রহস্য ক'র না !

বীরা। বেশ, কথা রহস্য ব'লে বোধ হয়, এই আমি তোমারই নিকটে একে রেখে দিচ্ছি। এর পর পান ক'র। যে খাঁটি রাজপুতনী, মর্য্যাদা ত তার চরণরেণুতে প্রতিপাদক্ষেপে সৃষ্ট হয়। তার আবার মর্য্যাদা নাশের ভয় ! ছি বালা ! তোমার রূপ দেখে ঈর্ষান্বিতা হয়েছি ; তোমার মুখ দেখে মুগ্ধ হয়েছি, তোমার মনের কথা শুনে ভালবেসেছি—কার্য্য দেখিয়ে আমাকে হতাশ ক'র না। ম'রবারই যদি প্রয়োজন হয়, তার ঢের সময় আছে। কথায় বিশ্বাস না হয়, এই মরণ আমার আঁচলে বাঁধা। (বিষ কৌটা প্রদর্শন) আঁচল থেকে মুখ উঠতে তার বিলম্ব হয়, এই দেখ হৃৎপিণ্ডকে আগুলিয়া মরণ-প্রহরী। (ছুরিকা প্রদর্শন)

রূপ। আমাকে রক্ষা কর। (নতজানু)

বীরা। তুমি আগে আমাকে রক্ষা কর। তুর্কীর সঙ্গে তোমার

বিয়ের কথা শুনে, এ নগরে জলস্পর্শ ক'রব না সঙ্কল্প করেছিলুম। আমি বড় পিপাসার্ত্ত আমাকে একটু জল দাও।

রূপ। দাঁড়াও, এখনি আন্‌ছি!

রূপকুমারীর প্রস্থান

বীরা। উমানাথ! এই অবকাশে তোমাকে একটা প্রণাম ক'রে নিই। আমাকে দিয়ে কুমারীর প্রাণ রক্ষা করা'লে। এইবারে তার মানরক্ষা কর। নষ্ট মর্য্যাদায় নারীর প্রাণের কোন মূল্য নেই।

জলপাত্র লইয়া রূপকুমারীর পুনঃ প্রবেশ

রূপ। তাই ত গা! তোমাকে—তোমাকে—

বীরা। কি সম্পর্কে ডাকবে বুঝতে পারছ না? ভয় কি! এখনি সম্পর্ক ঠিক ক'রে নিচ্ছি। (জল পানান্তে পাত্র দান) তোমার বয়স কত?

রূপ। উনিশ বৎসর!

বীরা। আ আমার পোড়া কপাল! স্বর্গে গিয়েও যে সতীন উষ্ণ নিশ্বাসের জ্বালায় অস্থির ক'রে আমাকে গৃহ ছাড়িয়েছে, পথের মাঝে সেই সতীন নব কলেবর ধ'রে আমারই কাঁধে ভর ক'রলে! নাও এইবারে মন প্রস্তুত কর। সাবধান! পদস্খলিত হয়ো না। তুকী বিলাস-পরবশ হ'য়ে তোমাকে স্পর্শ ক'রতে এসে আভূমি প্রণত হয়ে যেন তোমাকে কুর্ণীশ করে। নারীর সতীত্ব রাখতে মা, বাপ, ভাই, বন্ধু, দেশ—কারও মুখের প্রতি লক্ষ্য ক'র না। যদি পার, তা হ'লে তোমার স্বামীর নাম এই উমানাথের সম্মুখে উচ্চারণ করি।

রূপ। এই উমানাথের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা। তুমি যে নাম ক'রবে তাকেই জানবো আমার স্বামী।

বীরা। তা হ'লে এটাকে আবার আঁচলে বাঁধ। (বিষপাত্র অঞ্চলে বন্ধন) ভগিনী! তোমার স্বামী—নরশ্রেষ্ঠ মহারাণা রাজসিংহ।

রূপ। (প্রণাম করিতে করিতে) দেবী! স্বামীর নাম এই ইষ্ট-মন্ত্রের মত আমার নিশ্বাসের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে গেঁথে নিলুম।

বীরা। এইবারে—যত শীঘ্র পার—কেন না, আমার মনে হচ্ছে, তারা তোমাকে খুঁজছে, অনুসন্ধানে হয় ত তারা এখনি এখানে এসে উপস্থিত হবে—যত শীঘ্র পার, রাণার নামে একখানি পত্র লিখে আমাকে এনে দাও।

রূপ। এই খানেই লেখ্‌বার উপকরণ আছে, আমি এখনি লিখে আনছি।

বীরা। আমিও একটু উমানাথের চরণতলে ব'সে বিশ্রাম গ্রহণ করি। আমিও নারী—আমাকে অবসন্ন ক'রতে, নারী- সুলভ আতঙ্ক অতি উদ্বেগে কখন কখন বক্ষের মধ্যে স্পন্দিত হয়।

গীত

গিরীশ মহেশ হে গৌরীপতি
অভয় চরণে করি নতি হে,
হে শশাঙ্ক মৌলী অজ্ঞাত পথে চলি—
জানি না কোথায় মম গতি হে।
অন্তর্যামী তুমি আর কি জানাব আমি,
পথে যেতে যদি কাঁপে মতি হে—
অন্ধ নয়ন মোর করে যেন উজ্জ্বল,
ঢালি' ত্রিনয়ন-বিগলিত জ্যোতি হে!

রূপকুমারীর পুনঃ প্রবেশ

রূপ। দিদি।

বীরা। এনেছ?

রূপ। এনেছি। এই নাও পাঠ কর। (পত্রদান) মনের আবেগে কি লিখতে কি লিখেছি। বুক কেঁপেছে, হাত কেঁপেছে—চক্ষু জলে ভ'রেছে—চিত্ত স্থির রাখতে পারি নি।

বীরা। (পাঠান্তে) এইতেই যে একখানা কাব্য লিখে ফেলেছ ভগিনী। এইবারে হাসি-মুখে তুর্কী বালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।

সপ্তম দৃশ্য

রূপনগর—রাজবাটী—কক্ষ

কাম্‌বক্‌স

পাদচারণ করিতে করিতে

কাম। কি সুন্দর উদার বীরত্বব্যঞ্জক মুখশ্রী! এই হচ্ছে রূপ-কুমারীর সহোদর—বিক্রমসিংহ! সুন্দর, সরল, অল্পভাষী, অথচ গর্ব্বিত ক্ষুদ্র ভুঁইয়া'আমাকে বাদশা-পুত্রের উপযুক্ত মর্য্যাদা দিয়েও বেশ একটু গর্ব্ব-ভরা স্বাতন্ত্র্য দেখিয়ে চ'লে গেল! এইবারে তার ভগিনী। দেখতে তাকে ইচ্ছাও হচ্ছে আবার নাও হচ্ছে। এক একটা নর্ত্তকী থেকে আরম্ভ ক'রে এই বন্যপ্রদেশ-বাসিনীগুলোর রূপ যেন এক একটা ধাপে পা দিয়ে একটা আকাশস্পর্শী অট্টালিকার ছাদে ওঠবার ভাব দেখাচ্ছে। রূপকুমারীকে না দেখ্‌লে মনে হচ্ছে যেন দৃষ্টির ভাগ্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। দেখ্‌তেই হবে। বিশেষতঃ যখন মা'র আদেশ। মা যে কেন আদেশ ক'রেছেন, তা বুঝেছি। দিল্লীর অন্তঃপুরের সেই শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যের অত্যাচার পিতার একান্ত অসহ্য হয়ে উঠেছে। তিনি বহুদিন ধ'রে সেই জন্য এমন রূপের সন্ধান ক'রছেন, যার সম্মুখে মায়ের সৌন্দর্য্য

লজ্জিত, পরাস্ত, লাঞ্ছনা-বিনত হয়,। ভাবে বুঝেছি, রূপকুমারীর সেই রূপ। সে রূপ দেখ্‌তেই হবে। শুধু দেখ্‌তে হবে! কিন্তু পা'বার কথা মনে ওঠ্‌বার সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা আশঙ্কা। সঙ্গে বলি কেন— মনে উঠ্‌বার আগেই, রক্তবর্ণ পাগড়ীর মত সেটা যেন আমার ইচ্ছার মাথায় দীপ্যমান হয়ে উঠেছে। আমি এত চেষ্টা ক'রছি, তবু ইচ্ছা থেকে এ আশঙ্কাটাকে কোনও মতে পৃথক ক'রতে পারছি না। এমন রাজভক্ত, এমন আতিথেয়, এমন সদালাপী, মধুর-প্রকৃতি, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে, যেন অতি যত্নে তারা মৌখিক আনন্দের আচ্ছাদনে একটা কি তীব্র বিষাদ লুকিয়ে রেখেছে। এই নিস্তব্ধ বিষণ্ণভাবে অন্তরালে লুকিয়ে আছে সেই কুমারী। দেখতে হ'লে বিষাদের পর্‌কোলায় চক্ষু আবৃত ক'র্‌তে হয়, পেতে হ'লে বিষণ্ণতায় হৃদয়টাকে চিরজীবনেরই মত জড়িয়ে ফেলতে হয়।

বিক্রম সিংহের প্রবেশ

এখনি যে ফিরে এলে বিক্রম সিংহ?

বিক্রম। একটা কথা ব'লতে ভুলে গিয়েছি সা'জাদা। যেতে যেতে সেইটে মনে পড়ে গেল, তাই ব'লতে এসেছি।

কাম। বল।

বিক্রম। আমার ভগিনীকে এখানে যখন নিয়ে আস্‌বো, তখন আপনি ভিন্ন আপনাদের আর কেউ এখানে থাকতে পাবেন না।

কাম। ভাবে বোধ হচ্ছে, আমারও এখানে আসাতে তোমরা কেউ সুখী নও? মাথা নীচু ক'রলে কেন? কথার উত্তর দাও।

বিক্রম। রাজার পুত্র—দেবতা। যদি ভক্তি-পুষ্পের অঞ্জলি নিতে এখানে এইরূপ অতর্কিত ভাবে আসতেন, আমরা কৃতকৃতার্থ হয়েছি মনে ক'রতুম সা'জাদা!

কাম। তবে আমাকে ভগিনী দিতে আসছ কেন?

বিক্রম। আমরা দিচ্ছি কই সা'জাদা, আপনি নিতে এসেছেন।

কাম। ওঃ! বাধা দেবার ক্ষমতা নেই!

বিক্রম। আমরা অতি ক্ষুদ্র।

কাম। তবে সমস্ত নাগরিক এত উল্লাস দেখাচ্ছে কেন?

বিক্রম। যখন ভগিনীকে নিয়ে এ স্থান ত্যাগ ক'রবেন, তখন তারা কাঁদবে, এখন চক্ষুজলের উপর কৃত্রিম উল্লাসের আবরণ দিয়ে লুব্ধ বাতাসকে তারা প্রতারিত ক'রছে।

কাম। তোমার ভগিনীকে ত এখনও দেখি নি। তবে আগে হ'তে এত ভয় পাচ্ছ কেন?

বিক্রম। মনে ক'রেছন, আমার ভগিনীর রূপ যদি আপনার পছন্দ না হয়?

কাম। পছন্দ যে হবে, এমন নিশ্চয়তা কি?

বিক্রম। কই সা'জাদা, আপনার চক্ষু ত পাথরের নয়! খঞ্জনের নৃত্য হতেও চঞ্চল পলক! আমি দেখ্‌ছি তার অন্তরালে চোখের তারা শ্রেষ্ঠ-রূপ দেখ্‌বার পিপাসায় ছট্‌ফট্‌ ক'রছে।

কাম। যাও বিক্রমসিংহ, ভগিনীকে নিয়ে এস! আর অযথা বিলম্ব ক'র না।

বিক্রম। না সা'জাদা, বিলম্ব ক'রতে আমাদেরই এখন ভা[illegible] লাগছে না। বেলা থাক্‌তে থাক্‌তে আপনাকে দেখিয়ে দিই! বেলা-শেষে আপনি তাকে রূপনগর থেকে নিয়ে যান। সন্ধ্যার অন্ধকার বিস্মৃতির অঞ্চল দিয়ে রূপনগরের এ বিষাদ-কাহিনী আবৃত করুক।

কাম। বিক্রম সিংহ!

বিক্রম। হুকুম—জনাবলি?

কাম। আমাকে কেমন দেখছ?

বিক্রম। যদি আপনাকে না দেখে আপনার চিত্র দেখতুম, তা হ'লে আমাদের গৃহের দেওয়ালে যেখানে দেবতাদের চিত্রপট আছে, তাদের পাশে এক স্থানে তাকে ঝুলিয়ে রাখতুম। হায়! আপনি এত সুন্দর!

কাম। যাও, তোমার ভগিনীকে নিয়ে এস। শুধু তাই নয়, রামসিংহ এখানে উপস্থিত থাকবে, বিক্রম সিংহ! এবং তোমাকেই তাকে এখানে আসবার কথা ব'লে আসতে হবে।

বিক্রম। (চলিতে চলিতে) দুর্ব্বল—দুর্ব্বল—একান্ত দুর্ব্বল! যত পারো—কর অত্যাচার তাতারী!

প্রস্থান

কাম। অত্যাচার? না দুর্ব্বল রূপনগরী রাজপুত! তাতারী নিজের উপর আজ যত অত্যাচার ক'রছে, তার শতাংশ অত্যাচারও সে তোমাদের উপর ক'রতে পারছে না। ছদ্মবেশের ভিতরে তার সমস্ত মর্য্যাদা লুকিয়ে একটা ভিক্ষুকের মত সে আজ রূপনগরে প্রবেশ ক'রেছিল। অনাতিথেয় রাজপুত! তুমি তাকে ভিক্ষা দিতেও পরাঙ্মুখ। ক্ষোভে—লজ্জায় সে এখন সেই মর্য্যাদা তোমাদের এই জঙ্গলের ভিতর সমাধিস্থ ক'রতে ব্যাকুল হ'য়েছে।

তয়বর খাঁর প্রবেশ

আসুন তয়বর খাঁ! এতক্ষণ ধ'রে একজন মনোমত সঙ্গীর বড়ই অভাব অনুভব ক'রছিলুম।

তয়। আমার আর আসতে হবে না সা'জাদা! আপনি এখনি এসব পরিত্যাগ ক'রে আমার অনুসরণ করুন!

কাম। রাজকুমারীকে না দেখে?

তয়। আর তাকে দেখবার অবকাশ থাকবে না।

কাম। খুব থাকবে। আপনি আমার কাছে থাকুন।

তয়। আমি মিছে কই নি সম্রাট পুত্র!

কাম। সম্রাট আলমগীরের একজন বীর সেনাপতি রহস্যের ছলেও মিথ্যা কইতে পারেন না—এটা আমার জানা আছে।

তয়। সম্রাটের অভিসন্ধি আমি বুঝতে পারছি না। তিনি এরাদৎ খাঁকে দু'হাজার ফৌজের সঙ্গে রূপনগরে পাঠিয়েছেন!

কাম। সে অভিসন্ধি আমি জানি। তবু আমি রূপনগর-ওয়ালীকে না দেখে যাবো না।

তয়। কিন্তু এটা জানি, এরাদৎ খাঁ এখানে আপনাকে দেখতে পেলেই বন্দী ক'রবে। সে সম্রাটের পরোয়ানা নিয়ে আসছে।

কাম। তবু আমি রূপনগর-ওয়ালীকে না দেখে যাবো না।

তয়। এই অসভ্যদের দেশে বন্দী হয়ে বাদসাহ-পুত্রের মহৎ সম্ভ্রম নষ্ট ক'রবেন?

কাম। নষ্ট হয় ত কি ক'রব তয়বর খাঁ!

তয়। আমি যখন এসে পড়েছি, তখন তা কি হ'তে দিতে পারি!

কাম। আমি যদি না যাই, আপনি কি ক'রতে পারেন তয়বর খাঁ?

তয়। আপনাকে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যেতে পারি।

কাম। আমি যুবা—আপনার মত বৃদ্ধের পক্ষে তা অসম্ভব।

তয়। ফুলের মত কোমল, নারীর মত দুর্ব্বল, তুষারের মত [illegible] সা'জাদা কাম্‌বক্‌স্‌কে তুলে নিয়ে যাবো—এমন কার্য্যে অশক্ত হবার বার্দ্ধক্য এখনও আমার আসে নি। আসুন। আমি সম্রাটের আদেশ লঙ্ঘন ক'রেও আপনাকে রক্ষা ক'রতে এসেছি। সে হুকুম অমান্য করার ফল সম্বন্ধে চিন্তা ক'রবারও অবকাশ পাই নি।

কাম। আপনি আমার চিন্তা ত্যাগ ক'রে এখনি চ'লে যান!

তয়। যাবেন না?

কাম। আমি রূপনগর-ওয়ালীকে না দেখে যাবো না। মায়ের এই

আদেশ তয়বর খাঁ। আমি দেখবো, সে মায়ের চেয়ে সুন্দরী কিনা। কেন না, পিতার অভিসন্ধি তাকে দিল্লীর হারেমে স্থান দিয়ে মায়ের গর্ব্ব খর্ব্ব ক'রবেন।

তয়। না সা'জাদা, উপযুক্ত সময়ে যখন এসেছি, তখন আমার আসা নিষ্ফল হ'তে দেবো না। আমি ধ'রে নিয়ে যাবো। তারপর আপনাকে নিরাপদ ক'রবার অন্য ব্যবস্থা ক'রবো।

কাম। (হাত প্রসারিত করিয়া) ধরুন।

তয়। (হস্ত ধরিয়া) চলুন। এরাদৎ খাঁ কোনও মতে এখানে যেন আপনাকে না দেখে! জোর ক'রবেন না, হাতে আপনার আঘাত লাগবে।

কাম। টানুন। ও শক্তির কার্য্য নয়—আরও—আরও শক্তি—দেহে যত শক্তি আছে—প্রয়োগ করুন! কার্পণ্য ক'রবেন না।

তয়বর কাম্‌বক্‌স্‌কে সবলে আকর্ষণ করিলেন ও তাহাকে স্থানচ্যুত করিতে অশক্ত হইয়া তাহার মুখপানে সবিস্ময়ে চাহিলেন এবং বলিলেন

"সা'জাদা কাম্‌বক্‌স্!"

কাম। আমি রূপনগর-ওয়ালীকে না দেখে কিছুতেই যাবো না। মায়ের এই হুকুম। আসুক এরাদৎ। আসুক তার দু'হাজার ফৌজ! আসুক তার সঙ্গে সঙ্গে পিতার ক্রোধের অসংখ্য নিদর্শন। (অবনত মস্তকে তয়বর খাঁ চলিলেন) আর যেতে যেতে শুনুন, এ বল আমার বল নয়—যে বল আপনার ন্যায় প্রভূত বলশালীকে অবহেলে পরাস্ত করে! এ বল এই কোমল-দেহে সেই মাতৃশক্তির প্রেরণা। যত প্রকার বিভীষিকা হ'তে পারে, আগে সে সমস্তের ছবি আমার চোখের উপর ধ'রে তবে না আমাকে রূপনগরে পাঠিয়েছেন। আরও শুনুন। (তয়বর চলিতে চলিতে মুখ না ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন) দেহের বলই বল নয়। মনের বলও বল নয়—কেন না অনেক উচ্চে উঠেও পক্ষপুট-নিরুদ্ধ বাজের মত কখন

কখন সে মাটীর উপর পড়ে যায়। একমাত্র বল সেই মাতৃশক্তির প্রেরণা। এ যাকে তুলে ধ'রেছে দেহের বল তাকে ফেলতে পারে না। এ যাকে চালিয়েছে, নিজের ইচ্ছাতেও সে তার গতি-শক্তি নিরুদ্ধ ক'রতে পারে না।

তয়বরের প্রস্থান

বিক্রম সিংহ ও সহচরীবেষ্টিতা রূপকুমারীর প্রবেশ

রূপকুমারীর অবনত মস্তকে অবস্থিতি

বিক্রম। সা'জাদা!

কাম। এসেছ বিক্রম সিংহ? (রূপকুমারীর দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ) ইনিই তোমার ভগিনী?

বিক্রম। হাঁ সা'জাদা!

কাম। সঙ্গে?

বিক্রম। সহচরী।

কাম। সহচরীরাই বাদসার হারেমে প্রবেশযোগ্যা সুন্দরী।

বিক্রম। ভগিনী যদি বাদসার হারেমে প্রবেশ করে—ওরাও সঙ্গে সঙ্গে সেখানে প্রবেশ ক'রবে সা'জাদা।

কাম। রামসিংহ?

বিক্রম। তাঁর কাছে গিয়েছিলুম। দেখলুম, তিনি এক ওমরাওয়ের সঙ্গে গোপনে কি কথা কইছেন! আপনার কথা তাঁকে ব'লেছি। তবে তাঁর ইচ্ছামত উত্তর দেবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারি নি।

কাম। বিক্রম সিংহ! এই বালিকাদের কিছুক্ষণের জন্য স্থানান্তরে যেতে আদেশ কর। কেন না, আমি এখন দু'একটা কথা কইব, যা তুমি ও রাজকুমারী ব্যতীত অন্যের শ্রোতব্য নয়।

সহচরীগণের প্রস্থান

ভগিনী!

বিক্রম সিংহ সবিস্ময়ে কাম্‌বক্‌সের মুখের দিকে
সহসা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন

তোমার ভাইয়ের সঙ্গেও কি মুখ তুলে কখন কথা কও নাই।

রূপকুমারী অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া মুখ তুলিল

হ্যাঁ বুঝেছি, মুখ তুলেছ। কিন্তু কখন কি তার সঙ্গে বাক্যালাপ কর নাই।

রূপ। কি জিজ্ঞাসা ক'রবেন করুন সা'জাদা—উত্তর দিচ্ছি।

কাম। সা'জাদা! তাতারীকে ভাই ব'লতেও কুণ্ঠিত হও নাকি রাজপুত-কুমারী?

রূপ। কুণ্ঠা? মুখে যে বাক্য আসছে না! এমন কোন ভাষা পাচ্ছি না, যা দিয়ে আমার এই তাতারী ভাইয়ের সম্বর্দ্ধনা করি।

বিক্রম। এত মহৎ আপনি! তাতারীর ছদ্মবেশে এত বড় দেবত্ব আপনি লুকিয়ে রেখেছেন!

কাম। বিক্রম সিংহ! শ্রেষ্ঠ রূপ দেখতে এসেছিলুম—ওই বানর অম্বরপতির কথায়। দেখলুম, বানরটা আমাকে মিথ্যা ব'লে নি, ভাই, আমার ভগিনীর রূপের তুলনা নাই।

রামসিংহের প্রবেশ

এস অম্বরপতি রামসিংহ! তোমাকে ছি! তুমি বাদসার হারেমে প্রবেশের একেবারে অযোগ্য এই কুমারীকে দেখাতে আমাকে এতদূরে নিয়ে এসেছ?

রাম। কই কই? (রূপকুমারীর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া) আহা হা—হা!—(রূপকুমারী মুখে আবরণ দিল)

কাম। এই মুখ—যে মুখে বাদশাহী বেগমের চির অশান্ত মলিন আকাঙ্ক্ষার লোক-ভুলানো মিথ্যা উল্লাসের আবরণ নেই!

রাম। আ-হা-হা-হা!

কাম। এই চোখ—যে চোখে বিভ্রান্ত-বিলাসের বিদ্যুদ্দীপ্তি নৃত্য করে না!

রাম। আ-হা-হা-হা!

কাম। তবু আ—হা—হা! মূর্খ রাজপুত এই মুহূর্ত্তে তুমি এ স্থান ত্যাগ কর!

রাম। তুমি কর সা'জাদা—নইলে—আ—হা—হা হা!

কাম। আমি ত্যাগ ক'রব? মূর্খ, চোর, নরাধম, পশু—নিজে এই পবিত্র কুমারীকে লাভ ক'রতে পার নি ব'লে তার উপর—তোমার এই স্বজাতীয়ের উপর প্রতিশোধ নিতে বিধর্ম্মীর হাতে তাকে নিক্ষেপ ক'রবার ষড়যন্ত্র ক'রেছ? সাবধান রাজপুত! ফের যদি লালসার দৃষ্টি এ দিকে নিক্ষেপ কর, তা হ'লে মুষ্ট্যাঘাতে তোমার মাথা চূর্ণ ক'রে দেব।

রাম। সাবধান সা'জাদা কাম্‌বক্‌স্! আপনার নিজের এখানে কি অবস্থা আপনি বুঝতে পারছেন না! আ-হা-হা-হা!

কাম। খুব বুঝেছি—এবং তোমাকে যথাসাধ্য বুঝিয়ে দিচ্ছি। ফের—চল—(ধাক্কা দিতে দিতে লইয়া চলিল)

রাম। আর আমার ধৈর্য্য থাকবে না সা'জাদা!

কাম। চল—চল।

রাম। আচ্ছা—চল।

উভয়ের প্রস্থান

দুই জনে নির্ব্বাক বিস্ময়ে কাম্‌বক্‌সের গমন পথের দিকে
কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল

বিক্রম। এ কি দেখলুম ভগ্নি!

রূপ। একটা স্বপ্নের খেলা দাদা! বিস্মৃতি থেকে তার উদ্ভব, চির-স্মৃতিতে তার বিলয়।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উদয়পুর—প্রাসাদ—মন্ত্রণাগার

রাজসিংহ ও দয়ালসা

*[দয়াল। আবার পত্র রাণা?

রাজ। বাদসার উপর ক্রোধে আত্মহারা হয়ে নীতি ভুলে যাবেন না। আপনি আমার পিতামহ রাণা কর্ণকেও পরামর্শ দিয়েছেন। ইস্তাহার নিয়ে কে এসেছিলেন জানেন?

দয়াল। না রাণা, আর জান্‌বার ইচ্ছাও করি নি।

রাজ। তিনি মোগল সম্রাটের সেনাপতি।

দয়াল। তয়বর খাঁ!

রাজ। তিনিই। সম্রাট নীতিজ্ঞ। যদি তিনি কোনও নিম্নপদস্থ ওমরাওয়ের হাতে এই ইস্তাহার পাঠাতেন, তা হ'লে রাজসিংহের আজ ভিন্ন মূর্তি দেখতেন।

দয়াল। আমারই ভুল হয়েছে রাণা! কি রকম পত্র লিখব?

রাজ। জিজিয়া-কর নিয়ে যাবার নিমন্ত্রণ পত্র। আর ঘোষণা পাঠান সমস্ত মেবারী মেবারে ফিরে আসুক!

দয়ালসার প্রস্থান

ঘোষণা মাত্র যে যেখানে মেবারী থাকবে ছুটে আসবে। রাণীও শুনলে না এসে থাকতে পারবে না। আসতে পারবে না কেবল মাত্র ভীমসিংহ— রাণার জ্যেষ্ঠপুত্র—ভবিষ্যতে রাণা হ'বার সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত শ্রেষ্ঠ

মেবারী। আমারই অপরাধে সে আসতে পারবে না। লোকে তাকে খুঁজবে। সে কথার আমি উত্তর দিতে পারব না।]*

দয়ালসার পুনঃ প্রবেশ

আবার ফিরলেন যে দেওয়ান?

দয়াল। রূপনগর থেকে এক ব্রাহ্মণ—আপনার সঙ্গে দেখা ক'রতে চান।

রাজ। চিত্তের এই বিষম চাঞ্চল্যের সময়?

দয়াল। বলেন—'একান্ত প্রয়োজন'। তিনি অন্য সকলের নিষেধ উপেক্ষা ক'রে একেবারে দ্বারদেশে। পরিচয়ে জান্‌লুম, তিনি আমাদের পুরোহিত ঠাকুরের জামাতা।

রাজ। নিয়ে আসুন।

দয়াল। (দ্বার-সমীপে যাইয়া) এস ব্রাহ্মণ!

দীপচাঁদের প্রবেশ

আমি আসি রাণা?

দীপ। আপনিই কি দেওয়ান দয়ালসা?

রাজ। উনিই।

দীপ। আপনাকেও থাকতে হবে।

দয়াল। বিষয়টা কি?

দীপ। বিষয় এই পত্র। (রাজসিংহের হস্তে পত্রদান)

রাজ। (মনে মনে পত্র পড়িয়া) দেওয়ান ব্রাহ্মণের বিশ্রামের ব্যবস্থা করুন।

দীপ। আগে পত্রের উত্তর দিয়ে নিশ্চিন্ত করুন রাণা!

রাজ। সহসা আমি এর উত্তর দিতে পারি না।

দীপ। চিন্তা ক'রবার এতে কি আছে?

রাজ। যথেষ্ট আছে।

দীপ। রাণার কি সাহস হচ্ছে না ?

রাজ। না।

দীপ। আপনিই রাণা রাজসিংহ ?

রাজ। ক্রুদ্ধ হবেন না ব্রাহ্মণ! দেওয়ানের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে অপরাহ্ণে আমি আপনাকে উত্তর দেব। আপনি দেখছি ক্লান্ত—বিশ্রাম গ্রহণ করুন।

দীপ। বিশ্রাম নেবার সময় কই!

রাজ। আপনি কি এই অবস্থাতেই আমাকে প্রস্তুত হ'তে বলেন ?

দীপ। আমি ত আপনাকে কিছু বলি নি রাণা! পত্র আপনাকে কি ব'লছে আমি ত শুনতে পাচ্ছি না।

রাজ। পত্র আমাকে যা ক'র্‌তে ব'ল্‌ছে, তা ক'রতে আমার সাহস হচ্ছে না।

দীপ। দেওয়ান! ইনিই কি মহারাণা রাজসিংহ ?

দয়াল। আপনার পত্র কি তা জানি না আপনাদের প্রশ্নোত্তর কি তাও বুঝতে পারছি না। আমি কি উত্তর দেবো!

রাজ। আপনিও পড়ুন! (দয়ালসার হস্তে পত্র দান) এ কি, কাঁদতে আরম্ভ ক'রলে কেন ঠাকুর ?

দীপ। আমার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এর পর কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো, তাই ভেবে ব্যাকুল হয়েছি। রূপনগরে বাস আমার উঠে গেল। শ্বশুরের আশ্রয়ে এসে থাকবো মনে ক'রেছিলুম—

রাজ। আমার কথা শুনে, তা ক'রতেও তোমার সাহস হচ্ছে না ?

দীপ। সাহস ? অতি হর্ষে এসেছিলুম। এখন অতি বিষাদ নিয়ে ফিরবো। আর রূপনগরে পৌছতে শক্তি থাকবে কিনা তাই ভাবছি।

উপবেশন

রাজ। উঠ ব্রাহ্মণ—তোমাদের রাজকুমারীকে আমি উদ্ধার ক'রে দেবো।

দীপ। রাণা! রাণা! এমন ক'রে ব্রাহ্মণকে উৎসাহিত ক'রেছেন যে আশীর্ব্বাদের যোগ্য ভাষা মুখ দিয়ে বার করতে পারছি না! মহারাণা। হিন্দুপতি! তুমি অমর হও।

রাজ। এ পত্র পড়ে সেটা হবার ইচ্ছা হচ্ছে বটে। কিন্তু তা হওয়া যায় কই! এখন থেকেই দেহে জরার অত্যাচার আরম্ভ হয়েছে। সেই জন্যই ব্রাহ্মণ রাজকুমারীর শেষ অনুরোধ রক্ষা ক'রতে আমার সাহস হচ্ছে না।

দীপ। মহান্ রাণা! মূর্খ ব্রাহ্মণ আমি। তার উপরে ভয়ে উদ্বেগে আমার মাথার ঠিক নেই। আমি মনে করেছিলুম, তাতারীর হাত থেকে রাজকুমারীকে উদ্ধার ক'রতে আপনার সাহস হচ্ছে না। তাই আপনার উপরে কটূক্তি প্রয়োগ ক'রেছি। আমি আপনার পুরোহিতের জামাতা। আমাকে স্নেহের পাত্র জেনে ক্ষমা করুন।

রাজ। মেবারের রাণার নাম যদি সার্থক রাখতে হয়, তা হ'লে রাজকুমারীর রক্ষা আমার জীবন-সঙ্কল্প। কিন্তু তাকে উদ্ধার ক'রে উৎকোচ-স্বরূপ এ বয়সে এক বালিকাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করা—আমি কিছুতেই মনুষ্যত্ব মনে করতে পারি না।

দয়াল। কেন পারবেন না? বীর্য্য-শুল্কে নারীগ্রহণ, এ ত একমাত্র ক্ষত্রিয়েরই কার্য্য রাণা! শিবের তুল্য স্বামী প্রার্থনা ক'রে রাজকুমারী উমানাথের পূজা করেছেন। কুমারী অবশ্যই জানেন, শিবের মত বর কোনও কালে তরল-মতি যুবা হয় না। মহাত্মা রাজসিংহেরই মত তাঁর বয়স। অসামান্য পুরুষকারই তাঁর যৌবন, সদা-প্রদীপ্ত ক্ষাত্র-তেজই তাঁর রূপ। নিশ্চিন্ত হও ব্রাহ্মণ! দেবদূতের মত অকস্মাৎ এখানে আবির্ভূত হয়ে তুমি আমাকে নিষ্কৃতি দিয়েছ। সংযুক্তার স্বয়ম্বরে দিল্লীপতি পৃথ্বি-

রাজের পর আজও পর্য্যন্ত আর কোনও ক্ষত্রিয় রাজা বীর্য্য-শুল্কে কন্যা গ্রহণ করেন নি। রাণা রাজসিংহ! মোগল-সম্রাটের হাত থেকে এই কন্যাকে ছিনিয়ে নিয়ে ক্ষত্রিয়ের সেই গৌরবময় প্রথাকে লোকের বিস্মৃতি থেকে উদ্ধার করুন।

রাজ। মোগল-সম্রাট যে হ'ল না দেওয়ান! লজ্জা হচ্ছে—আমাকে একটা ক্ষুদ্র বালকের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে হবে! সম্রাট এ কুমারীকে গ্রহণ করতে চাইলে, তার উদ্ধারে গৌরব অনুভব করতুম। সা'জাদা কাম্‌বক্‌স্—শুনেছি বালক।

কাম্‌বক্‌সের প্রবেশ

কাম। সে বালক আমি—আমি মহারাণা রাজসিংহ! আমি প্রতিদ্বন্দ্বী নই—প্রতিদ্বন্দ্বী আমার নিষ্ঠুর পিতা—মোগল-সম্রাট আওরঙ্গজেব।

রাজ। আপনি সা'জাদা কাম্‌বক্‌স্?

দীপ। ইনিই ত বটেন রাণা।

দয়াল। আপনাকে কে এখানে প্রবেশ করালে?

কাম। এ কবচ। এই দেখিয়ে, যাকে রাণার কথা জিজ্ঞাসা করলুম, সেই সসম্ভ্রমে আমাকে পথ দেখিয়ে দিলে। (রাজসিংহের হস্তে কবচ দান) আরাবল্লীর গিরিপথে—যিনি আমাকে এই কবচ দিয়েছেন—(অগ্রসর হইয়া) তাই ত রাণা, আপনারই মুখের মত ত তাঁর মুখ!

রাজ। দেওয়ান! সম্বর্দ্ধনা করুন, সম্বর্দ্ধনা করুন।

কাম। পরে—দিল্লী থেকে যদি আর কখন মেবারে ফিরে আসা আমার সম্ভব হয়—তখন। আগে সে কুমারীকে উদ্ধার করুন। আমার মায়ের অনুরোধ। ঘৃণিত জ্ঞানে বাদসা তাঁকে 'উদিপুরী' নাম দিয়েছিলেন। সেই নাম পবিত্র জ্ঞানে, তারই দোহাই দিয়ে যা আপনাকে

অনুরোধ করেছেন—কোনও মতে যেন কুমারী দিল্লীর অন্তঃপুরে প্রবেশ না করে।

প্রস্থানোদ্যত

রাজ। সা'জাদা বিনীত অনুরোধ—ক্ষণেকের জন্য বিশ্রাম।

কাম। না—না—না, যদি কখন ফিরতে পারি, তখন। আগ্রহ করবেন না—আমার বিনীত অনুরোধ—যেতে বাধা দেবেন না।

রাজ। আমার আত্মীয়—আপনার মাতাকে আমার সম্ভ্রম জানিয়ে বলবেন—মেবার পণ—আমি কুমারীকে দিল্লীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে দেব না।

কাম। সেলাম রাণা রাজসিংহ! সেলাম আপনার মেবার—এই মেবারের কৃপায় আমাকে তারা বন্দী করতে পারে নি।

অভিবাদন

রাজ। ক্ষণেকের অন্য অপেক্ষা। জয়সিংহ।

জয়সিংহের প্রবেশ

দ্বার রক্ষা ক'রেছিলে তুমি?

জয়। হাঁ পিতা।

রাজ। এ কবচ দেখেছ?

জয়। নতুবা উনি এখানে কেমন ক'রে প্রবেশ করলেন!

রাজ। জ্যেষ্ঠের কার্য্য সম্পূর্ণ কর! এই আগন্তুক যুবকের সঙ্গী হ'য়ে—কোথায় আপনাকে রেখে আস্‌তে হবে সা'জাদা?

কাম। না—না এর চেয়ে অনুগ্রহ আর আমি চাই না।

রাজ। শীঘ্র বলুন—আমি আর সময়ের অপব্যয় করতে পারবো না। দিল্লী?

কাম। সেখানে আপনার পুত্রকে পাঠা'তে আপনি সাহস করেন?

রাজ। যাও জয়সিংহ! সম্রাট-পুত্রকে দিল্লী পর্য্যন্ত রেখে এস।

জয়সিংহ ও কামবক্স্ প্রস্থানোদ্যত

দিল্লীর দ্বার পর্য্যন্ত—না—না—ওঁর মায়ের কাছ পর্য্যন্ত।

* দ্বিতীয় দৃশ্য *

এলাহাবাদ—দুর্গ—কক্ষ

আকবর ও মোসাহেবগণ

মদ্যপান করিতে করিতে

আক। তা হ'লে বাংলায় যাওয়া যাক্, কি বল?

১ম, মো। বাংলাতে যেতেই হবে।

২য়, মো। না গেলে আর চ'লছে না, সা'জাদা।

আক। তবে শুনেছি, দেশটা বড় জংলী।

১ম, মো। আর ভারি মোশা।

২য়, মো। সে গুলো রাতে বড় ভ্যান্ ভ্যান্ করে।

আক। কিন্তু ভাই আজিম বাংলার বড় সুখ্যাতি করে।

১ম, মো। যেহেতু মোশার আওয়াজ বাইজীর বাহোঁয়ার চেয়ে মিষ্টি।

আক। তবে লোকগুলো বড় চেঁচায়।

১ম, মো। এই মাটি ক'রেছে! তবে ত নেশা চটে যায়!

আক। কিন্তু জাতটা শুনেছি আগাগোড়াই কবি।

২য়, মো। তা হলে বাংলার মাটিতে রস আছে।

১ম, মো। শুনেছি, বাংলার তোপ্‌সে মাছটি পর্য্যন্ত কবি। থাকে

অগম জলে। কিন্তু যেমনি তাকে তু'ললে, অমনি সূর্য্যের দিকে চাইলে, হাঁ ক'রলে, আর চোখ বুজলে। তারপর ভেজে খাও—একখানি কাঁটা।

২য়, মো। ওঃ! কি কবিত্ব! চাটের রাজা।

আক। তামাসা নয়—সত্য সত্যই বাংলার মাটি বড় সরস।

১ম, মো। যে বীজটি পুঁতবে, অমনি দেখতে দেখতে সেটি গাছ হবে। বেড়াল পুঁতলে বাঘ হয়। ছেলে পুঁতলে জ্যাঠা হয়।

আক। আর বাতাস বড় ফুরফুরে।

১ম, মো। নেশা একবার ধ'রলে আর ছাড়তে চায় না।

আক। আবার একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার! নদী সেখান উজান বয়!

৩য়, মো। এটা আমাদের দেখতেই হবে! শুধু দেখতে হবে কেন—হাত পা ছেড়ে দিয়ে ভাসতে হবে।

২য়, মো। যেহেতু সা'জাদার বয়সটাতে কিছু উজান বহাবার প্রয়োজন হয়েছে।

১ম, মো। কেন না বাদসার মরণ প্রত্যাশা ক'রতে ক'রতে আমাদের সা'জাদা মৃতপ্রায়।

আক। যা ব'লেছ—বুড়োটা অসম্ভব বয়স নিয়ে এসেছে।

১ম, মো। ম'রতে চায় না।

২য়, মো। বাদসা হওয়া দেখতে দিলে না।

আক। যা ব'লেছ—মেজাজ আর ঠিক রাখা যায় না। রোজ সকালে ঘুম ভেঙ্গে উঠে মনে ক'রতুম, আজ হয় ত শুনবো বুড়োর অন্ততঃ একটা শিরঃপীড়া হয়েছে। উঠে দেখি উদিপুরী বেগমের বারাণ্ডায় পায়চারি ক'রছে।

১ম, মো। ওই বারাণ্ডাটা ভেঙ্গে না দিলে বুড়ো বাদসা ম'রবে না।

আক। এখন বাংলায় পৌঁছেই যদি শুনি বাদসা ম'রেছে?

১ম, মো। অমনি আমরা সকলে শোক-কবিতা লিখতে ব'সে যাব!

আক। তাতো যাবে—কিন্তু ময়ূর-সিংহাসন?

১ম, মো। কবিতা-স্রোতে ভাসিয়ে দেবো। কল্পনায় রাজা হওয়া খুব মজা—যদি বউ না রাগ করে।

২য়, মো। না সা'জাদা, বাংলায় যাওয়াটা আমাদের কারও পছন্দ হচ্ছে না।

১ম, মো। কিন্তু নদী সেখানে উজান বয়!

২য়, মো। তা ব'ক্—লোকগুলো বড় চেঁচায়। তাদের চীৎকারে বাদসার মরণ-কথা শুনতেই পাওয়া যাবে না।

আক। চুপ করলেও যে বিপদ। ভাই আজিম বলে—"তাদের চেঁচানো বরং ভালো। কিন্তু চুপ ক'রলেই গণ্ডগোল! যেই চুপ ক'রেছে, অমনি জানবে সব কবিতা লিখতে ব'সে গেছে।"

২য়, মো। তাতে বিপদটা কি সা'জাদা?

আক। সেই কবিতা শুনতে হবে। যদি বল সময় নেই—শুনবে না। যদি বল, অসুখ ক'রেছে, শুনবে না। ব'লবে—'দেহ থাকবে দু'দিন, কিন্তু কবিতা থাকবে অনন্ত কাল!'

২য়, মো। যদি বলা যায়, বাবা ম'রেছে?

১ম, মো। তা হ'লে আবার কবিতা লিখবে। লিখেই আবার শোনাতে আসবে।

আক। তাতে কি নিস্তার আছে?

২য়, মো। আবার কি সা'জাদা?

১ম, মো। এযে দেখছি, এলাহাবাদেই বিপদ উজান বয়ে আসছে।

আক। সেই কবিতা নিয়ে আবার দুটো দল হয়। একদল বলে "কি চমৎকার করুণ শোক!" আর এক দল বলে—"এ শোক রৌদ্র, বীভৎস, হাস্য!" এক দল বলে—"বাহবা!" আর এক দল বলে—"ছ্যা-ছ্যা!" শেষে ওই বাহবা আর ছ্যা-ছ্যা লড়াই বাধে।

২য়, মো। কি—খুনোখুনি?

আক। না—ওইটি কেবল বাদ। মারামারি, হাতাহাতি, লাঠালাঠি মায় খুনোখুনি—সব কবিতায়।

১ম, মো। সে কবিতাও আবার শুনতে হয়?

আক। আলবৎ—দম বন্ধ ক'রে।

২য়, মো। সা'জাদা! কোথাও লড়াই হচ্ছে কিনা খবর নিন্! সেইখানে যাওয়া যাক্। ও কবিতার রাজ্যে যেতে ভরসা হচ্ছে না।

আক। তা হ'লে বাংলায় যাবে না, কি বল?

২য়, মো। গেলেই গোঁফদাড়ী ঝরে' যাবে। সা'জাদা! আবার দিল্লীর দিকে মুখ করুন।

১ম, মো। কিন্তু নদী সেখানে উজান বয়—তবে দিল্লী পর্য্যন্ত বয় কিনা, সেটা বোঝা যাচ্ছে না!

আক। তাই ত! তা হ'লে কি করা যায়? বাদসার হুকুম, বাংলাতে যেতেই হবে। কিন্তু ওদিকে আজিম কবিতার ভয়ে কাবুল পালিয়েছে!

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ

১ম, মো। ঠিক সময়ে এসেছো সুন্দরীকুল! আমরা বাংলার নামে ব্যাকুল হয়েছি। শুনিয়ে দাও একটি শোক-সঙ্গীত—সেটী যেন বাংলা থেকে ভেসে আসছে। আর আমরা যেন তাই শুনতে শুনতে, যমুনার উজান স্রোতে দিল্লীতে ফিরে চলে'ছি! যমুনা ফুরুলো, ওই দেখ সম্মুখে গঙ্গা। একবার বজরা যদি গঙ্গায় পড়ে তা হ'লে আর দিল্লী খুঁজে পাব না।

নর্ত্তকীগণের গীত

চুপি চুপি বলি সখি শোন্ পেতে কাণ,
কোন দেশে আমি আজ করিব প্রয়াণ।

ভাষা-ভরা লতা সেথা, ফুলে ভরা গান,
নদী জলে ভেসে চলে মান অভিমান—
সাগরে মিলিতে যায়, যেতে যেতে ফিরে চায়—
কল্লোলে গীতি ভরে বহে সে উজান !
তোরা কে যাবি কে যাবি গো আমার সাথে ?
সে দেশ দেখিতে আমি চলেছি পথে।
হৃদয় আকাশ পটে—আঁকা সেই নদী-তটে—
আয় আয় বসে, করি গান।
ভেসে যাক্—মিশে যাক্—দান প্রতিদান ॥

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবা। হুজুর! উজীর সাহেব!

আক। উজীর সাহেব! উজীর সাহেব কি রে?

সকলে। চোপ্—চোপ্—উজীর সাহেব এখানে কি?

১ম, মো। সা'জাদা! যমুনা বুঝি উজান বয়!

আক। উজীর সাহেব কি? দেখতে ভুলেছিস্?

দৌবা। গোলাম দেখতে ভুল করে নি' হুজুরালি!

২য়, মো। বামে গঙ্গা—দক্ষিণে যমুনা; মাঝে সব সুন্দরী। গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে দুই দরিয়ার তরঙ্গের যুদ্ধের উপর ভেসে উঠেছিল কি মধুর গান। এমন সময় রসভঙ্গ! সেই কঠোর কটূক্তির ফোয়ারা—উজীর দিলীর খাঁ।

আক। সত্যসত্যই এ কেয়া তাজ্জব! যাও সুন্দরীকুল—তোমরা একটু স'রে যাও।

নর্ত্তকীগণের প্রস্থান

১ম, মো। সঙ্গীত বেশ ভেসে ভেসে আসছিল। মাঝদহে পড়ে বুঝি ডুবে গেল। সা'জাদা! রাগ ক'রে যমুনা বুঝি উজান বয়!

আক। যা—উজীর সাহেবকে এগিয়ে নিয়ে আয়।—ভাই সব হুঁসিয়ার! পেয়ালা সরাও।

২য়, মো। এই—পেয়ালা সব লে যাও।

ভৃত্যগণের প্রবেশ ও দ্রব্যাদি লইয়া প্রস্থান

দিলীর খাঁর প্রবেশ

সকলের সসম্ভ্রমে উত্থান

দিলীর। ছি সা'জাদা! ছি! তোমাকে এরূপ অবস্থায় দেখবো আমি প্রত্যাশা করি নি।

আক। আপনাকেও যে এখানে এমন সময় দেখবো এ আমি স্বপ্নেও প্রত্যাশা করি নি।

দিলীর। তা ঠিক। যে কার্য্য সামান্য সৈনিক দিয়ে নিষ্পন্ন হ'ত, সে কার্য্য আমি নিজে কর্‌তে এসেছি। কিন্তু যে আশায় এসেছিলুম, তোমাকে দেখে আমার সে আশা নির্ম্মূল হয়ে গেল সা'জাদা

১ম, মো। সা'জাদা কবিতা—কবিতা!

দিলীর। এই কতকগুলো অপদার্থের সঙ্গে মিশে, অল্পদিনের ভিতরে তোমার এত অধঃপতন হয়েছে, তা বুঝতে পারি নি।

১ম, মো। শুধু কবিতা নয়—আবার শোক-কবিতা! সা'জাদার পতনোপলক্ষে কবিতা! সময়—মধ্যরাত্রি। স্থান—গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম।

দিলীর। খবরদার কাসিম খাঁ!

১ম, মো। খবরদার কাসিম খাঁ! শোক-সঙ্গীত বটে, কিন্তু বাংলা থেকে ভেসে আসে নি। এ দিল্লী থেকে লাড্ডুর মত ঘোড়ায় চেপে এসেছে! খবরদার কাসিম খাঁ!

দিলীর। ফের যদি এরূপ মাত্‌লামী কর, তা হলে সত্য বলছি, তোমাকে আমি এই তলোয়ার দিয়ে চুপ করিয়ে দেব!

১ম, মো। তাই দিন উজীর সাহেব! আপনার কবিতার চেয়ে আপনার তলোয়ারের চোট অনেক মিষ্টি।

আক। চুপ কর কাসিম খাঁ!

১ম, মো। সা'জাদা ব'ললেন—তবে চুপ।

২য়, মো। আমরা চুপ হয়েই আছি।

সকলে। চুপে চুপে কাঁপছি।

আক। আপনাকে এখানে দেখে এতই বিস্মিত হয়েছি যে, আমার বাক্যস্ফুরণ হচ্ছিল না।

দিলীর। অনেক কথা ব'লব ব'লেই ত এসেছি। কিন্তু তোমাকে দেখে আমারও বাক্যস্ফুরণ হচ্ছে না।

১ম, মো। বাবা! অস্ফুরণেই এত কবিতা, স্ফুরণে তা হলে—না, না চুপ, কাসিম খাঁ চুপ।

দিলীর। সম্রাট আকবরের ন্যায় তোমাতে অনেক গুণগ্রাম ছিল দেখে আমি তোমাকে সম্রাট হবার উপযোগী শিক্ষা দিয়েছিলুম। তোমাকে ভালবেসে জামাতা ক'রেছিলুম।

আক। উজীর সাহেব! বড় অনিচ্ছায় আমি বাংলাতে যাচ্ছি। লাহোর, অযোধ্যা, কাশ্মীর, মালোয়া—দিল্লীর নিকটে এত দেশ থাকতে পিতা আমাকে বাংলায় পাঠাচ্ছেন। ভাই আজিম বাংলায় ছিল, তাকে তিনি কাছে নিয়ে এলেন। আমি কাছে ছিলুম, দূরে চ'ললুম, এত দূর যে, পিতার যদি—

দিলীর। বুঝেছি—আর ব'লতে হবে না। তোমার মেজাজের এখন ঠিক নেই।

আক। কারণ কিছু বুঝতে না পেরে মেজাজ এত খারাপ হয়ে গেছে যে—

১ম, মো। মেজাজ ঠিক রাখতে উজীর সাহেব; একটু একটু—

দোহাই উজীর সাহেব! শুনে আপনি কবিতা প্রয়োগ ক'রবেন না। বাংলায় গিয়েই কবিতা শুনতে হবে, সেই ভয়ে—একটু একটু

দিলীর। সা'জাদা! আর তোমাকে বাংলায় যেতে হবে না।

আক। হবে না?

১ম, মো। বস—এবারে আর করুণ নয়—রৌদ্র, বীভৎস হাস্য।

দিলীর। সম্রাটকে অনুরোধ ক'রে তোমাকে বাংলায় পাঠাবার হুকুম রদ করিয়েছি। তোমার পরিবর্তে সায়েস্তা খাঁ বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়েছেন। আমি তোমাকে ফেরাতে এসেছি। অবশ্য ফেরাবার বিশেষ কারণ না হ'লে আসতুম না।

আক। সেটা অবশ্য বুঝেছি উজীর সাহেব!

দিলীর। সা'জাদা আকবর! তোমার যোগ্যতা দেখা'বার সময় এসেছে।

আক। আমি মহাবীর দিলীর খাঁর শিষ্য। যোগ্যতা দেখা'বার প্রয়োজন হ'লে দেখাবো।

১ম, মো। আমরা মাতালও হ'তে পারি, আবার মক্কাও যেতে পারি। যখন মাতাল হবো, তখন মক্কায় যাবো না।

২য়, মো। আবার যখন মক্কা যাবো তখন মাতাল হবো না।

দিলীর। হতভাগ্যেরা যদি মাতলামী কর, তা হ'লে তোমাদের এখান থেকে সরিয়ে দেব। যদি ভালো হয়ে শুনতে চাও ত শোন, তোমাদের গৌরব দেখা'বার এই উপযুক্ত অবসর!

১ম, মো। উজীর সাহেব! মাফ করুন—এইবারে ঠিক শুনবো।

দিলীর। সম্রাট রাজপুতের সঙ্গে যুদ্ধের এক বিরাট আয়োজন ক'রেছেন।

আক। সমস্ত রাজপুত?

দিলীর। আপাততঃ মেবারী। কিন্তু অনুমান হচ্ছে, সমস্ত রাজপুত জাতির সঙ্গে এবারে যুদ্ধ বাধবে। সেই যুদ্ধে তুমি হবে সেনাপতি। সা আজিম কাবুল থেকে ফিরে আসছে। বোধ হয় সা আলমকেও দাক্ষিণাত্য থেকে দিল্লী আসতে হবে। যুদ্ধের এত বড় বিরাট আয়োজন বাদসা আর কখন করেন নি। সে বিরাট সৈন্যের সেনাপতিত্ব তোমাকে দিতে আমি বাদাসাকে স্বীকৃত করিয়েছি।

আক। আপনার এ অনুগ্রহ কদাচ বিস্মৃত হ'ব না, উজীর সাহেব।

দিলীর। এক অংশের সেনাপতি হবে আজিম। এক অংশের ভার সম্রাট নিজে গ্রহণ ক'রবেন। আমি এক অংশ নিয়ে তোমার সাহায্যের জন্য থাকবো। শুধু তাই নয়, বীরশ্রেষ্ঠ তয়বর খাঁকেও তোমার সঙ্গে দেব। এ অবস্থাতেও যদি পুরুষকার দেখাতে না পারো, তা হ'লে ভবিষ্যতে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আর কোনও আশা ক'র না।

আক। ঠিক দেখাবো—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তবে কি না রাজপুত জাতির সঙ্গে অনর্থক বিবাদে তাদের চিরশত্রু করা আমার কেমন ভাল লাগে না।

দিলীর। তোমার আমার অনিচ্ছার উপর এ যুদ্ধ নির্ভর ক'রছে না। এ যুদ্ধের প্রধান কারণ জিজিয়া-কর। যদি মেবারী ও রাঠোর একত্র হয়, তা হ'লে এ যুদ্ধটা সহজ ব্যাপার হবে না মনে রেখো।

আক। ভাই সব, বাংলাকে সেলাম ক'রে—এইখান থেকে দিল্লীর দিকে মুখ ফেরাও।

দিলীর। তোমরা সা'জাদাকে নিয়ে আগে যাও। কন্যাকে দিল্লী পাঠা'বার ব্যবস্থা ক'রে আমি তোমাদের অনুগমন করছি।

তৃতীয় দৃশ্য

দিল্লী—প্রাসাদ—উদিপুরী মহল

সোফায় উপবিষ্ট—উদিপুরী ও আওরঙ্গজেব

উদি। কি জাঁহাপনা, আপনার রূপকুমারী আজও যে এলো না!

আও। তুমি কি তার আসবার প্রত্যাশায় সজ্জিত হয়ে রয়েছ নাকি?

উদি। থাকবো না? মনে ক'রেছিলুম সে এলে এই ভাঙ্গা অট্টালিকা (সম্রাটকে দেখাইয়া) তাকে উপহার দিয়ে আমি বিশ্রাম নেব।

আও। ব্যস্ত হয়ো না প্রিয়তমে, সে আসছে। সংবাদ এসেছে, এরাদৎ তাকে নিয়ে রূপনগর পরিত্যাগ ক'রেছে। তাদের দিল্লী পৌছতে অন্ততঃ একমাস সময় লাগবে।

উদি। সে সংবাদ আমিও পেয়েছি!

আও। তুমি পেয়েছ!

উদি। কেন নাথ, পেতে দোষ কি? এ প্রেম-যুদ্ধে আমি ত আপনার প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী!

আও। তুমি! (হাস্য)

উদি। অবিশ্বাস ক'রবার কারণ? হিন্দুস্থানের রাজারা আপনার শাসনতলে মাথা অবনত ক'রে পড়ে আছে ব'লে আপনাকে মনে ক'রছেন অজেয়?

আও। মানুষ হয়ে যখন জন্মেছি, জরা মৃত্যুর উপর যখন আধিপত্য ক'রতে পারি নি, তখন অজেয় মনে ক'রব কেন?

উদি। জরা মৃত্যুর অধীন ক'রে ঈশ্বরই ত আপনাকে প্রেরণ ক'রেছেন! তা নয় সম্রাট আপনি স্ত্রীবুদ্ধির কাছে জেয়।

আও। তা নয় কাশ্মীরী বেগম!

উদি। আবার কাশ্মীরী?

আও। যখন বুঝবো, তুমি আমাকে যথার্থ-ই পরাভূত ক'রেছ, তখন উদিপুরী সম্বোধনে তোমাকে আবার আমি সেলাম ক'রবো।

উদি। তবে শুনুন সম্রাট! এই কাশ্মীরী আর উদিপুরী দুটো ভাব এ কয়দিন ধ'রে আমার ভিতরে বড়ই দ্বন্দ্ব ক'রছে। ঝগড়া ক'রছে তারা, কে আমাকে এইবারে সম্পূর্ণরূপে অধিকার ক'রবে। তবে এ প্রেম রণে জাঁহাপনাকে পরাভব ক'রতে উভয়েই একমত! কাশ্মীরী তার স্বভাবগত ঈর্ষাবশে আর একটা সুন্দরীকে জাঁহাপনার ভালবাসা দখল ক'রতে দিতে পারে না—জীবিত থাকতে পারেনা। আর উদিপুরী তার স্বভাবজাত করুণাবশে একটী অতি কোমল লতিকাকে এক জ্বালা-ময় কাঁটের আলিঙ্গনে অনর্থক অঙ্গার হ'তে দিতে পারে না।

আও! তা হ'লে সে এলে তাকে বিনাশ ক'রবে নাকি প্রিয়তমে!

উদি। যদি সে আসে—কাশ্মীরী ব'লছে—'যে কোন উপায়ে পারি, তাকে বিনাশ ক'রবো!' উদিপুরী ব'লছে—'দিবারাত্রি তার সখী হয়ে নিজ হৃদয়ের এই দীর্ঘযুগ-সঞ্চিত জ্বালার ইতিহাস কথায় তার নবজাগরিত জ্বালাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবো।

আও। 'যদি সে আসে' মানে কি?"

উদি। আর একটা আশ্চর্য্যের কথা জাঁহাপনা, কাশ্মীরী তাকে এখানে আনতে চায়, দেখতে চায়, কি রকম সে রূপনগরের রূপ। কিন্তু উদিপুরী বলে—'সত্য সত্যই এই নামে যদি আমার অহঙ্কার থাকে, আমি রূপনগরীকে কোনও মতে দিল্লীতে আসতে দেবো না'।

আও। কিন্তু সে আসছে।

উদি। কোথায় আসছে জাঁহাপনা?

আও। যেখানে ব'সে তুমি হিন্দুস্থানের বাদসাকে পাগলের প্রলাপ শোনাচ্ছ।

উদি। না জাঁহাপনা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সে এখানে আসছে না!

আও। তোমার প্রতি সেদিন আমার অকস্মাৎ শ্রদ্ধা হয়েছিল সে শ্রদ্ধাটা আজ দেখছি তুমি আর থাকতে দিলে না।

উদি। আপনার সমস্ত শক্তি তাকে এখানে আনতে পারবে না!

আও। তোমায় ক্ষিপ্তা মনে ক'রে এখনি তোমাকে বন্দিনী ক'রতে হবে!

উদি। আমি ক্ষিপ্তা হ'তে পারি, যেহেতু একান্ত বলহীনা নারী হয়ে হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী এক যথেচ্ছাচার রাজার সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা ক'রছি। কিন্তু আমি জাঁহাপনার মত জলাতঙ্ক রোগীর ন্যায় ক্ষিপ্ত নই। যে রোগী শুধু আতঙ্কের বশীভূত হয়ে সম্মুখে যাকে দেখতে পায়, তাকেই দংশন করে। শেষে যখন সে দংশন ক'রবার অন্য বস্তু না পায়, তখন নিজের দেহ দন্তে ক্ষত বিক্ষত করে। করে—এই বিষম জলাতঙ্ক থেকে নিস্তার পা'বার জন্য। কিন্তু এ রোগ এমনি একগুঁয়ে জাঁহাপনা, যে রোগীর দেহ যায়, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত আতঙ্ক যায় না।

আওরঙ্গজেব চমকিতবৎ উদিপুরীর মুখের পানে চাহিলেন

উদি। এ মুখের পানে এখন কি দেখছেন জাঁহাপনা! যদি নিদ্রা-বশে কখন এ মুখ দেখবার আপনার শক্তি থাকতো, তা হ'লে দেখতেন, রাত্রিকালে আপনার পদপ্রান্তে বর্ষণ ক'রবার জন্য সমস্ত দিন ধ'রে এই চক্ষু দু'টির ভিতরে আমি কত অশ্রু সঞ্চিত রাখি।

আও। তা হ'লে দেখছি উদিপুরী কাঁদবার কৌশলও জানে!

উদি। জানে বই কি। তবে এটা স্বার্থসুখের জন্য নয়, সম্রাটের জন্য। নিজের জন্য রোদন—উদিপুরী অনেক কাল ত্যাগ ক'রেছে। এ

প্রাসাদে প্রবেশ ক'রে, সে পূর্ব্বে নিজেকে সবার চেয়ে দুঃখী মনে ক'রত। কিন্তু প্রবেশ ক'রবার কিছুদিন পরেই বুঝতে পারলে যে, সম্রাট তার চেয়েও দুঃখী।

আও। তুমি কার সুমুখে এ কথা ব'লছ জানো?

উদি। উদিপুরীর কৃপাপাত্র, দুনিয়ার মালিক, প্রবল শক্তিধর—আওরঙ্গজেবের সম্মুখে।

আও। ওরে!

খোজা প্রহরীর প্রবেশ

রোহিলা খাঁকে তলব দে।

প্রহরী। তাকে যে প্রাতঃকালে ফৌজ নিয়ে কোথায় যেতে আদেশ ক'রেছেন জাঁহাপনা?

আও। ঠিক্! তা হ'লে কে মন্‌সবদার নিকটে আছে তলব দে।

প্রহরী। সেনাপতি তয়বর খাঁ জাঁহাপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে এসেছেন।

আও। নিয়ে আয়।

উদি। ক্ষণেক অপেক্ষা কর।

আও। না, ক্ষণেক ক'রবে না। এখনি যা।

প্রহরীর প্রস্থান

উদি। তা হ'লে দাসীকে একান্তই বন্দী ক'রবেন?

আও। আবার দাসী বলে সুর নরম কর কেন? এই না বল্‌লে তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী তোমাকে এখনি বন্দিনী ক'রে গোয়ালিয়র দুর্গে প্রেরণ ক'রব।

উদি। সম্মুখে যে রাত্রি জাঁহাপনা!

আও। চির-নিঃশঙ্ক আলমগীরের প্রতিদ্বন্দ্বী তুমি, সম্মুখে রাত্রি দেখে ভয় পাচ্ছ কেন?

উদি। রাত্রি আবার অমাবস্যা।

আও। কাশ্মীরী বাইকে গোয়ালিয়রে পাঠাবার এই উপযুক্ত সময়।

উদি। তারপর?

আও। তারপর—সেইখানেই তোমার জীবনের শেষ অভিনয়। অভিনয়ান্তে—সমাধি।

উদি। সে ত অনেকদিন পরে! কিন্তু আজ রাত্রিকালে যারা আপনাকে একাকী পেয়ে উল্লাস ক'রবে তাদের নিরস্ত কে ক'রবে জাঁহাপনা?

আও। (ভয়-চমকিতের ভাবে) কারা?

উদি। যে সব দেবদূত আপনাকে আত্মহত্যা করা জন্য এই রকম অমাবস্যার রাত্রিতে ঘুমন্ত আপনার হাতে ছোরা তুলে দেয়।

তহবর খাঁর প্রবেশ

আও। তহবর খাঁ! ক্ষণকালের জন্য বাহিরে অপেক্ষা কর।

তহ: প্রস্থান

উদি। আপনার সে বজ্রমুষ্টি থেকে অস্ত্র কে কেড়ে নেবে জাঁহাপনা? ঘুমন্ত শয্যা থেকে উঠে সে সকল দেবদূতের তাড়নায় যখন আপনি বারাণ্ডা থেকে ঝাঁপ খেয়ে পড়তে যান, তখন আপনাকে ধরে শয্যায় আবার কে শয়ান করাবে হতভাগ্য সম্রাট?

আও। একি সত্য—সত্য বলছ?

উদি। আপনার অবহেলা লাঞ্ছনা সয়ে আর কোন্ রমণী বিনিদ্র হয়ে সারারাত আপনার শয্যা-পার্শ্বে দাঁড়িয়ে থাকবে?

আও। একি সত্য—সত্য—সত্য ব'লছ প্রিয়তমে ?

উদি। আবার প্রিয়তমে কেন—তয়বর খাঁকে এইবারে ডাকো সম্রাট ! হতভাগ্য আওরঙ্গজেবের আত্মহত্যার কথা আমার কাণে যাতে না পৌছতে পারে, আমি এতদূরে চ'লে যাই ! তয়বর খাঁ ! (উঠিলেন)

তয়বর খাঁর পুনঃ প্রবেশ

আও। আরও ক্ষণেক অপেক্ষা কর। আমি না ডাকলে এসো না।

তয়। আমি বরাবর উদয়পুর থেকে আসছি। বড় ক্লান্ত। একটা কথা শোনাতে পারলে আমি বিশ্রাম নিতে পারি।

আও। শুনবো, শুনবো সেনাপতি ! ক্ষণেক অপেক্ষা—আমার অনুরোধ (হাতযোড় করিলেন)।

সসম্ভ্রমে তয়বরের প্রস্থান

এ ত বড় বিস্ময়কর কথা ! আমি ত এর কিছুই জানি না।

উদি। স্বপ্ন-কথা কিছুই কি আপনার মনে থাকে না ? (বসিলেন)

আও। এক একদিন মনে হয়, রাত্রিতে একটা ভয়াবহ স্বপ্ন দেখেছি ! কিন্তু কি দেখেছি, তা আমার মনে হয় না।

উদি। তবে এখনও আপনার পুণ্য আছে। তাই সে স্বপ্ন-স্মৃতি জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে মুছে যায়। সূক্ষ্ম জলের রেখার মত তার যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, তারই আতঙ্কে আপনি কি ক'রবেন কিছু ঠিক ক'রতে না পেরে, সমস্ত ভিন্ন-ধর্ম্মীদের উপর অত্যাচার করেন। মনে করেন— তারা কাফের। তাদের উৎপীড়ন ক'রতে পারলেই—আপনি এই আতঙ্কের হাত থেকে নিস্তার পাবেন।

আওরঙ্গজেব দুই হস্ত দিয়া মুখ আবৃত করিলেন

উদি। কি সম্রাট ! আপনি অজ্ঞেয় ?

আও। তোমার এ আরব্য উপন্যাসের কথা বিশ্বাস ক'রতে পারি না।

উদি। বিশ্বাস ক'রবার প্রয়োজন নেই।

আও। সাক্ষী কে?

উদি। একা জেগে থাকি, সাক্ষী কোথায় পাবো সম্রাট?

আও। তুমি একা জেগে থাক, আর আমার এতগুলো দেহরক্ষী—সব পড়ে' ঘুমোয়?

উদি। তাদের কোনও অপরাধ নেই। সে সময় সে ঘরে ঘুমের প্রচণ্ড আক্রমণ কেউ রোধ ক'রতে পারে না জাঁহাপনা।

আও। (ব্যঙ্গের স্বরে) কেউ পারে না, পারো কেবল তুমি!

উদি। আমিও কি সহজে পারি! রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রম ক'রবার জন্য প্রাণপণে ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধ করি। যখন তাকে পরাস্ত করতে একান্ত অপারক হই, তখন স্মরণ করি এই উদিপুরী নাম। বৃদ্ধ রাজা শ্যামসিংহের কাছে এই উদয়পুরের ইতিহাস শুনেছি। শুনেছি—যাকে আপনি আদর্শ করে তারই অনুকরণে খেয়ালের বশে রাজ্য শাসন ক'রেছেন—শুনেছি সেই দুরাত্মা আলাউদ্দিনের চিতোরের উপর অত্যাচার। যখন কিছুতেই ঘুমের হাত থেকে নিস্তার পাবার উপায় না পাই, তখন নিজ নামের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব অত্যাচারিতাদের চির-জ্বলন্ত চিতানলকে সেলাম করি। সম্রাট! অমনি দেখতে দেখতে কোথা হ'তে এক প্রচণ্ড বহ্নিশিখা এসে আমাদের ঘুম পুড়িয়ে দেয়।

আও। ওরে!

প্রহরীর পুনঃ প্রবেশ

একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রব। সত্য উত্তর দিবি—নির্ভয়। প্রহরার কাজ ক'রতে ক'রতে কখনও কোনও দিন ঘুমিয়ে পড়েছিস্?

উদি। জাঁহাপনা অভয় দিয়েছেন—বল।

প্রহরী। পড়ি জাঁহাপনা! প্রাণপণে ঘুমের সঙ্গে লড়াই করি—

পারি না। বিশেষতঃ এই অমাবস্যার রাত্রি। দেখে ভয় হচ্ছে জাঁহাপনা। দাঁড়িয়ে থেকে নিস্তার নেই—পায়চারী করেও নিস্তার নেই।

আও। যখন ঘুম ভেঙ্গে যায়, তখন কি দেখিস্?

প্রহরী। দেখি, বেগম সাহেব আপনার শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

আও। আর আমি?

প্রহরী। কখন হাসছেন, কখন কাঁদছেন।

আও। তয়বর খাঁকে ডেকে দে!

প্রহরীর প্রস্থান

প্রিয়তমে!

উদি। নাথ!

আও। এ কথা আমাকে আগে বল নি কেন?

উদি। আমার কথাকে কি অবিশ্বাস হচ্ছে?

আও। এক বর্ণও না। অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় আমি দেবদূতের আরক্তিম চক্ষু দেখতে পাই। কিন্তু তাদের ক্রোধ দেখে আমি হাসি। তারা লজ্জিত হ'য়ে চ'লে যায়।

উদি। এখনও আপনার পুণ্য আছে।

আও। পুণ্য ত আছেই এবং চিরদিন থাক্‌বে! আমার সাহসও আছে এবং চিরদিনই থাক্‌বে। সে সাহস দেবতারও দুষ্প্রাপ্য। সে সাহসের মালিক দুনিয়ায় একমাত্র আমি। তুমি সেই আমাকে আতঙ্কগ্রস্ত ব'ল্‌লে তাইতেই তোমার উপর আমার ক্রোধ হ'ল।

উদি। সেটা সত্য। পৃথিবীতে এমন কোন প্রবল জীব নেই, যে জাগ্রত আপনাকে ভয় দেখাতে পারে। কিন্তু এমন কোন দুর্ব্বল জীবও নেই যে নিদ্রিত আপনাকে ভয় দেখাতে না পারে। এক একদিন এক একটা মশার গানেও শিউরে উঠেন জাঁহাপনা!

আও। এ কথা আগে বল নি কেন?

উদি। এখনই ব'লে কি ভালো ক'র্লুম প্রভু! বারংবার বন্দিনী ক'রবো ব'লে ভয় দেখাচ্ছেন! সেই জন্য ক্রোধে আমিও এ কথা ব'লে ফেলেছি। কিন্তু এখন দেখছি, বলে ভালো করি নি।

আও। কেন প্রিয়তমে?

উদি। আমার ভয় হচ্চে, পাছে কোনও দিন সহসা আপনার স্বপ্ন-স্মৃতি জেগে ওঠে। উঠলেই আপনার জাগ্রত চৈতন্যকেও তারা আক্রমণ ক'রবে। তখন কোনও দিন হয় ত আপনার আত্মহত্যার প্রবৃত্তি জেগে উঠবে। (আওরঙ্গজেব দাঁড়াইয়া প্রথম দৃষ্টিতে উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন) জাঁহাপনা! নাথ! বিশ্ববিজয়ী সম্রাট আলমগীর।

আও। (মস্তক অবনত করিয়া) হুঁ! কি ব'লছিলে প্রিয়তমে?

উদি। (নতজানু) নাথ! পুণ্য থাকতে থাকতে এখনও ফিরে আসুন। দোহাই—বাঁদীর অনুরোধ।

আও। (বসিয়া) পুণ্য চিরদিনই ত আছে—চির দিনই থাকবে।

উদি। আর থাকে না! মহাত্মা আলমগীর্ জীবনে যা কখন করেন নি, আজ তাই ক'রতে অগ্রসর হয়েছেন! নারীর উপর অত্যাচার—এতে দেবতারও পুণ্যক্ষয় হয়।

আও। ধর্ম্ম—ধর্ম্ম—ইস্লাম ধর্ম্মের গৌরব রক্ষার জন্য আমি সব ক'রতে পারি।

উদি। পারেন না—পারেন না জাঁহাপনা! পারেন না, কারণ আমি জানতে পেরেছি। সুতরাং আর আপনাকে অসৎ কার্য্য ক'রতে দেবো না। বাধা দিতে এখন আমি নিজেই আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী।

প্রহরীর প্রবেশ

আও। ওরে উল্লুক! তয়বর খাঁ—তয়বর খাঁ!

প্রহরী। জাঁহাপনা। তিনি সোফায় এমন ঘুমিয়ে পড়েছেন, যে, বান্দা কোন মতেই তাঁকে তুলতে পারছে না।

আওরঙ্গজেব তীব্র দৃষ্টিতে উর্দ্ধ দিকে চাহিয়া রহিলেন

উদি। এই বান্দা, চলে যা।

প্রহরীর প্রস্থান

জাঁহাপনা!

আও। (দাঁড়াইয়া—অপ্রকৃতিস্থ ভাবে) আবার!

উদি। নাথ!

আও। (তরবারিতে হস্ত দিয়া) হুঁসিয়ার।

উদি। (দুই হাতে ধরিয়া) বিশ্ববিজয়ী সম্রাট আলমগীর্!

আও। (মুখ নত করিয়া) হুঁ! (শান্তভাবে) তয়বর এলো না

তয়বর খাঁর প্রবেশ

তয়। এসেছি জাঁহাপনা। অতি ক্লান্তির জন্য নিদ্রার বেগ রোধ ক'রতে পারি নি।

আও। (সংযতভাবে) কি ব'লতে এসেছিলে?

তয়। ইস্তাহার জারি ক'রেছি।

আও। (বসিয়া) তারা জেনেছে?

তয়। সকলে—রাণা পর্য্যন্ত।

আও। জেনে—তারা তোমার কি রকম খাতির ক'রলে?

তয়। যেরূপ খাতির আপনার মহান্ পিতা একবার মেবারে গিয়ে লাভ ক'রেছিলেন। আমাকে সাজাহান-মহলেই তারা স্থান দিয়েছিল। রাণা স্বয়ং দেখা দিয়ে আমাকে আপ্যায়িত ক'রেছেন।

আও। তা হ'লে তারা ভয় পেয়েছে?

উদি। কিছু না—মেবারী ভয় কাকে বলে, জানে না।

তয়। এ কথা সত্য।

আও। তা হ'লে—তোমাকে বে-অকুফ্ মনে করে তারা তামাসা ক'রেছে।

তয়। তা হতে পারে জাঁহাপনা।

উদি। বে-অকুফ্ মনে ক'রে এমন গৌরবকর তামাসা! না সম্রাট, এটা মেবারীর মহত্ত্ব।

আও। উত্তম। তয়বর খাঁ! তুমি কি রাত্রির মত বিশ্রাম নিতে ইচ্ছা কর?

তয়। আর কি কোন আদেশ আছে জাঁহাপনা?

আও। তিন দিন, দিবারাত্রির যুদ্ধের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে, আধ ঘণ্টা সময়ের জন্য অশ্বপৃষ্ঠে বিশ্রাম, মোগল সেনাপতি কখন কখন যথেষ্ট মনে করে।

উদি। কিছু ব'লবার থাকে, বলুন সম্রাট। তয়বর খাঁও একজন মোগল সেনাপতি।

আও। সেনাপতি!

তয়। আদেশ করুন জাঁহাপনা!

আও। (উদীপুরীর মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া) দু'হাজার মাত্র ফৌজ নিয়ে এরাদাৎ রূপকুমারীকে আনতে গেছে—

তয়। একজন ভূমিয়ানন্দিনীর পক্ষে ওই ফৌজই যথেষ্ট জাঁহাপনা। যোধপুরী, জয়পুরী বেগম আনতে ওর বেশি ফৌজ কখন দিল্লী থেকে রওনা হয় নি।

আও। তা সত্য। কিন্তু আমার ইচ্ছা, আরও তিন হাজার সৈন্য তুমি রূপনগর অভিমুখে প্রেরণ কর। একজন বুদ্ধিমান্ মন্‌সব্‌দারের সঙ্গে।

তয়। পাঠা'তে চ'ললুম।

উদি। আর লাহোরী খাঁ, পাঁচ হাজার ফৌজ নিয়ে মরুদেশের

রাণীকে আগিয়ে আনতে গেছে। তারা তাকে আনতে পারবে না, সুতরাং আরও পাঁচ হাজার তার সাহায্যার্থে প্রেরণ কর।

আও। (অগ্রসর হইয়া) এ কথা তোমাকে কে ব'ললে?

উদি। তয়বর খাঁ!

তয়বর খাঁর প্রস্থান

নাম ক'রলে, আপনি তাকে কি শাস্তি দেবেন?

আও। নিশ্চয়! আর তোমারই সুমুখে দেব।

উদি। আপনি নিজে।

আও। (বসিয়া) য়্যাঁ? ওই নিদ্রাবস্থায়!

উদি। হাঁ জাঁহাপনা!

আও। এইবারে তোমাকে অবিশ্বাস হ'ল। আর আমাকে এতক্ষণ প্রতারিত ক'রেছ ব'লে তোমাকে হেয় জ্ঞান হ'ল।

উদি। অবিশ্বাস ক'রবার কিছুই নেই। আপনার মনের কথা আজও পর্য্যন্ত যা মানুষের কর্ণে ওঠে নি, তা আমি জানি।

আও। একটা বল।

উদি। আপনি রূপকুমারীকে যে বিবাহ করতে ইচ্ছা ক'রেছিলেন, এ ত কেউ জানাতো না।

আও। না।

উদি। আপনি কাম্‌বকস্‌কে বিজাপুরের সুবেদারী দেবেন, এটা কেউ জানে?

আও। বিচিত্র!

উদি। আর একটা কথা ব'লব সম্রাট?

আও। বল, কিন্তু শুন্‌তে।

উদি। জাগ্রত অবস্থায় আলমগীরের ভয়!

আও। (দৃঢ়ভাবে) বল, আমি আলমগীর্।

উদি। আকবরকে সম্রাট ক'রতে চান, এটা কেউ জানে?

আও। (সাশ্চর্য্যে উদিপুরীর হাত ধরিলেন) তুমি কে?

উদি। আমি আপনার বাঁদী। কিন্তু আপনি কে? আমি দেখছি, আপনার ভিতর দু'টো মানুষ আছে। একটা নকল আলমগীর্, একটা আসল। নকলটা যখন ঘুমায়, তখন আসলটা জেগে ওঠে। আবার নকলটা যখন জাগে তখন আসলটা গভীর নিদ্রায় ডুবে যায়। বাইরে তার অস্তিত্বের কিছু চিহ্ন থাকে না।

আও। না! তা কেন—তা হ'লে—নকলটাকে তোমার সুমুখে শেষ করি না কেন?

অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যার চেষ্টা

উদি। (অস্ত্র ধরিয়া) জাঁহাপনা! এইবার দেখছি, দেবদূত আপনার জাগ্রত চৈতন্যকে আক্রমণ ক'রলে!

আও। (শয়ন করিয়া) যাও, আমার মরা হয়েছে। তুমি আমার জীবিতেশ্বরী।

চতুর্থ দৃশ্য

আরাবল্লী

সুজাতা ও গরীব দাস

সুজাতা। চিনে নিয়েছ?

গরীব। নিয়েছি!

সুজাতা। ভালো ক'রে?

গরীব। পাঁচবার যাতায়াত ক'রেছি। কি সুগম, কিন্তু কি লুকানো পথ!

সুজাতা। এখনও বল, যদি কোনও স্থানে ভুল হয় সর্দ্দারকে ডেকে দিই।

গরীব। আবার ভুল। শেষবারে চোখ বুজে চলাচল ক'রেছি।

সুজাতা। রাণীকে ধন্যবাদ দাও।

গরীব। ধন্যবাদ কেন সুজাতা, রাণীর উদ্দেশে আমি এই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম ক'রছি।

সুজাতা। ও ত আমাকে প্রণাম করলে!

গরীব। তোমাকেও—তোমাকেও সুজাতা! তোমাকে আমি—

সুজাতা। (হস্ত ধরিয়া) থাক্ বাড়াবাড়ি ক'র না। আমার কান্না পাচ্ছে।

গরীব। আমারও কান্না পাচ্ছে। কি মহিমময়ী রাণী!

সুজাতা। থামো। আমার সুমুখে তাঁর সুখ্যাতি ক'র না। আমি তা হ'লে ডুক্‌রে কেঁদে উঠবো। তা হ'লে ভীল গুলো এখনি 'ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া' ক'রে ছুটে আস্‌বে। কি হয়েছে আমি ব'লতে পারবো না। তারা হয় ত মনে ক'রবে তুমি আমাকে মেরেছ। ভীমসিংহকে দেখেছ?

গরীব। দেখেছি, পাহাড়ের অন্তরাল থেকে এক মুসলমান ওমরাওকে উদয়পুরের পথ, দেখিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু সম্মুখে উপস্থিত হয়ে দেখা ক'রতে পারলুম না!

সুজাতা। যাক্ কান্না থেমে গেল—হাসি এলো।

গরীব। সুজাতা! ক্ষত্রিয়ত্বের অভিমানে বড়ই গর্হিত কার্য্য ক'রেছি!

সুজাতা। কিছু গর্হিত কর নি! ঠিক ক'রেছ। দেবতা সেই সময়ে অলক্ষ্যে তোমাকে আদেশ ক'রেছিল! মায়ের মহিমা দেখতে বুঝি তাদের বড় ইচ্ছা হয়েছিল! তুমি ভীমসিংহের জীবন রক্ষা ক'রলে মা আজ এত গর্ব্বভরে পথে বিচরণ ক'রতে পারতেন না। সে গর্ব্বের

সম্মুখে রাণার মস্তকও নত হয়েছে। রাণা বুঝেছেন, তিনি যেখানে, মেবারের রাজধানী সেখানে নাই। রাজধানী এখন রাণীর চরণরেণুর সঙ্গে সঙ্গে অনুগত ভৃত্যের মত বিচরণ ক'রছে।

গরীব। তোমার কথায় আশ্বস্ত হলুম প্রিয়তমে!

সুজাতা। আর তোমার কথায় আবার আমার চক্ষু সফল হ'ল প্রিয়তম! তুমি ভীমসিংহের প্রাণরক্ষা ক'রলে, মেবারীর অগোচর এই রন্ধ্রপথ চিরকালের চেষ্টাতেও জানতে পারতে না।

গরীব। ঠিক ব'লেছ।

সুজাতা। যদি রাজার কখন কোপ দৃষ্টিতে পড়ে, তাই ভীলেরা আত্মরক্ষার জন্য পথের সন্ধান আজও পর্য্যন্ত কোন রাণাকে ব'লে দেয় দি। মেবারী পুরুষের মধ্যে একমাত্র তুমিই কেবল এই পথের সঙ্গে পরিচিত হয়ছো। শুধু রাণীর কৃপায়। রাণী পুত্রকে পর্য্যন্ত এ পথের কথা ব'লে দিলে না।

গরীব। আবার উদ্দেশে সে করুণাময়ীকে আমি প্রণাম করি।

সুজাতা। কিন্তু করুণাময়ী এলো—চ'লে গেল। তোমার মুখ দর্শন ক'রলেন না।

গরীব। কোথায় তিনি বল, আমি এখনি গিয়ে তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ি।

সুজাতা। তবে রাণীর ক্রোধ—দেবতার ক্রোধ—বরের তুল্য। রাণী আমাকে ব'ললেন, "শোন্ সুজাতা—শোন্ মা, আমি আশীর্ব্বাদ করি এই সঙ্কীর্ণ গিরিপথ যেন একদিন তোর স্বামীর প্রশস্ত গৌরব-পথের সঙ্গে মিলিত হয়!"

গরীব। কোথায় তিনি বল সুজাতা।

সুজাতা। না, ব'লব না। যেদিন গর্ব্বোজ্জ্বল মুখ নিয়ে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হতে পারবে, সেইদিন—সেইদিন। আজ একটু কাঁদি

মূর্খ নাথ। তোমার সঙ্গ নিতে মায়ের সঙ্গ হারিয়ে ফেল্লুম। সুতরাং ঘরে চল—শোক, দুঃখ, আনন্দ, অবসাদ, এমন কি মায়ের উপর বিকট রাগ আর তোমার উপর প্রকট ভালবাসা—সব একসঙ্গে পরামর্শ ক'রে আমার এই কঠোর কণ্ঠ আশ্রয় ক'রেছে। সুতরাং নিরুপায়ে—

গীত

কি যে করিব, কি যে বলিব, কি যে গাহিব গান।
কি যে শুনিব, কি যে শুনা'ব কি যে করিব দান॥
এসো না এসো না—যাও যাও প্রিয়, যেয়ো না যেয়ো না এসো।
দাঁড়িয়ে থাক হে, যত পার দূরে—না না কাছে এসে বসো॥
একি ভালবাসা আকুল পিয়াসা—
অথবা দারুণ অভিমান।
বুঝিতে না পারি আজি এ রজনী
আঁখি জলে করি অবসান।

পঞ্চম দৃশ্য

আরাবল্লী

ভীমসিংহ ও ভীল সরদার

ভী, স। যা ক'রতে ব'লবি রাজা, তাই ক'রবো।

ভীম। আজকের দিনমানটাও চুপ ক'রে থাক্। আজও দেখি রাণা আসেন কি না। আজ যদি দিনমানের ভিতর তাঁকে আসতে না দেখি, তা হ'লে রাত্রিতেই আক্রমণ ক'রবো।

ভী, স। ঘাট পার হ'লে বড় মুস্কিল হবে রাজা!

ভীম। ঘাট পেরুতে দেব না। তুই নিশ্চিন্ত থাক্। আজ দিন-মানের মত অপেক্ষা। এর পর আর বাবার আসার অপেক্ষা ক'রব না। তুই একবার কেবল আমার মাকে খবর দে।

ভীল সরদারের প্রস্থান

হায় মেবার! তুমি আর আমাকে আকর্ষণ ক'র না! তোমার প্রান্তরের শ্যামলতার আবরণে, অসংখ্য বীরত্ব কাহিনী শুভ্রোজ্জ্বল তারকা-খণ্ডের মত জড়িয়ে রয়েছে। তার এক একটা থেকে থেকে প্রদীপ্ত হয়ে আমাকে তোমার কোলে ফিরে যাবার লোভ দেখাচ্ছে। ওই দেবী পদ্মিনীর চির প্রহসিত কীর্তি-নিকেতন, ওই রক্তাক্ত-কলেবর বালক বাদলের রণরঙ্গের নৃত্যভূমি, ওই মহাত্মা প্রতাপের দেবাশ্ব চৈতকের সমাধি। ওই-ওই-ওই—অসংখ্য—সৌন্দর্য্যের স্তরে স্তরে আচ্ছাদিত মেবারীর কীর্তিকাহিনী।]* মেবার—ওই সমস্ত দেবত্বের মহত্ত্ব নিয়ে তুমি আমার হৃদয়সিংহাসন অধিকার কর! আমি ত আর তোমার কোলে ব'সতে পাবো না। মেবারীকে ঘরে ফেরবার ডাক পড়েছে। যে যেখানে মেবারী সেই আহ্বান শুনবে, অমনি সে তোমার কোলে ফিরে আসবে। সুজাতা শুনেছে—চ'লে গেছে। মা শুনেছে—আর আমার কাছে থাকতে পারছে না। কেবল আমি—কেবল আমি—আমার নূতন মা, সেও বোধ হয় তোমার কোলে আশ্রয় পাবে। পাবো না কেবল আমি।

বীরাবাইয়ের প্রবেশ

বীরা। বোধ হয় কেন ভীমসিংহ! তোমার নূতন মাও নিশ্চয় মেবারের কোলে আশ্রয় পাবে। পাবে না কেবল তুমি। তোমার পিতার মহত্ত্বের উপর সন্দেহ ক'রেই তোমার এই দুর্দ্দশা। তোমার এ দুর্দ্দশায় দুঃখ প্রকাশ ক'রতেও আমার অধিকার নেই।

ভীম। কই মা, পিতার আসবার আজও ত কোনও নিদর্শন দেখতে পাচ্ছি না।

বীরা। কি ক'রতে চাও?

ভীম। আর ত আমি অপেক্ষা ক'রতে পারি না। সরদার ব'ললে—আজ যদি আক্রমণ করা না হয়, তা হ'লে মায়ের উদ্ধার কঠিন হ'বে।

বীরা। আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা ক'রলে, আমি ঠিক উত্তর দিতে পারবো না। তোমার পিতা যদি তাকে আশ্রয় না দেন, তা হ'লে তোমার উদ্ধারের মূল্য কি? ভীমসিংহ! আমি এইবারে ফিরে যাই। সমস্ত মেবারীর উপর ডাক পড়েছে। পথে আসতে আসতে দেখ্‌লুম, দলে দলে মেবারী ঘরে ফিরে চ'লেছে। আমারও ফেরবার এই শুভ সুযোগ। এ আহ্বানে রাজা থেকে আরম্ভ ক'রে পর্ণকুটীরবাসী প্রজা পর্য্যন্ত সকলের এক নাম—মেবারী। সকলেই সমান—মেবারী। সকলেরই, যে যার অবস্থা ও শক্তি অনুযায়ী কর্ত্তব্য আছে। সুতরাং আর আমি থাকতে পারি না। থাকলে—আর কোনও কালে মেবারে প্রবেশ ক'রতে পারব না।

ভীম। আর কিছু ব'লবার নেই মা, তুমি যাও। (প্রণাম)

বীরা। (চক্ষে অশ্রুদান) ইচ্ছা ছিল বৎস, তোমার একটা গৌরব কাহিনী অঞ্চলে বেঁধে পুংদ্বারে প্রবেশ ক'রব।

ভীম। তা যদি বল মা তা হ'লে এখনি আমি মোগল সৈন্যকে আক্রমণ ক'রব। পিতারও অপেক্ষা ক'রব না। তোমারও নিষেধ মা'নব না!

দূরে বারংবার তোপধ্বনি

বীরা। নিদর্শন ওই! ওই দূরের পাহাড় গম্ভীর হুঙ্কারে রাণার আগমন বার্ত্তা শুনিয়ে দিলে।

ভীম। ঠিক্ ঠিক্। ওই আরাবল্লীর ধূসর শিরে রক্তপতাকা!

ভীল সরদারের প্রবেশ

ভী, স। এ রাজা! বড় রাজা যে আইছেরে!

ভীম। মা মেবার-রাণী! এইবারে আমি তোমার পথে-পরিত্যক্ত সন্তান!

বীরা। করুণা আকর্ষণ ক'র না ভীমসিংহ!

ভীম। যা'বার সময় একটা উপদেশ দিয়ে যাও।

বীরা। আপনাকে সর্ব্বদাই একা মনে ক'রবে। নিজেই নিজের সহচর, নিজেই নিজের সেবক, নিজেই নিজের প্রভু। তখন দেখবে—এক সহচর তোমার সঙ্গী হয়েছে—এক প্রভু সেবক হয়েছে—এক সেবক তোমার প্রভুত্ব নিয়ে তোমার ভার গ্রহণ ক'রেছে। তখন যেখানে ব'সবে সেই স্থানই হ'বে তোমার সিংহাসন; যেখানে বিচরণ ক'রবে, সেই হ'বে তোমার রাজধানীর রাজপথ! আর ব'লতে পারলুম না বৎস। (গমনোদ্যোগ)

ভীম। তবে একবার দাঁড়াও মা! রূপনগর-কুমারীর উদ্ধারের যশ রাণাকে পূর্ণমাত্রায় ভোগ ক'রতে দেব না। আর চোরের মত তুমি নগর পরিত্যাগ ক'রেছ! আবার চোরের মত যে তুমি সেই নগরে ফিরে যাবে—যদি যথার্থ-ই তুমি ভীমসিংহের মা হও—প্রাণ থাকতে তা আমি হ'তে দিতে পারব না!

বীরা। আমি ভীমসিংহের মা।

ভীম। তা হ'লে শোন—একমাত্র মাকে পেয়ে আমি পথে সংসার রচনা করেছিলুম। সে মাও চলে যায়! এইবার আমি সত্যই একা। আমিই এখন নিজের প্রভু। তা হ'লে বল মা, কি ভাবে নগরে প্রবেশ ক'রলে তোমার সন্তানের গৌরব রক্ষা হয়!

বীরা। তবে আমাকে রাজকুমারীর শিবিরে উপস্থিত কর।

ভীম। সরদার্!

ভীল, স। তুই হুকুম ক'রলেই ছুটি রাজা।

ভীম। হুঁসিয়ার! পথের মাঝে রাণা যেন আমার মাকে দেখতে না পায়! চল মা, এই আমার প্রতি যথেষ্ট করুণা!

ষষ্ঠ দৃশ্য

আরাবল্লী—এরাদৎ খাঁর শিবির

এরাদৎ খাঁ ও সেফি খাঁ

এরা। এ স্থানটা কার অধিকারে?

সেফি। মাড়োয়ার!

এরা। মেবারের সীমা কি পার হয়েছি?

সেফি। অনেকক্ষণ। এই ঘাট পার হ'লেই আজমীর।

এরা। মাড়োয়ার আমাদের প্রজা?

সেফি। নিশ্চয়। মেবারও প্রজা।

এরা। এই ঘাট পার হ'তে আর কত সময় লাগতে পারে?

সেফি। আমরা হ'লে বড় জোর তিন ঘণ্টা। কিন্তু সঙ্গে রাজকুমারী সুতরাং সময়টা আপনি অনুমান করুন।

এরা। এখন থেকে রওনা হ'লে দ্বিপ্রহরের মধ্যে ওপারে পৌছতে পারব না?

সেফি। যথেষ্ট সময় জনাব!

এরা। সকলকে সত্বর উপাসনা সেরে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'তে ব'লে এস। রাজকুমারীর শিবির রক্ষা ক'রছে কে?

সেফি। এনায়েৎ খাঁ!

এরা। তাকেও প্রস্তুত হ'তে বল! সেফি খাঁর প্রস্থান

যদিও ভয় ক'রবার কোথাও কিছু নেই। তবু আজমীরের এলাকায় পড়তে পারলেই যেন নিশ্চিন্ত হই। সা'জাদাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলে পুরো নিশ্চিন্ত হতুম। সেটা আর হ'ল না। তার জন্য অনর্থক কতকটা বিলম্ব হয়ে গেল। আজ আমার আজমীরে পৌছান কর্ত্তব্য ছিল। তবে নির্ভয়। যদিও ভয়ের আশঙ্কা কোথাও কিছু থাকতো, তা এক মেবারে। সে সীমা উত্তীর্ণ হয়েছি। মাড়োয়ার প্রজা। একি! অম্বরপতি! আসুন, আসুন, আসুন।

রামসিংহের প্রবেশ

রাম। ক'রছেন কি মনসবদার! আজও পথে পা ঘ'ষছেন!

এরা। সা'জাদার জন্যই এত বিলম্ব হয়ে গেল।

রাম। তা বুঝেছি। কিন্তু বাদসার আর বিলম্ব সইছে না। আমি আজমীরে পৌছেই সম্রাটের এক পরোয়ানা পেলুম। আপনি আজমীরে উপস্থিত হওয়া মাত্র, এ সংবাদ আমাকেই দিল্লীতে নিয়ে যেতে হবে। দু'দিন আজমীরে আপনার অপেক্ষা করলুম। কিন্তু কোথায় আপনি? তাই অন্ধকারে আমাকে ঘাট পার হয়ে আপনাকে ধ'রতে হ'ল।

এরা। আমি ত আর নিজের ইচ্ছায় চ'লতে পারছি না। সঙ্গে জেনানা।

রাম। তাতো আমরা বুঝি, কিন্তু সম্রাট বোঝেন কই! যাক্, এখনি আমাকে ফিরতে হবে। সা'জাদা কোথায়? তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে আমার প্রতি আদেশ হয়েছে। এই আদেশ পত্র।

পত্র প্রদর্শন

এরা। পত্র দেখতে হবে না। রাজা রামসিংহের কথাই যথেষ্ট। তবে সা'জাদা সঙ্গে নেই।

রাম। সঙ্গে নেই ত তিনি কোথায়?

এরা। তাকে ধ'রতে পারি নি।

রাম। সেকি!

এরা। পারি নি বলাটা ভুল হয়, তাকে ধ'রতে পারতুম, কিন্তু ধ'রলুম না।

রাম। হাঃ হাঃ!

এরা। হাস্‌লেন যে রাজা?

রাম। কাঁদতে পারতুম, কিন্তু কাঁদলুম না! আমি তাঁকে ধ'রতে পা'রব না জেনে, আপনি না তাঁকে ধ'রতে ঘোড়া ছুটিয়েছিলেন।

এরা। ছুটিয়েছিলুম। কিন্তু ধ'রে ফেলি, এমন সময়ে সা'জাদা এক গিরিপথের মধ্যে প্রবেশ ক'রলেন। শুনলুম, তার নাম দোবারী—মেবার প্রবেশের ঘাট।

রাম। আর অমনি আপনি ঘোড়ার পিঠেই মূর্চ্ছা গেলেন?

এরা। না মূর্খ রাজা।

রাম। ওঃ! তোমার কি প্রখর বুদ্ধি মন্‌সবদার! আমাকে মূর্খ ঠাওরাতে তোমার চুল পেকে গেল! অন্যান্য ওমরাওরা প্রথম দিন দেখেই আমাকে মূর্খ ঠাউরেছিল।

এরা। ক্ষমা করুন রাজা, কথাটা কটু হয়ে গেছে। বহুকালের বন্ধুত্বের আব্দারে ব'লেছি। পাছে সা'জাদা মেবারে প্রবেশ করেন, সেই ভয়ে আর আমি তাঁর অনুসরণ ক'রলুম না।

রাম। যদি তিনি মেবারে প্রবেশ করেন?

এরা। তা হ'লে তাঁর নিতান্ত দুর্ভাগ্য। আর সম্রাটের কিছু লজ্জার কথা।

রাম। যদি তিনি রাণার শরণাপন্ন হ'ন?

এরা। তা হ'লে আরও একটু বেশী লজ্জার কথা!

রাম। আর কিছু নয়?

এরা। আবার কি? আপনি কি মনে ক'রেছেন ... সম্রাটের সঙ্গে লড়াই ক'রবে?

রাম। সে ত পরে। এখন?

এরা। এখন কি? আমাদের আক্রমণ ক'রবে?

রাম। যদি করে?

এরা। আসুক না। রাণা বস্তুটা কি তা হ'লে একবার দেখে নিই।

রাম। না খাঁ-সাহেব! সে দেখবার বড় সুবিধে হবে না—তল্পী উঠাও। নইলে ছিনিয়ে নেবে।

এরা। বল কি!

এনায়েৎ খাঁর প্রবেশ

এনা। রাণা রাজসিংহ আপনার কাছে দূত পাঠিয়েছে—পত্র দিয়ে

রাম। গোল বাধালে!

এরা। আপনি থামুন রাজা!

রাম। এখন বুঝতে পেরেছি—(শিরঃ সঞ্চালন)

এরা। কি বুঝেছেন?

রাম। রাজকুমারীকে নিয়ে যাবার জন্য, সম্রাট আরও তিন হাজার ফৌজ পাঠিয়েছেন।

এরা। ঠিক জানেন?

রাম। তাতো জানি, কিন্তু তাদের পৌঁছবার কি দেরী সইবে?

এরা। আপনার ভয় হয়ে থাকে, আপনি চ'লে যান।

রাম। তাতো যাবই। এখন কোন্ দিকে যাবো সেটা এইবেলা ভেবে নিই। যেহেতু, সমস্ত তুর্কী—আমি মাত্র রাজপুত। সমস্ত মেবারীর রোষদৃষ্টি প্রথমতঃ আমারই উপর পড়বে।

এনা। সে লোকটাকে কি ব'লব?

এরা। ফৌজ সব প্রস্তুত হয়েছে?

এনা। না হয়ে থাকে, তাদের হ'তে আর বিলম্ব নেই। বিলম্ব দেখছি রাজকুমারীর!

এরা। কেন?

এনা। তিনি ব'লে পাঠালেন, "ঈশ্বর পূজায় ব'সেছি। পূজা শেষ না ক'রে উঠতে পারবো না।"

এরা। হিন্দু—সে পুতুল পূজা করে। সে আবার ঈশ্বর পূজা ক'রছে কি?

এনা। শুনলুম, মাটীর একটা ডেলা পাকিয়ে তার মাথায় কতকগুলো বেলের পাতা চাপাচ্ছেন।

এরা। ভ্যালা আপদ! আর একবার ব'লে পাঠাও!

এনা। যদি না শোনেন?

রাম। এক চাপড় মেরে ঈশ্বরের মাথাটা চ্যাপটা ক'রে দিয়ে এস।

এনা। কি হুকুম মনসব্দার?

এরা। কথা না শোনেন, রাজা যা ব'ল্লেন তাই ক'রতে হবে!

এনা। আমি নিজে যাব?

এরা। রাজা! আপনি রাজকুমারীকে দেখেছেন?

রাম। দেখেছি বই কি—আহা হা হা হা! খুব দেখেছি মনসব্দার!

এরা। তা হ'লে আপনি তাকে বুঝিয়ে ব'লে আসুন। আমাদের সেখানে যাবার আদেশ নেই।

রাম। আমি? কস্মিনকালেও সেখানে আর নয়।

এরা। তবে আপনি পথ দেখুন।

রাম। নিশ্চয়—সেটাতে কারও পরামর্শের অপেক্ষা রাখি না।

এরা। লোকটাকে পাঠিয়ে দাও।

এনায়েৎ খাঁর প্রস্থান

রাম। একটু অপেক্ষা খাঁ-সাহেব! আমি আগে শ্বশুর বাড়ীর দিকে মুখ করি।

এরা। মির্জ্জা রাজা জয়সিংহের পুত্র হয়ে এত ভয়!

রাম। মেবারীর অস্ত্রে ভয় নয় খাঁ-সাহেব, তার দৃষ্টিতে ভয়। আপনি আমাকে মূর্খ ব'লে আমার গুণগান ক'রেছিলেন। আমাকে গাড়োল, গাধা, উল্লুক, বলা আপনার উচিত ছিল। মেবারী যদি সত্য সত্যই আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ ক'রবে। আর আমাকে শুধু দৃষ্টি দিয়ে বিঁধবে। অস্ত্র অপবিত্র হবে জেনে তারা তা আমার গায়ে ঠেকাবে না।

এরা। যান রাজা, আপনার অবস্থা আমি বুঝতে পেরেছি!

রাম। আর আপনার?

এরা। তুচ্ছ মেবারী।

রাম। আমি এখান থেকে যাবো নাগোর। সেখান থেকে যাবো নিজ রাজধানী জয়পুর। সেখান থেকে দিল্লী যাবো! বাদসাকে কি ব'লবো?

এরা। তার আগে আমি দিল্লী পৌছুবো।

রাম। বেশ! বেশ! তবে বিদায়।

রামসিংহের প্রস্থান

গঙ্গাদাসের প্রবেশ

গঙ্গা। আপনি এরাদৎ খাঁ?

এরা। হাঁ। তোমার বক্তব্য কি! (গঙ্গাদাসের পত্র দান এরাদতের পাঠ) রাণার এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন?

গঙ্গা। পত্রে কি লেখা আছে, আমি ত জানি না জনাব।

এরা। রাজকুমারীকে দিতে আদেশ ক'রেছেন!—পত্র পাঠ—তোমার সঙ্গে।

গঙ্গা। আদেশ ক'রে থাকেন, দিন!

এরা। আমি তাঁর গোলাম ?

গঙ্গা। তবে কি ব'লব, বলে দিন।

এরা। তাঁকে এখানে আসতে বল।

গঙ্গা। বেশ !

এরা। ব'লবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে চিতোরের দুর্দ্দশার কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ো। রাণা-প্রতাপের দুর্দ্দশার কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ো।

গঙ্গা। যখন দিতে ব'লেছেন, দেবো।

প্রস্থান

জনৈক সৈন্যের প্রবেশ

এরা। ফৌজ কি ভাবে সাজিয়েছ ?

সেনানী। পিছনে অর্দ্ধেক, সম্মুখে অর্দ্ধেক। মাঝখানে রাজ-কুমারীর শিবির।

এরা। সে শিবির যোধপুরের দিকে পিছিয়ে দাও। সমস্ত ফৌজ সম্মুখে নিয়ে এস।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। হুজুরালি। কতকগুলো ভাল, পিছনের মোহড়া আগলেছে।

সেফি খাঁর প্রবেশ

এরা। সেফি খাঁ, ওই রাজপুতটাকে কিছুক্ষণের জন্য আটক কর। তবে দূত—নিরস্ত্র—কৌশলে ধ'রে রাখবে।

সেফি। যদি বল প্রয়োগ করে ?

এরা। বল-প্রয়োগে ধ'রে রাখবে। খবর নাও।

সেনানী ও সেফি খাঁর প্রস্থান

রেসেলদার এনায়েৎ খাঁকে তলব দাও—জল্‌দি।

প্রহরীর প্রস্থান

দ্বিতীয় প্রহরীর প্রবেশ

২য়, প্র। জনাবালি! পাহাড়ের মাথায় রাজপুত!

এনায়েৎ খাঁর প্রবেশ

এনা। রাজকুমারী কিছুতেই উঠতে চাচ্ছেন না। বলেন—"পূজা শেষ না ক'রে আমি উঠবো না।"

এরা। চুলের মুঠি ধ'রে তুলে ফেল।

এনা। তার পর?

এরা। জবাব-দিহি আমার। ভিতরে ষড়যন্ত্র, তার মতলব ভালো নয়। যাও—সঙ্গে সঙ্গে তাঁবু যোধপুরের পথে নিয়ে যাও।

এনা। কিছু বিপদের কি সম্ভাবনা হয়েছে?

এরা। বলবার সময় নেই—নিয়ে যাও। অন্ততঃ একক্রোশ দূরে শিবির স্থাপন কর। শিবির রক্ষা ক'রতে হ'বে তোমাকে।

এনায়েৎ খাঁর প্রস্থান

চল্ দেখিয়ে দিবি কোথায় রাজপুত (নেপথ্যে রণ-কোলাহল) সত্যই ত-আক্রমণ ক'রলে। হুঁসিয়ার! হুঁসিয়ার!

উভয়ের প্রস্থান

নেপথ্যে। সেফি খাঁ!

নেপথ্যে। হুঁসিয়ার মনসবদার! আমি—এনায়েৎ—বন্দী!

গঙ্গাদাসের প্রবেশ, পশ্চাতে সেফি খাঁ

গঙ্গা। নরাধম তুর্কী! আমি নিরস্ত্র। (নেপথ্যে কোলাহল)

ভীমসিংহের প্রবেশ ও সেফি খাঁকে আঘাত

সেফি। হুসিয়ার মন্‌সব্‌দার! আমি জখম—আমি জখম!

পলায়ন

গঙ্গা। তাই ত! কে আমাকে বাঁচালে! তুমি—তুমি—আপনি—আমার কল্পনার প্রভু—ভবিষ্যৎ রাণা!

ভীম। শক্তাবৎ! এই লুণ্ঠিত অস্ত্র গ্রহণ কর। আর ওই বৃদ্ধ যদি সেনাপতি হয়, এখনি গিয়ে ওর গতিরোধ কর।

সপ্তম দৃশ্য

রূপকুমারীর শিবির-সম্মুখ

নেপথ্যে রণকোলাহল ও বন্দুকাদির শব্দ

রাজসিংহ, দয়ালসা ও রাজপুত সরদারগণ

রাজ। বিনা রক্তপাতে কার্য্যসিদ্ধ ক'রব মনে ক'রেছিলুম। সেটা আর হ'ল না দেওয়ান!

দয়াল। তবে যতটা সময় লাগবে ভেবেছিলুম, তা আর হ'ল না। বড় শীঘ্র কার্য্য নিষ্পন্ন হয়ে গেল!

গঙ্গাদাসের প্রবেশ

গঙ্গা। প্রান্তর তুর্কীশূন্য।

রাজ। পশ্চাতে কে আক্রমণ ক'রেছিল গঙ্গাদাস?

গঙ্গা। ব'লব না রাণা!

রাজ। উত্তম। কিন্তু শুনলুম, আরও বহুসংখ্যক তুর্কী রাজকুমারীকে নিতে আসছিল। রন্ধ্রপথে তাদের গতিরোধ ক'রলে কে?

গঙ্গা। আমি জানি না।

রাজ। তোমরা কেউ জানো?

সুজাতার প্রবেশ

সুজাতা। একমাত্র আমি জানি রাণা—ব'লো না।

রাজ। এসেছ—ভালোই হয়েছে! এই রাজকুমারীর শিবির-দ্বার—উন্মোচন কর।

পট পরিবর্ত্তন—শিবিরাভ্যন্তর

পূজা-পুষ্প হস্তে রূপকুমারী

রাজ। লুণ্ঠনযোগ্য রত্ন বটে। রাজকুমারী চ'লে এস।

রূপ কু। কে আপনি? (উঠিলেন)

বীরাবাইএর প্রবেশ

বীরা। আমার স্বামী—তোমার স্বামী—মেবারের স্বামী। রাণা! বিস্মিত হবেন না! সংযুক্তার স্বয়ংবরের পর, বীর্য্যশুল্কে নারীগ্রহণ ক'রতে, আজও পর্য্যন্ত আর কোনও ক্ষত্রিয় রাজার সাহসে কুলায় নাই। এরূপ ভাবে পতিগৃহে গমন আর কোনও রমণীর ভাগ্যে ঘটে নাই। তাই অতি লোভে, এই অপূর্ব্ব স্বয়ংবর সভার সাক্ষী হ'তে এসেছি।

বীরাবাই রূপকুমারীকে রাজসিংহের সম্মুখে দাঁড় করাইলেন। রূপকুমারী কর্ত্তৃক রাজসিংহের কণ্ঠে মাল্যদান

সরদারগণ। জয় মহারাণা রাজসিংহের জয়।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দিল্লী—প্রাসাদ—পাঠাগার

আওরঙ্গজেব

পত্রপাঠ করিতে করিতে পরিক্রমণ

আও। "আপনার দৃষ্টির সমক্ষেই আপনার প্রজা সকল উৎপীড়িত হচ্ছে।" তা হ'লে স্বীকার ক'রলে রাজসিংহ, আমার দৃষ্টিশক্তি এখনও আছে। কিন্তু আরাবল্লীর বেড়ার ভিতরে চিরাবদ্ধ-দৃষ্টি তুমি বুঝতে পারলে না, এ দৃষ্টির প্রসার কতদূর। বুঝতে পারলে না, এ-দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা বিন্ধ্যাচল ভেদ ক'রে দক্ষিণ মহাসাগরের তীরে, বালুকা প্রান্তরের উপরে, কন্যাকুমারীর নৃত্যাঙ্কিত পদচিহ্নকে পর্য্যন্ত বিদ্ধ ক'রেছে। (পত্র পাঠ) "আপনার পূর্ব্বপুরুষ উচ্চ হৃদয়ভাব নিয়ে কেবল দেশের কল্যাণ কামনা ক'রে এসেছেন।" আর আমি নীচ অন্তঃকরণ নিয়ে—চিঠিতে লেখা না থাকলেও তোমার হয়ে কথাটা এইখানে বসিয়ে দিলুম রাজসিংহ!

দ্বাররক্ষীর প্রবেশ

কিহে!

দ্বা, র। জাঁহাপনা! উজীর সাহেব জানতে পাঠিয়েছেন—

আও। তোমার চিঠির অক্ষরের পার্শ্ব দিয়ে তোমার মনের কথা বেশ পড়তে পারছি—আর আমি নীচ অন্তঃকরণ নিয়ে দেশের সর্ব্বনাশ ক'রবার জন্য ব্যস্ত হয়েছি—কি ব'লছিলে?

দ্বা, র। উজীর সাহেব!

আও। বেশ উপদেষ্টা বেশ—অথচ এই হিন্দুস্থানেই আমি আমার পুত্র পৌত্রাদিকে রেখে দুনিয়া ছেড়ে চ'লে যাব। উজীর কি ব'লছিলে?

দ্বা, র। জানতে পাঠিয়েছেন, এ সময় জাঁহাপনার সঙ্গে দেখা হ'তে পারে কি না?

রামসিংহ এই সময়ে দ্বারমুখে উপস্থিত হইয়া সভয়চকিতের ন্যায় প্রস্থান করিল

আও। কে ঘরে প্রবেশ ক'রছিল, দেখে এস ত।

দ্বাররক্ষীর প্রস্থান

"দেশের পোনেরো আনা লোক একবেলাও পেট ভ'রে আহার পাচ্ছে না।" সেটা আমিও জানি রাজসিংহ! কিন্তু তা ছাড়া আরও জানি, যেটা তুমি জান না! এদেশের অন্ন দুনিয়ার শেষ পর্য্যন্ত চ'লে যাচ্ছে! সেখানে লোকে পাঁচ বেলা আহার ক'রেও তা শেষ ক'রতে পারে না। আহার-শেষে, কুকুর বিড়ালের মুখের কাছে তা নিক্ষিপ্ত হচ্ছে—

দ্বাররক্ষীর পুনঃ প্রবেশ

কে এসেছিল?

দ্বা, র। কাউকেও ত দেখতে পেলুম না জাঁহাপনা?

আও। ফের দেখে এসো।

দ্বা, র। কেবল উজীর সাহেবের সহকারী বাইরের ফটকে দাঁড়িয়ে আছেন।

আও। (সক্রোধে) না মূর্খ, এ তৃতীয় ব্যক্তি। (দ্বাররক্ষী প্রস্থানোদ্যত) থাক্—উজীরকে আসতে ব'লে দাও। ঘুমুতে ঘুমুতে কি পাহারাদারী ক'রছ?

দ্বাররক্ষীর প্রস্থান

আরও আছে দাম্ভিক মেবারী—সে বস্তু শুধু মানুষের উদর পূরণ ক'রেই শেষ হয়ে যায় না—এই পনেরো আনা লোকের জীবন-রসে এত সরাব প্রস্তুত হয় যে, তোমার ক্ষুদ্র মেবারকে ডুবিয়ে দিতে প্রবল বন্যার সৃষ্টি ক'রতে পারে। "যে জাতি এমন দুর্দ্দশাপন্ন তাদের করভারে নিপীড়িত ক'রতে যে রাজা কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন না, তাঁর মর্য্যাদা কেমন করে রক্ষিত হবে।" (পত্র নিক্ষেপ করিয়া) যাও রাজসিংহ, তুমিও আমাকে চিন্‌তে পারলে না। কূপমণ্ডুক তুমি মহাসাগরের সমালোচনা ক'রতে এসেছো। আরাবল্লীর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে এসে, এই বিশাল হিন্দুস্থানের একটা ক্ষুদ্রাংশ দেখেও যদি তুমি আমাকে এই উপদেশপত্র পাঠা'তে তা হ'লেও আমি তোমাকে বিজ্ঞ ব'লতে পারতুম। রাজার মূর্ত্তিতে যদি তোমার বাহিরে আসতে সাহস থাকে, বেরিয়ে এস। না থাকে, যোগী সন্ন্যাসীর ভণ্ডামীর আবরণ পর। তোমাদের যে কোন দেবায়তনে প্রবেশ কর। নরকের ভয় তুচ্ছ ক'রে, যদি উন্মুক্ত চক্ষে সত্য দেখতে তোমার সাহস থাকে, মন্দির মধ্যে ওই পুতুলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। যদি দৃষ্টিশক্তিহীন না হও, তখন বুঝবে যোগী, দণ্ডী, ব্রাহ্মণ, বৈরাগীর মাথার উপর কেন আমি জিজিয়া কর স্থাপন ক'রেছি। মূর্ত্তির সম্মুখে, তীর্থযাত্রীর উপরে নরকের ভয় দেখিয়ে করসংগ্রহের অত্যাচার—আর সেই জড়মূর্ত্তির পশ্চাতে, নরকের-অন্ধকার-ভরা অন্তরালের কুক্ষিগত বীভৎসতা, যদি তুমি দেখতে পারতে রাজসিংহ—সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ বৈরাগীর লীলাকাহিনী কি কুৎসিত অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে, যদি তুমি পড়তে পারতে রাজসিংহ, তা হ'লে এই চিঠি লেখার ধৃষ্টতা না দেখিয়ে, এই তীর্থমন্দির গুলোকে অগ্নিসাৎ ক'রতে তুমি আমার সাহায্যে ছুটে আসতে। দেখ্‌তে—এই দুর্ভিক্ষের মাথা চূর্ণ ক'রবার দণ্ড তোমাদেরই ধর্ম্মান্ধতা স্কন্ধে তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তোমার এ পত্রের ধৃষ্টতা অমার্জ্জনীয়।]*—কেও?

আকবরের প্রবেশ

অক। পিতা, আমি আকবর (অভিবাদন)

আও। আকবর! আকবর? সত্যই তুমি আমার প্রিয়তম পুত্র আকবর?

আক। কেন পিতা, আমার এ আসায় আপনার বিস্মিত হবার কি আছে?

আও। আছে—আছে—বৎস, আছে।

আক। জাঁহাপনার আদেশে আমি দিল্লীতে ফিরে এসেছি।

আও। তবু আছে—আজিমকে আমি তোমার এক মাস আগে খবর দিয়েছি। মৌজামকে দিয়েছি—তারও আগে। আজিম আজও আসতে পারলে না, মৌজাম বুঝি এলো না, কিন্তু তুমি এলে।

আক। আমার আসা কি আপনার ক্ষোভের কারণ হ'ল পিতা?

আও। (চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ) দেখ দেখি দোরের পাশে কেউ দাঁড়িয়ে আছে কি না? (আকবরের বহির্গমন) তাই ত! আমার হিসাব নিকাশ কি ভুল হ'তে আরম্ভ হয়েছে? আকবর সকলের আগে এসে আমার সঙ্গে দেখা ক'রলে!

আকবরের পুনঃ প্রবেশ

কেউ আছে?

আক। একমাত্র আপনার দ্বাররক্ষী!

আও। আকবর! আমি মনে মনে সঙ্কল্প ক'রেছিলুম, আমার পুত্রদের মধ্যে—দিল্লীতে কখন এসেছ প্রিয়তম?

আক। ঘর্ম্মাক্ত দেহ—এখনও বিশ্রাম নিতে পারি নি পিতা!

আও। আরও সন্তুষ্ট—সঙ্কল্প ক'রেছিলুম, আমার পুত্রদের মধ্যে

যে প্রথমে দিল্লীতে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে পারবে, তাকেই আমি এ যুদ্ধের সেনাপতি ক'রব।

আক। যুদ্ধ? কার সঙ্গে পিতা?

আও। যুদ্ধ কার সঙ্গে, সম্ভবতঃ রাত্রি প্রভাতেই জানতে পারবে। যুদ্ধ—এরূপ যুদ্ধের আয়োজন আমি আজিও পর্য্যন্ত করি নি। ক'রছি বৃদ্ধকালে—মক্কাসরিফে যাবার পূর্ব্বক্ষণে—(ঊর্দ্ধদৃষ্টি) তুমি পাগল, তুমি পাগল, তুমি পাগল—(অপ্রকৃতিস্থ ভাব)

আক। (সবিস্ময়ে) আমি?

আও। না প্রিয়তম, তুমি কেন—পাগল আমি—একটা প্রাণহীনের উপহাসে উত্তেজিত হচ্ছি।—সে আমার মক্কা যাবার কথা শুনে হাসছে। তুমি কার্য্যকুশলতা দেখিয়ে আমায় মুগ্ধ ক'রেছ। কতদূর থেকে ফিরে এলে প্রিয়তম? আমি কল্পনায় দেখেছিলুম, তুমি বাংলার শাসনদণ্ড হাতে ক'রে গৌড়ের গদীতে ব'সে আছ।

আক। বাংলায় পা দিতে দিতে ফিরে আসছি।

আও। বেশ, বেশ—তবু বেশ। যাও, আজ রাত্রির মত বিশ্রাম গ্রহণ কর।

আক। দিগ্‌বিজয়ী বীর দিলীর খাঁ জীবিত থাকতে, দুর্দ্ধর্ষ তয়বর খাঁ বর্ত্তমান থাকতে আমাকে আপনি সেনাপতি ক'রবেন?

আও। সেনাপতি হ'তে কি ভয় কর আকবর?

আক। একি ভয়ের কথা হ'ল পিতা—আনন্দ! সে আমার অন্তরের সমস্ত রন্ধ্রগুলো একসঙ্গে আক্রমণ ক'রেছে—সে আক্রমণের এত তীব্রতা যে, আমার মন—তাকে সন্দেহ ক'রছে পিতা!

আও। আলমগীরের বাক্য আকবর!

আক। ধন্য হলুম পিতা! (প্রস্থানোদ্যত)

আও। যদি তাকে পরাস্ত ক'রতে পার, ভবিষ্যতে ময়ূর-সিংহাসন তোমার—

আকবর অভিবাদন পূর্ব্বক কিছুদূর অগ্রসর হইল

যদি তাকে জীবন্ত বন্দী ক'রে আমার পায়ে নিক্ষেপ ক'রতে পার, তা হ'লে—আমার জীবদ্দশায়—(উর্দ্ধদৃষ্টি) হুঁ—কি ব'লছিলুম ?

উদিপুরীর প্রবেশ

উদি। তোমার জীবদ্দশায়—অর্থাৎ—বুঝতে পারলে না আকবর ? যদি তাকে বন্দী ক'রতে পার, এই মহাপুরুষ যেমন তার পিতাকে কারাগারে নিক্ষেপ ক'রে তাঁর জীবদ্দশাতেই সিংহাসন অধিকার ক'রেছিলেন, তুমিও তেমনি ক'রবে। তা কারাগারেই নিক্ষেপ কর কিম্বা সেই ধার্ম্মিক-শিরোমণি জ্যেষ্ঠ দারার—এই মহাত্মার হাতে পড়ে, যে অবস্থা হয়েছিল—

আও। আকবর! (চলিয়া যাইবার ইঙ্গিত)

আক। (চলিতে চলিতে) পিতা না থাকলে—(তরবারি স্পর্শ)

উদি। আমাকে কেটে ফেলতে আলমগীর্‌-পুত্র ? আমাকে কাটো ক্ষতি নেই—

আকবরের প্রস্থান

কেবল ওইটি ক'র না আকবর। পিতার সমস্ত গুণরাশি দিয়ে ওই পবিত্র আকবর নামের উপর যত পার আবরণ দিও, কেবল দোহাই, ওইটি ক'র না—সোণার থালায় এই বৃদ্ধের মুণ্ড রেখে তাতে তরবারি স্পর্শ করিয়ে, তার নিমীলিত চক্ষু-পলকে দুই ফোঁটা অশ্রু-নামের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ ক'র না।

আও। ছেলের সুমুখে আমাকে অপদস্থ ক'রলে ?

উদি। কি ক'রব নাথ, আমি নারী। আর সম্রাট আলমগীরের বাক্য যখন মিথ্যা হ'তে পারে না—আমি উদিপুরী। অতি দূরে থাকলেও কখনও তাদের চোখে না দেখলেও, আমি সেই মেবারীললনাকুলের মধ্যে একজন। স্বামী আমার সর্ব্বস্ব—আমার উপাসনার দেবতা। আমি ত তার আত্মহত্যা চোখে দেখতে পারব না। পুত্রকে ডাকো সম্রাট, সে তোমার সম্মুখেই আমাকে হত্যা করুক।

আও। আত্মহত্যা কেমন ক'রে বুঝলে?

উদি। মৌজাম, আজিম বর্ত্তমানে আপনার ওই পুত্রকে সেনাপতি ক'রলেন কেন?

আও। আমি মনে মনে সঙ্কল্প ক'রেছিলুম, আমার পুত্রদের মধ্যে যে দিল্লীতে এসে আগে আমাকে অভিবাদন ক'রবে, সে এই যুদ্ধের সেনাপতি হবে।

উদি। যদি আমার পুত্র এসে অভিবাদন ক'রতো?

আও। তাকেই আমি সেনাপতি ক'রতুম। আলমগীরের বাক্য মিথ্যা হ'ত না প্রিয়তমে!

উদি। তা মনের এ সঙ্কল্প বাঁদীকে শোনাতে এত ব্যাকুল হয়েছিলেন কেন?

আও। (বিস্মিতভাবে উদিপুরীর মুখের পানে চাহিলেন) তুমিই বল।

উদি। যদি ঠিক বলি, মনের কথা গোপন ক'রবেন না?

আও। (ঈষৎ ক্রোধের সহিত) কি ব'লতে চাও, জল্দি বল। এটা তোমার বিলাস-কুঞ্জ নয়—দিল্লীশ্বরের মন্ত্রণাগার। তোমার সঙ্গে অসার তর্কে আমি মুল্যবান সময় নষ্ট ক'রতে পারি নি।

উদি। সে সময় ত নিজেই সংক্ষেপ ক'রে আন্‌ছেন জাঁহাপনা!

আও। কি ক'রে?

উদি। যখন আপনি ওই অসার পুত্রকে একটা বিরাট যুদ্ধের সেনাপতি ক'রেছেন! আপনার সেই মহান্ প্রপিতামহের পবিত্র আকবর নাম সর্ব্বপ্রকারে ব্যাধিগ্রস্ত হবে জেনে, সকলের চেয়ে ওই পুত্রকেই আপনি অধিক স্নেহ করেন। সে হ'ল আজ বিশাল মোগল-সৈন্যের সেনাপতি!

আও। আমার সময় সংক্ষেপ তুমিই ক'রে আন্‌লে দেখছি।

উদি। না—না—না প্রিয়তম—নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ ক'র না। তোমার জন্য আমি নিজের মৃত্যু পর্য্যন্ত কামনা ক'রতে ভয় পাই। হায়! যৌবনের সেই অনন্ত শক্তিধর আলমগীর্—এখন তুমি এত দুর্ব্বল—এত পর-নির্ভর—

আও। এই সব কথা শোনা'বার জন্য কি তুমি এখানে এসেছ?

উদি। না—নিমন্ত্রণ ক'রবার জন্য।

আও। কিসের নিমন্ত্রণ গো!

উদি। আমার বিজয়োৎসবের গো।

আও। কোন রাজ্য এই কয় ঘণ্টার মধ্যে জয় ক'রে ফেললে?

উদি। ছি প্রিয়তম, তুমি স্ত্রীজাতির চেয়েও কৌতূহলী! সেখানে গিয়ে জানবার অপেক্ষা ক'রতে পারছ না?

আও। কবে যেতে হবে?

উদি। এখনও ত আমি সম্রাটকে আদেশ ক'রবার অধিকারী হই নি।

আও। বেশ প্রিয়তমে, ঘরে গিয়ে আমার যাবার জন্য প্রস্তুত থাক।

উদিপুরী কিছুদূর অগ্রসর হইয়া অধরে অঙ্গুলি দিয়া দাঁড়াইলেন

আবার দাঁড়ালে কেন প্রিয়তমে?

উদি। সম্রাট আলমগীর্!

আও। আরও ব'লবার কিছু আছে?

উদি। ব'লতে এসেছিলুম—

আও। ব'ল্‌তে ভয় হচ্ছে ? নিঃসঙ্কোচে বল। তবু সঙ্কোচ ? পুত্রের জন্য কিছু ব'লতে এসেছ ? ভয় পাচ্ছ কেন প্রিয়তমে ?

উদি। মনের সঙ্কল্প বাঁদীর কাছে প্রকাশ ক'রতে ব্যাকুল হয়েছিলেন কেন ?

আও। তুমি কি অনুমান ক'রেছ বল।

উদি। আপনি জান্‌তেন—স্থির জান্‌তেন—সে আর দিল্লীতে ফিরে আস্‌বে না। সেইজন্য আমাকে বিদ্রূপ ক'রতে ওই কথা ব'লেছিলেন।

আও। তোমার অনুমান সত্য। আমি তাকে বন্দী ক'রতে আদেশ দিয়েছি। তোমার পুত্রের জন্য আমার চির-উন্নত মস্তক অবনত হয়েছে। আর সে অপমান তোমা হ'তে হয়েছে, তাই তোমাকে বিদ্রূপ ক'রেছিলুম।

উদি। মহিমান্বিত সম্রাট আলমগীর্ ! সেলাম।

আও। কি ব'লতে ইচ্ছা ক'রেছিলে—ব'ললে না !

উদি। আর ব'লতে ইচ্ছা হচ্ছে না !

আও। সে ক্ষমার অযোগ্য—তবু তোমার অনুরোধে আমি তাকে ক্ষমা ক'রতে প্রস্তুত আছি।

উদি। আমিও মহিমান্বিতা সম্রাজ্ঞী উদিপুরী ! অবশ্য আপনার কাছে আত্ম-প্রশংসায় আমার মর্ম্মভেদ হয়ে যাচ্ছে। তবু আবার বলি আমি মহিমান্বিত সম্রাটের মহিমান্বিতা প্রতিদ্বন্দ্বী। (প্রস্থানোদ্যত)

আও। তা হ'লে তাকে ক্ষমা ক'রব না ?

উদি। এরূপ প্রশ্ন আলমগীরের যোগ্য নয় ! আমি যে তার মা জাঁহাপনা ?

আও। ভিক্ষা চাইতে হবে, নতুবা তাকে মুক্ত ক'রব না।

উদি। এই কি জাঁহাপনার প্রতিজ্ঞা ?

আও। প্রতিজ্ঞা ক'রলে, ভিক্ষাতেও কিছু হ'ত না প্রিয়তমে।

যে দুর্গে সে আবদ্ধ হবে—হবে কি, এতদিনে নিশ্চয় হয়েছে—তোমার মত বুদ্ধিমতীর সারাজীবনের চেষ্টাতেও তার সন্ধান হ'বে না। (উদিপুরী চলিলেন) বেশ যাও—পুত্রের ভীষণ মৃত্যুর কাহিনী যথাসময়ে তোমার কর্ণগোচর হবে।

উদি। (মুখ না ফিরাইয়া) ধিক্ সম্রাট তোমাকে ধিক্।

আও। এখনও বল, এতক্ষণ সে বিষম-দুর্গে—অন্ধকারে—অনাহারে—বিরাট শূন্যের মত নিরাশার প্রাচীরে—

উদি। (মুখ ফিরাইয়া—সক্রোধে) না—

আও। (সবিস্ময়ে) না!

উদি। (সজোরে) না।

আও। সে ফিরে এসেছে?

উদি। নিশ্চয়। শুধু এসেছে, তোমার ওই অপদার্থ পুত্রের এত আগে এসেছে যে, আমি জোর ক'রে তাকে ধ'রে না রাখলে সেই আজ বিশাল মোগল সৈন্যের সেনাপতি হ'ত। সে এখানে আস্বার জন্য ব্যাকুল হ'য়েছিল। আমি তাকে আস্তে দিলুম না। তোমার কৃপায় আজও পর্য্যন্ত সে যুদ্ধক্ষেত্র দেখে নি। কিন্তু হায়, যে ভয়ে তাকে আমি আসতে দিলুম না—সাম্রাজ্যের ধ্বংস—হতভাগ্য আলমগীর্ মতিভ্রম তুমিই ত নিষ্পন্ন ক'রে দিলে।—(প্রস্থানোদ্যত)

আও। দুনিয়ার মধ্যে পুত্রকে গোপন ক'রবার এমন কোনও স্থান সন্ধান কর, যেখানে আলমগীরের দৃষ্টি পৌছতে না পেরে পলকের আবরণে ফিরে আসে।

উদি। এর উত্তর এখানে দিলুম না জাঁহাপনা।

প্রস্থান

আও। মহিমান্বিতাই বটে তুমি প্রিয়তমে! তোমার এই অন্তর-বাহিরের অপূর্ব্ব রূপ এতদিন পরে—এই নির্ম্মম বার্দ্ধক্যে—মোগলের

অন্তঃপুরে মেবার-রাজকুমারীকে প্রবেশ করা'বার সাধ মিটিয়ে দিয়েছে। দিলীর—দিলীর!

দিলীর খাঁর প্রবেশ

এখনি এরাদৎ খাঁকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে আমার কাছে নিয়ে এস।

দিলীর। সে কোথায় জাঁহাপনা!

আও। যেখানেই থাক্, সেইখান থেকেই তাকে বেঁধে নিয়ে এস।

দিলীর। সে পরপারে সম্রাট!

আও। পরপারে! তুমি আমাকে কি শোনা'বার জন্য তবে এত ব্যস্ত হয়েছিলে?

দিলীর। মহারাণা রাজসিংহের উত্তর!

আও। রাণা উত্তর পাঠিয়েছে?

দিলীর। পাঠিয়েছে।

আও। দাও পড়ে দেখি।

দিলীর। পত্রে নয়—অস্ত্রে জাঁহাপনা।

আও। (ঊর্দ্ধে-দৃষ্টি) দিলীর, দিলীর! দারার কাঁধে কি মুণ্ড ছিল?

দিলীর। না জাঁহাপনা।

আও। স্মরণ কর—স্মরণ কর—স্মরণ ক'রে উত্তর দাও।

দিলীর। খুব স্মরণ আছে সম্রাট—থালার উপরে রক্ষিত তাঁর মুণ্ডের উপর আপনার অসি-স্পর্শ আমি এখনও জাজ্জ্বল্যমান দেখতে পাচ্ছি।

আও। হুঁ! পত্র দাও।

দিলীর। পত্র নয় জাঁহাপনা—অস্ত্রের উত্তর। রাণা রূপকুমারীকে পথের মাঝে লুণ্ঠন ক'রে নিয়েছে। এরাদৎ খাঁ জীবিত নাই—অর্দ্ধেক সৈন্য হত।

আও। বিজয়োৎসব—বিজয়োৎসব! দিলীর খাঁ। মেবার ধ্বংস ক'রতে হ'লে কত সৈন্যের প্রয়োজন?

দিলীর। শুধু মেবার নয় জাঁহাপনা—মাড়োয়ার আছে।

আও। মাড়োয়ার আছে, আরও আছে—মনে কর সমস্ত রাজপুত জাতি আছে—কত সৈন্যের প্রয়োজন দিলীর খাঁ?

দিলীর। তিনলক্ষ হলে সাহস করতে পারি—সঙ্গে উপযুক্ত কামান।

আও। সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি নিয়ে চেপে পড়—আমার মান রক্ষা কর। মক্কা যাবার পূর্ব্বে, আমি একবার দেখে যাই, সমস্ত হিন্দুস্থান আমার পদানত হয়েছে। (ঊর্দ্ধদৃষ্টি—অপ্রকৃতিস্থ ভাব) যাও—তুমি কাফের—তুমি কাফের—তুমি কাফের!

দিলীর। (সক্রোধে) কে? আমি জাঁহাপনা? (তরবারি স্পর্শ)

আও। (প্রকৃতিস্থ ভাবে) না ভাই—তুমি শ্রেষ্ঠ মুসলমান। আমি আমার অন্তরের সংশয়টাকে গালি দিচ্ছি। (ঊর্দ্ধদৃষ্টি) দিলীর—দিলীর! দারার ছিন্ন মুণ্ডে কি হাসি মাখান ছিল?

দিলীর। ছিল বইকি সম্রাট! তবে সে হাসি কেবল দেবতারা দেখেছে, মানুষে দেখতে পায় নি।

আও। তুমি দেখেছ?

দিলীর। সম্রাট! আমি এখন থেকেই রাণার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রি।

আও। কর—কর দিলীর, আমার মর্য্যাদা রক্ষা কর। কিন্তু—

দিলীর। বলুন—গোলামকে সঙ্কোচ কেন প্রভু?

আও। মর্য্যাদা আমার আগেই নষ্ট হয়েছে দিলীর খাঁ!

দিলীর। কেমন ক'রে সম্রাট?

আও। আমার এ পরাজয়-বার্ত্তা আমার আগে উদিপুরী বেগম জানলে কেমন ক'রে?

দিলীর। না জাঁহাপনা।

আও। না?

দিলীর। দিল্লীতে দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যে আপনি মাত্র জেনেছেন। আর যারা জানে, তাদের দাক্ষিণাত্যে পাঠিয়ে দিয়েছি—তারা নিজেদের পরাজয়-কথা কারও কাছে প্রকাশ ক'রবে না!

আও। কিন্তু বেগম আমাকে বিজয়োৎসবের নিমন্ত্রণ ক'রে গেল।

দিলীর। আমিও নিমন্ত্রণ পেয়েছি। তার অন্য কোনও অর্থ থাক্‌তে পারে, যা আমি জানি না।

আও। নিশ্চয়।

দিলীর। এমন গোপনে রেখেছি যে, আপনার জীবনেতিহাসে এ কথা স্থান পাবে না।

আও। বিজয়োৎসব—বিজয়োৎসব—বিজয়োৎসব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দিল্লী—প্রাসাদ—রংমহল

উদিপুরী

উদি। (পত্রপাঠ) "মহামাত্য! আপনি আমাকে আপনার এক জন দীন"—(ওষ্ঠে অঙ্গুলি দিয়া) চুপ, বুদ্ধিহীনে চুপ! ক'রছিস্ কি। দেয়ালে কাণ পেতে—দয়াল দেয়ালে ছবি তীব্রদৃষ্টির শলাকা নিয়ে, ঘরের বাতাস পর্য্যন্ত—চোরের নীরবতায়, অথচ ক্ষুধার অনন্ত ঝঙ্কার-ভরা হানায়! দেয়ালে শুন্‌বে, ছবি বিঁধবে, বাতাস গ্রাস ক'রবে! চুপ, বুদ্ধিহীনে—চুপ্!—সাকী! সরাব।

বাঁদীর প্রবেশ

বাঁদী। ক'রছেন কি আজ বেগম সাহেব !

উদি। চোপ্—সরাব।

বাঁদীর প্রস্থান

ক'রছেন কি বেগম সাহেব ! তুই তুচ্ছ বাঁদী, তোকে ব'লব কি? ব'ললে কি তুই বুঝবি ?

বাঁদীর পুনঃ প্রবেশ ও পানপাত্র দান

বাঁদী। সত্যি ব'লছি হুজুরাইন, আপনার আজকের আচরণ আমি একবিন্দুও বুঝতে পারছি না।

উদি। আমিই পারছি না—(পানপাত্র মুখে তুলিয়া, পত্রে দৃষ্টি-দিয়া) কেউ পারছে না—তা তুই ! দেয়ালে দেয়ালে ছবি, তোড়ায় তোড়ায় ফুল, আতরে আতরে গন্ধ, বাতাসে বাতাসে তরঙ্গ—কেউ বুঝতে পারছে না—তা তুই !

বাঁদী। কখনও আপনাকে—

উদি। এমন ক'রে সরাব খেতে দেখিস্ নি ? (পাত্রদান)

বাঁদী। ও চিঠিতে কি আছে যে, একশোবার পড়েও তা শেষ ক'রতে পারছেন না ?

উদি। আমি তোমায় বলি, আর দিল্লী উল্লাসে হুঙ্কার ক'রে উঠুক। আমি তোমায় বলি, আর আমার চির আকাঙ্ক্ষিত—শৈশবের খেলনা, কৈশোরের ওড়না, চোখের বিলাস, কাণের সম্পদ কাশ্মীর—কাঁদতে কাঁদতে চ'লে যাক—যাঃ !

বাঁদী। দোহাই হুজুরাইন, আর সরাব পান করবেন না।

উদি। আচ্ছা যা— বাঁদীর প্রস্থান

আজ কি আমি বিষাদকে হাসা'তে সরাব খাচ্ছি রে ! খাচ্ছি—উল্লাসকে

কাঁদাতে। নইলে সে এখনি আমাকে মেরে ফেলতো! বুকের ভিতরে পশে', তুলেছে সে এমন পাষাণ-চূর্ণ-করা বিদ্রোহ। (পত্র পাঠ) "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—মেবার পণ—সে কুমারীকে দিল্লীতে নিয়ে যেতে দেবো না—যদি যায়, আপনি জানবেন, মূলচ্যুত আরাবল্লী মেবারকে পৃথিবীগর্ভে সমাধিস্থ ক'রেছে।" না মহীয়ান্ না—তোমার আরাবল্লী—চির-অচঞ্চল, চির-অকম্প—আকাশের মহত্বের মুকুট-পরা শৈলরাজ ভাঙ্‌বে কেন? তার মাথার উপরে তারার ফোয়ারা, পদতলে অগণ্য তৃষিতের তৃপ্তিধারা, শিরোদেশ থেকে তলদেশ—যার অঙ্গে যুগ যুগান্তের বীরত্ব-কাহিনী তড়িতোজ্জ্বল অক্ষরে লেখা, সে আরাবল্লী ভাঙ্‌বে কেন? তাকে আঘাতের কল্পনায় শত সাম্রাজ্য চূর্ণ হবে মহীয়ান্। (পত্র বক্ষের মধ্যে লুকাইয়া) নয় কি আমার এ বিজয়োৎসব? কাশ্মীরীবাই সম্রাটমহিষী হয়েছিল—আস্‌বার সঙ্গে সঙ্গে হ'ল কিনা সে সকল বেগমের শিরোমণি; কিন্তু উৎসব ক'রতে গিয়ে চোখের কোণ দিয়ে কতকগুলো অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—উঃ! কি বেগেই না তারা ছুটলো—আমার উৎসবের সমস্ত আয়োজন পুড়িয়ে দিলে! আর আজ—চুপ্—চুপ্—ধৈর্য্য ধর্ বিজয়িনী! উৎসব-মুখে অশ্রুস্রোতে ভেসে যাস্ নি।—সাকী!—আমাকে সরাব দিলি নি?

বাঁদীর পুনঃ প্রবেশ

বাঁদী। এই যে দিলুম বেগম সাহেব!

উদি। সত্যি?

বাঁদী। পিয়ালা এখনও বিশ্রাম নেয় নি হুজুরাইন! (পাত্র প্রদর্শন)

উদি। বুঝেছি—যা। সরাব সঙ্গোপনে আমার রসনা স্পর্শ ক'রেছে। এইবারে সে বুঝেছে, আর এ জীবনে সে আমাকে নেশা দিতে পারবে না—যা।

বাঁদী। তা হ'লে আর সরাব খাবেন না?

উদি। আর মানে 'করে? মনে ক'রেছিস্—আজ? শুনলি না, সে আমাকে নেশা দিতে পারলে না। সে আমার অধর ছুঁয়ে নিজেই নেশায় বুঁদ হয়ে গেল। পেটে পড়তে না পড়তে ঘুমিয়ে পড়লো! সাকী! আর সে জাগবে না। যদি জাগে, তখন বুঝবি তোর হুজুরাইনের হৃৎপিণ্ড নিথর হয়ে গেছে।

বাঁদী। শুনে আনন্দ যে আমি ধ'রে রাখতে পারছি না বেগম সাহেব!

উদি। আমিও পারছি না। না—না—দাঁড়া—ক্ষণেক দাঁড়া—কেও?

তয়বর খাঁর প্রবেশ

যা বাঁদী—যা।

বাঁদীর প্রস্থান

একি সেনাপতি? উৎসবের নিমন্ত্রণ ক'রলুম—হবে এমন চোরের মত এখানে প্রবেশ ক'রলে কেন?

তয়। পুত্র বেগম সাহেব?

উদি। ঘুমুচ্ছে।

তয়। শীঘ্র তাকে তুলে দিন—

উদি। না তুলে দিলে কি তার বিপদ হবে?

তয়। হবে কি—হয়েছে।

উদি। আহা! বাছা আমার অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

তয়। তুলে দিন—তুলে—দিন। নইলে, এই সুনিদ্রাই হবে তার চিরনিদ্রা। তাকে বন্দী ক'রবার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গেছে। পলকের মত সময়ের ফাঁক, আমি তার ভিতর দিয়ে তাকে রক্ষা ক'রতে এসেছি।

উদিপুরীর অবনত মস্তকে পাদচারণ

তয়। ওকি ক'রছেন বেগম সাহেব! কথার গুরুত্ব কি আপনার বোধে এলো না।

উদি। এসেছে সেনাপতি! কিন্তু তয়বর খাঁ, তোমাকে দিয়ে তার উদ্ধার আমার ভালো লাগছে না কেন?

তয়। দেখ্‌ছি বেগমসাহেব, আপনার মাথা ঠিক নেই।

উদি। বোধ হয়। সেনাপতি! মাথাটাই বুঝি ঠিক নেই।—এত উল্লাস ক্ষুদ্র নারী বুঝি আয়ত্ত ক'রতে পারছে না!

তয়। দুর্ভাগ্য!

উদি। কার সেনাপতি?

তয়। আর কার—এখন দেখ্‌ছি আমার। আমার অগাধ স্নেহ আপনার পুত্রকে দিয়ে, আমার সকল সৌভাগ্য নষ্ট ক'রেছি।

উদি। তয়বর খাঁ! (চক্ষু দেখাইয়া) এ মরুভূমিতে এর পূর্ব্বে আর কখন কি জল দেখেছিলে?

তয়। বেগম সাহেব!

উদি। আজ এটা গ'লে গেছে—মরুভূমি বুঝি সাগর হ'ল! পুত্রকে অনেশ্বরে পাঠিয়েছিলুম, আর সে ফিরবে না জেনে। সে ফিরে এলো—শুধু এলো না তয়বর খাঁ—সে এমন উপহার সঙ্গে নিয়ে এলো যে, দেখামাত্র এই দু'টো নীল পাথর ভেদ ক'রে জলের ফোয়ারা ছুটে গেল।

তয়। (করজোড়ে) হুজুরাইন্।

উদি। ওকি—ওকি প্রবীণ—পিতৃতুল্য সেনাপতি!

তয়। মা! চোখে যে জল আছে, এ কঠোর বৃদ্ধও এর পূর্ব্বে আর কখনও জানতো না। এ পরীর রাজ্যে প্রবেশ ক'রলুম—আত্মহারা—চোখের জল ফেললুম, কিন্তু এখনও অন্ধত্ব ঘুচলো না আমার!

উদি। ঘুচেছে সেনাপতি, জীবনে প্রথম দেখার চোখ পলকের

অনেক দূরে লুকিয়ে থাকে—পলক তাকে আবরণ ক'রতে পারে না। অশ্রু তাকে উজ্জ্বল করে।

তয়। বুঝেছি মা আর আমাকে কিছু ব'লতে হবে না।

প্রস্থানোদ্যত

উদি। অপেক্ষা—অপেক্ষা—লহমার জন্য। তুমি ত আর একবার আমার পুত্রকে রক্ষা ক'রবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলে—

তয়। হয়েছিলুম—

উদি। তারপর—

তয়। আমার সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হয়ে গেল।

উদি। দেখতে পাও নি?

তয়। দেখেছিলুম—ধ'রেছিলুম। তাকে আনতে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রেছিলুম, তোমার পুত্রকে স্থান-চ্যুত ক'রতে পারি নি।

উদি। মা ব'লে কি রহস্য ক'রতে এলে তয়বর খাঁ? রুস্তমের তুল্য শক্তিশালি তুমি—

তয়। সে আকর্ষণে পাহাড়ের মাথাও বুঝি নত হ'ত। কিন্তু তোমার পুত্র টললো না।

উদি। এ যে বিচিত্র কথা!

তয়। আগে আমারও বিচিত্র মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন আর তা মনে হচ্ছে না—তার মাকে দেখে। মা! এখন যেন বুঝতে পারছি —যখন অপারক হয়ে ফিরি, সেই রূপনগরের সুসজ্জিত ঘরখানাকে কাঁপিয়ে তোমার পুত্র ব'লেছিল—"দেহের বলই বল নয়—মনের বলও বল নয়। বল—এই ক্ষুদ্রদেহে মাতৃশক্তির প্রেরণা। মা যাকে ধ'রে আছে, তাকে কেউ স্থানচ্যুত ক'রতে পারে না।"

উদি। এ জেনেও আবার তুমি আমার পুত্রকে রক্ষা ক'রতে ছুটে এসেছ!

তয়। ধৃষ্টতা—মা! বুদ্ধিহীনের ধৃষ্টতা।

তয়বরের প্রস্থান

উদি। হাঁরে ছেলে, তোরই কেবল 'মা আছে—আমার নেই? মা-মা! শৈশবে তোমাকে চিনি নি—কৈশোরে তোমাকে দেখি নি, যৌবনে তোমাকে স্মরণেও আনি নি—এখন চোখ বুজে দেখি তোমার রূপের আভাস। সর্ব্বশক্তিময়ী সুস্পষ্ট হও মা—হৃদয়ে এস—বাক্যে এস—চলাচলে এস—ভ্রূভঙ্গে এস।

নেপথ্যে বাহকের কণ্ঠস্বর

এস স্বামিন্, এস দুনিয়াজয়ী আলমগীর্! মিলন-বিরহের এমন সন্ধিক্ষণ—তুমি না দেখলে দেখবে কে?

আওরঙ্গজেব ও আকবরের প্রবেশ

আও। আকবর! তুমি পার্শ্বের কক্ষে অবস্থান কর।

আকবরের প্রস্থান

উদি। আসুন মহামহিমান্বিত সম্রাট! বাঁদীর সৌভাগ্য পূর্ণ হ'ক।

আও। বা! বা! আমার আসবার আগেই তুমি নিজেই যে সৌভাগ্য উথলে দিয়েছ প্রিয়তমে!

উদি। দুনিয়াজয়ী! সমালোচনা ক'রবেন না—কেবলমাত্র আমার বাহিরটা দেখে। ভিতরের অতি নগণ্য অংশ বাহিরটাতে ছট্‌কে এসেছে জাঁহাপনা!

আও। তোমার বিজয়োৎসবের আমিই একমাত্র অতিথি নাকি প্রিয়তমে?

উদি। না সম্রাট, আপনি প্রধান!

আও। আর যারা, তারা কি এইখানেই আসবে?

উদি। সম্রাটের আদেশ হয়—আসবে।

আও। তোমার বিজয়োৎসবের অর্থ আমি এখনও বুঝতে পারি নি। মিথ্যা ব'লব কেন, আমি এসে যেন কিছু লজ্জা বোধ ক'রছি।

উদি। বাঁদীর গৃহে প্রভু এসেছেন, এতে লজ্জা কি?

আও। প্রভু যদি একা আসতো। তারাও ত উৎসব জেনে আসবে?

উদি। আসবে কি এসেছে।

আও। এরাদৎ তোমার পুত্রকে বন্দী ক'রতে পারে নি, তাই কি এই উৎসব।

উদি। জাঁহাপনা।

আও। সে মুক্তি পেয়েছে, এটা তুমি মনে ক'র না!

উদি। এমন অন্যায় মনে ক'রব কেন! সে যে আর দিল্লীতে ফিরে আসবে না, এ কথা আমি তাকে জানিয়ে রূপনগরে পাঠিয়েছিলুম।

আও। ভাল, কেবলমাত্র দিলীর খাঁকে নিয়ে এস। (উদিপুরী প্রস্থানোদ্যতা) তাই ত, দিলীরও শেষকালে আমার সঙ্গে মিথ্যা ব্যবহার ক'রছে! এরাদতের পরাজয়-বার্ত্তা নিশ্চয় এ নারী তার কাছে জেনেছে। আর একবার ফেরো ত প্রিয়তমে! রূপকুমারী দিল্লীতে এলে তার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা ক'রব?

উদি। সে কি দিল্লীতে আসবে?

আও। ও! এইবারে তোমার 'বিজয়োৎসব' বুঝে নিয়েছি। তোমার মাথার খেয়াল তোমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে, সে আসবে না। সুতরাং আমি স্ত্রী-পরাজিত। কেমন, এই ত তোমার বিজয়োল্লাস বেগম সাহেব?

উদি। না জাঁহাপনা।

আও। তাও না?

উদি। তার কথা আমার মনেও ছিল না?

আও। (ব্যঙ্গস্বরে) মনেও ছিল না?

উদ। মিথ্যা কই নি জাঁহাপনা! আমার এ বিজয়োল্লাস কাশ্মীর-কুসুমের আকর্ষণ পর্য্যন্ত ছিঁড়ে দিয়েছে।

আও! তোমার ছেলে তার সঙ্গে যে সম্পর্ক পাতিয়েছে, তাতে আমার ত নয়ই, কোনও সা'জাদারও তাকে বিবাহ করা চ'লবে না।

উদ। ভাল, যদি তাকে আনতে পারেন—আমার কন্যা সে—আমাকে ভিক্ষা দেবেন।

আও। 'যদি' মানে কি?

উদ। আমার সে শুভ-অভিলাষ যে পূর্ণ হবে না জাঁহাপনা!

আও। হবে না?

উদ। সে যে হতে পারে না সম্রাট!

আও। তা হ'লে সঙ্কোচ কেন, মুক্তকণ্ঠে বল, আমি স্ত্রী-পরাজিত।

উদি। আর, স্বপ্নেও সে কথা ব'লতে পারব না।

দিলীর। (নেপথ্যে) আমি কি যেতে পারি জাঁহাপনা।

আও। এস উজীর!

দিলীরের প্রবেশ

বিশেষ কোন প্রয়োজন?

দিলীর। আমি ত আর বৃথা সময় নষ্ট ক'রতে পারি না সম্রাট! তাই গৃহকর্ত্রীর নিকট বিদায় নিতে এসেছি।

আও। দিলীর! সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ-পদারূঢ় যে, সে যদি তার প্রভুর সঙ্গে প্রতারণা করে, তার কিরূপ শাস্তি?

দিলীর। জীবন্ত তার দেহের ছাল তুলে ফেলাই উপযুক্ত শাস্তি জাঁহাপনা!

আও। সে আসবে না—তোমায় কে ব'ললে বেগম সাহেব?

উদি। যেই বলুক, এ মহাত্মা নন, জাঁহাপনা ?

আও। ও! তা হ'লে অনুমান ?

উদি। আগে অনুমান ছিল। এখন ব'লছি সত্য—সত্য সে আসবে না। আসতে পারে না।

আও। রাত্রি অনেক হয়েছে, যাও—নিদ্রায় মত্ত চক্ষুকে বিশ্রাম দাও।

উদি। বিশ্রাম তুমি দাও সম্রাট, তোমার প্রতারক চক্ষুকে। জেগে, সরল দৃষ্টি দিয়ে দুনিয়া দেখা অভ্যাস কর।

রাজসিংহের লিখিত পত্র নিক্ষেপ। দিলীর ব্যস্ততার সহিত পত্র তুলিয়া আওরঙ্গজেবের হস্তে দিলেন—আওরঙ্গজেব পত্র পাঠান্তে তাহা শতধা ছিন্ন করিয়া নিক্ষেপ করিলেন

দিলীর। এর পর যদি আমাকে অপরাধী করেন জাঁহাপনা, তা হ'লে যে প্রভুর তৃপ্তিসাধনের জন্য জীবনে সহস্র অকার্য্য ক'রেছি, আজ তার চরম ক'রে দুনিয়া থেকে স'রে যাব।

আও। আকবর!

আকবরের প্রবেশ

দিলীর! থাকতে ইচ্ছা কর ?

দিলীর উদিপুরীর মুখের পানে চাহিল

উদি। আর কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা—আমার অনুরোধ।

আও। আকবর! এই জালিয়াৎনীকে বন্দী কর!

উদি। মহাত্মা উজীর! এইবার বলুন—সত্য বলুন—সে আসবে ?

দিলীর। না হুজুরাইন্, সে আসবে না।

উদি। দূরে দাঁড়াও আকবর! আমি নারী, তোমার ও শৃগাল চক্ষুর অন্তরালে যেতে আমার ক্ষমতা নেই! দাঁড়াও—দাঁড়াও।

কাম্‌বক্‌সের বেগে প্রবেশ

কাম। দাঁড়া হতভাগ্য দাঁড়া। ও হীনকে ওরূপ মিষ্টভাবে ব'লছ কেন মা—যে তার মায়ের পবিত্র অঙ্গে হাত তুল্‌তে এসে হীনতায় পশুকেও পরাস্ত ক'রেছে!

আক। পিতা!

কাম। দুর্বৃত্ত কি গায়ে হাত দিয়েছে মা?

উদি। না বৎস, সে দুর্ভাগ্য এখনও ওর হয় নি।

আও। গায়ে হাত দিলে কি কর্‌তে কাম্‌বক্‌স্?

কাম। এ কথার আর উত্তর দেবো না পিতা, যে হেতু আমার এই নির্ব্বোধ ভাইয়ের দেখ্‌ছি এখনও পুণ্য আছে।

*[আও। কাম্‌বক্‌স্! তুমি বিদ্রোহী—তোমার মায়ের সঙ্গে তোমাকেও আমি বন্দী ক'রব।

আক। এখনি—যদি আদেশ না করেন পিতা, তা হ'লে বুঝবো, আপনি আমাকে যে অধিকার দিয়েছেন, তা মূল্যহীন।

কাম। আমি যে বন্দী হবার নয় পিতা!

আও। মানে কি?

কাম। আমি চিরমুক্ত—অস্ত্র আমাকে কাটতে পারবে না, অগ্নি আমাকে দগ্ধ ক'রতে পারবে না।

আও। ও! তুমি দারা?

কাম। না সম্রাট, আমি সে মহাপুরুষের গোলামের গোলাম।

আও। কাফের—কাফের।]* আকবর! বীরের গর্ব্ব যদি বিন্দু-মাত্রও তোমাতে থাকে—এখনি দুরাত্মাকে বন্দী কর!

আকবর বংশীধ্বনি করিলেন

সশস্ত্র সিপাহিগণের প্রবেশ

উদি। আপনার পুত্রকে বন্দী ক'রবার আগে [illegible] আপনার ভ্রান্ত বার্দ্ধক্যকে বন্দী করুন।

আও। শৃঙ্খলাবদ্ধ কর—শৃঙ্খলাবদ্ধ কর।

আক। ধর—ধর—সঙ্কোচ ক'র না—ধর ধর।

জয়সিংহের বেগে প্রবেশ

জয়। অপেক্ষা—এত শীঘ্র নয় সা'জাদা আকবর! তোমার এই নিরস্ত্র ভাইয়ের পশ্চাতে তার এমন এক দেহরক্ষী ভাই আছে, যার শেষ নিশ্বাসের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত আজ তার মহান্ পিতাকেও তার অঙ্গ স্পর্শ ক'রতে দেবে না। (সকলের সাশ্চর্য্যে নিরীক্ষণ)

আক। কে তুমি?

জয়। তুমি আমার পরিচয় জানবার যোগ্য নও, সম্রাট-পুত্র!

আও। কে তুমি বৎস?

জয়। দিল্লীশ্বর! অগ্রে আপনার এই শক্তিমান্ পুত্র আর তার সহচরদের স্থানত্যাগে আদেশ করুন। (অভিবাদন)

আওরঙ্গজেব আকবরকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন

আক। বিশ্বাস ক'রবেন না পিতা—ও আততায়ী—ষড়যন্ত্র।

উদি। মায়ের অপমান ক'রলে, তোমার পিতারও মর্য্যাদা যথেষ্ট রাখলে—আমার পার্শ্বে এই যে, (দিলীরকে দেখাইয়া) সশস্ত্র বৃদ্ধ বীর দাঁড়িয়ে আছেন, এঁরা মানটা আর মাটীতে লুটিয়ে দিয়ো না সম্রাট-পুত্র! এ দাঁড়িয়ে আছে।

দিলীর। নিশ্চিন্ত—চ'লে যাও—সা'জাদা! নইলে সম্রাটের ইচ্ছা পূর্ণ ক'রতে আমাকেই বাধা হ'তে হবে।

আকবর ও সিপাহিগণের প্রস্থান

আও। যুবক! তোমার অসমসাহসিকতায় আমি পরম সন্তুষ্ট হয়েছি! কে তুমি?

জয়। আমি রাণার পুত্র। (সকলের চমৎকৃত ভাব)

দিলীর। শুধু পুত্র?

জয়। পুত্র এবং উত্তরাধিকারী।

আও। নিদর্শন?

জয়। সম্রাটের কি জানা আছে?

আও। আছে বৎস! অমরধর তৃণবলয়। (জয়সিংহ আস্তেন ছিঁড়িয়া দেখাইলেন) তবে আর শেষটা ব'লতে তুমি কুণ্ঠিত হ'চ্ছ কেন? এইবারে বল তুমি জ্যেষ্ঠ। বল—বল—তুমি জ্যেষ্ঠ—

ভীমসিংহের প্রবেশ

ভীম। না সম্রাট, জ্যেষ্ঠ আমি। জয়সিংহ! (সকলে বিস্মিত-ভাবে ভীমসিংহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রল)।

জয়। একি—একি! দাদা! দাদা—(নতজানু) মহানুভব সম্রাট সাক্ষী—আমি বলি নি—আমি বলি নি। তুমি জ্যেষ্ঠ—তুমি জ্যেষ্ঠ! সম্রাট! আপনি এই হাত থেকে তৃণবলয় খুলে নিয়ে পিতার জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যাধিকার প্রদান করুন।

ভীম। (জয়সিংহকে আলিঙ্গন-বদ্ধ করিয়া) না ভাই, তুমিই রাজ্য গ্রহণ কর। সম্রাট! এ রাজ্য পেয়েছে—আমি সে রাজ্যের বিনিময়ে মা পেয়েছি। দুনিয়ার সাম্রাজ্য একদিকে—আর আমার—আমার সে মন্দরাণী মা একদিকে। দুনিয়া আমার মাকে সেলাম ক'রে চ'লে যাক্ —দুনিয়ার বিনিময়েও আমার সে মা দেব না।

আও। তুমি এখানে কেমন ক'রে এলে ভীমসিংহ? (সকলে চমৎকৃত হইয়া উভয়কে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল)

ভীম। আরাবল্লী পাহাড়ে আমি ইচ্ছামত বিচরণ ক'রছিলুম, এমন সময় দেখি, ঘাটের পথ দিয়ে সম্রাট-পুত্রের সঙ্গে রাণা-পুত্র। বিস্ময়ে বরাবর সঙ্গে এসেছি। আজমীর ফটকের ধারে এক মহানুভব ফকির —একি সম্রাট ফকীর—ফকীর সম্রাট আলমগীর্! (নতজানু)

আও। (সহাস্যে) ফকীরের আবরণকে রহস্য ক'রেছিলুম প্রিয়তম। যথার্থ-ই আজ তোমার বিজয়োৎব প্রিয়তমে! বাবর থেকে আরম্ভ ক'রে আজও পর্য্যন্ত দিল্লীশ্বরের যে সৌভাগ্য হয় নি, তোমার পুত্র সে ভাগ্য অর্জ্জন ক'রেছে। রাণার পুত্র তার দেহরক্ষী। এস প্রিয়—তোমাদের উভয়কে একসঙ্গে তিরস্কার করি।

কাম্‌বক্‌স্ ও জয়সিংহের উষ্ণীষ বিনিময় করিয়া দিলেন

(ভীমসিংহের প্রতি) তোমাকে আর কি দেব বৎস! (মুকুটে হস্তক্ষেপ)

ভীম। সম্রাট—সম্রাট! ক্ষমা।

আও। কেন? তোমার সে দুনিয়ার অধীশ্বরী মাকে দেখাবে?

ভীম। (করযোড়ে) মহানুভব দিল্লীশ্বর! তরুতল আমার আশ্রয়।

আও। বেশ আত্মরক্ষার প্রয়োজন—এই অস্ত্র নাও।

অস্ত্রদানোদ্যোগ

ভীম। যদি দুর্ভাগ্যবশে এই অস্ত্র আপনার বিরুদ্ধে উত্তোলন করি?

আও। ক্ষুদ্র বালক! আমি আলমগীর্।

ভীমসিংহের অস্ত্র গ্রহণ ও বারংবার অভিবাদন

তৃতীয় দৃশ্য

দিল্লী—উদ্যানপথ

রামসিংহ

রাম। *[যে সে আমাকে বলে মূর্খ। সত্যই ত আমি মূর্খ। কিন্তু মূর্খ হ'বার যে কি সুখ, এ হতভাগ্য পণ্ডিতগুলো কেউ জানে না। মনের নেশায় রূপনগর গেলুম, চোখের নেশায় পাগল হলুম—কিন্তু এখন প্রাণের নেশায় মস্‌গুল হয়ে গেছি। পণ্ডিত হ'লে কি হ'তে পারতুম। রাজসিংহ—দূর থেকে তোমাকে দেখলুম—আর তুমি যাকে নিয়ে গেলে—অহহহ—কিন্তু দূরে দাঁড়িয়ে কত নাচলুম, তুমি ত দেখতে পেলে না রাণা! পণ্ডিত হ'লে কি নাচতে পারতুম। যত বেটা মূর্খপণ্ডিত পৃথিবীটাকে আগুনের মত তাতিয়ে দিয়েছে। মূর্খগুলো যে একটু ঠাণ্ডাপায়ে দাঁড়াবে তার উপায় রাখে নি। কি আপদ্, সা'জাদা আকবর আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হুকুম করে' গেল, তা কতক্ষণ এমন করে দাঁড়িয়ে থাকব। তপ্ত দিল্লীর মাটীতে পা দু'টো যে পুড়ে ছাই হবার যোগাড় হ'ল। ওকে—শ্যামসিংহ? পথের মাঝে ভাগ্নীর কি অবস্থা হ'য়েছে বুড়ো-বেটা জানে না—তাই মুখখানায় এখনও কি একটা, কি একটা—কি যেন একটা বিষম 'কি' মাখানো রয়েছে।]* আসুন—আসুন বিকানীরপতি!

শ্যামসিংহের প্রবেশ

শ্যাম। এইবার তোমাকে পেয়েছি।

রাম। (হাস্য) পাওয়া হয়েছে সেকি আজ! লোকে বলে—আমাকে ভূতে পেয়েছে, আমি বলি না না! পেয়েছেন যিনি—তিনি বিকানীরপতি শ্যামসিংহ!

শ্যাম। নে নির্লজ্জ কাপুরুষ, অস্ত্র ধর্—

রাম। (অস্ত্র বাহির করিবার অভিনয়) আপনার সঙ্গে লড়াই—কোন্ হাতে অস্ত্র ধ'রব বুদ্ধ—যেহেতু দক্ষিণহাতে অস্ত্র ধ'রতে আমাকে একটু সলজ্জ হতে হচ্ছে।

আকবরের প্রবেশ

আক। ব্যাপার কি—ব্যাপার কি বিকানীরপতি ?

শ্যাম। আগে এ মূর্খটাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দি'—তারপর ব্যাপার ব'লছি সা'জাদা !

রাম। আগে ব্যাপারটা ব'লে এ মূর্খটাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিন, কেন না এ বিশাল বপুকে এক বিঘৎ সরাতেই আপনাকে অন্ততঃ তিনবার থাপি খেতে হবে।

আক। অপেক্ষা করুন। মহা-মহিমান্বিত সম্রাট আলমগীরের আদেশ আপনি কি শোনেন নি ?

শ্যাম। না ত সা'জাদা !

আক। এই দেখুন—(ফরমান প্রদান)

শ্যাম। (পাঠান্তে) আপনি আপনি—(বার বার সেলাম করণ) আপনিই এখন এই বিশাল মোগল-সৈন্যের অধিনায়ক।

আক। আপনি সম্রাটের একজন বিশিষ্ট মন্‌সব্‌দার। আপনি কালবিলম্ব না ক'রে আপনার সমস্ত পলটন নিয়ে আজমীরে আমার অপেক্ষা করুন।

শ্যাম। কার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে হবে, একথা এ অধীনকে বল্‌লে কি কিছু ক্ষতি হবে ?

আক। ঠিক যুদ্ধ নয়—কর আদায়। মহামান্য পিতা রাণা রাজসিংহের মাথার উপর জিজিয়া কর ধার্য্য ক'রেছেন।

শ্যাম। ক'রেছেন?

আক। ক'রেছেন। এবং আমার উপরেই সেই কর আদায়ের ভার দিয়েছেন।

শ্যাম। বা! মহিমান্বিত সম্রাট—বা। ধন্য আপনার বিবেক-বুদ্ধি!

আক। আপনাকে ও ভাই রামসিংকে আমার সঙ্গে যেতে হবে!

শ্যাম। হবে কেন সম্রাট-পুত্র, এইখান থেকেই আমরা চ'লতে আরম্ভ ক'রলুম।

আক। আপনাদের বিবাদ?

শ্যাম। এইখান থেকেই মিটে গেল—কি বল রামসিংহ?

রাম। হাত দু'টো বিস্তার করুন বিকানীরপতি! (উভয়ে আলিঙ্গন) আ! বিকানীর! আপনার বুকে কি ভয়ানক জ্বালাময়ী ভক্তি!

আক। বস্—এইবারে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে যেতে পারি?

শ্যাম। নিশ্চিন্ত—নিশ্চিন্ত চলে' যান সা'জাদা! সা'জাদা আকবরের জয় হ'ক।

আকবরের প্রস্থান

রাম। আনন্দ—কি আনন্দ, আমাদের বিকানীরপতি!

শ্যাম। নিশ্চয় আনন্দ—রাণার এতটা দাম্ভিকতা দেখানো কি ভালো হ'য়েছে?

রাম। সা'জাদার আদেশে যখন রাণার মুণ্ডটা আমরা কচাৎ ক'রে কেটে ফেলবো তখন আরও কি আনন্দটাই না হবে।

শ্যাম। কিছু কর দিলেই ত সব মিটে যেত—তাতে রাণার মর্য্যাদার কি এমন লাঘব হ'ত!

রাম। শুধু কি তাই—দাম্ভিক রাণা যে দুষ্কার্য্য ক'রেছে—

শ্যাম। আবার কি—

রাম। তাতে তার মুণ্ডমালা কেটে ফে'ললেও আমার রাগ যাবে না।

শ্যাম। রাণা আর কি ক'রেছেন রামসিংহ ?

রাম। আপনি রাণার বিরুদ্ধে এইখান থেকেই অস্ত্র উত্তোলন করুন।

শ্যাম। আমি যে তোমার কথার কিছুই বুঝতে পারছি না।

রাম। সে কি একটা ছোটখাটো 'কি'—যে ব'ললেই বুঝবেন। শুনুন। (শ্যামসিংহের কর্ণে অনুচ্চস্বরে কথন) রাণা পথের মাঝে আপনার ভাগনীকে লুটে নিয়ে গেছে।

শ্যাম। বল কি রামসিংহ!

রাম। চুপ—চুপ—দিল্লীর কেউ জানে না—জানবে তখন, যখন—আপনি সেই পাপিষ্ঠ রাণাকে বধ ক'রে তার অন্তঃপুর থেকে আপনার ভাগনীর চুলের মুঠি ধ'রে তা'কে আবার দিল্লীর হারেমে প্রবেশ করা'বেন।

শ্যাম। এই এমন মহাপুরুষের বিরুদ্ধে আমাদের অস্ত্র ধ'রতে হবে ?

রাম। ধ'রতে হবে কি—ধ'রেছি। (শ্যামসিংহ মস্তকে হাত দিয়া দাঁড়াইলেন)

শ্যাম। এর নামই কি দাসত্ব—রামসিংহ ?

রাম। না রাজা, না—এর নাম শক্তি। আলমগীর্ যেমন ব'লবে; 'শ্যামসিংহ, রামসিংহের মাথাটা কেটে ফেল'—অমনি আপনি আমার মাথাটা কেটে ফেলবেন। আবার আলমগীর্ যেমন ব'লবে, রামসিংহ, শ্যামসিংহের মাথাটা কেটে ফেল।' আমি অমনি দ্বিধা না ক'রে আপনার মাথাটা কচ্ ক'রে কেটে ফেলব। তারপর যেমনি আলমগীর্ ব'লবে, শ্যামসিংহ, রামসিংহ এইবারে তোমরা দু'জনে সেই দুর্ব্বৃত্ত রাজসিংহকে কেটে ফেল।' তখনি আমরা দু'টো কবন্ধ এমনি ক'রে জড়াজড়ি ক'রে, উল্লাসে নৃত্য ক'রতে ক'রতে, সেই দুর্ব্বৃত্তের মাথাটা ঘ্যাডাং ক'রে কেটে ফেলবো।

শ্যাম। হা দুর্ভাগ্য, অথচ আমাদের যেতে হবে।

রাম। ধিক্ রাজা, এখনও হবে! (হাত ধরিয়া) এস—আর বল চ'লেছি—চ'লেছি—চলেছি।

উভয়ের প্রস্থান

শ্যামসিংহকে লইয়া দিলীরের প্রবেশ

দিলীর। রাজা! আপনার যদি কোন সঙ্কোচ বোধ হয়, আপনি এ যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকতে পারেন, তাতে আপনি সম্রাটের বিরাগ-ভাজন হ'বেন না নিশ্চয়!

শ্যাম। সাধারণ যুদ্ধ মনে ক'রে জনাবালি, আমি উল্লাসের সহিত যোগ দিতে এসেছি, কিন্তু যখন শুনলুম, আমার ভাগিনেয়ীকে উদ্ধারের জন্যই রাণার বিরুদ্ধে এ বিরাট যুদ্ধের আয়োজন, তখন—জনাবালি—আমার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করুন।

দিলীর। কোন ভয় নেই রাজা, এ যুদ্ধ—যুদ্ধ নয়, দুই মহাশক্তির পরস্পরের সহিত চিরদিনের জন্য সম্মিলনের আয়োজন। সে মিলন কখন্ কি অবস্থায় হ'বে আমি এখনও বল্‌তে পারছি না বিকানীর-পতি। কিন্তু স্থির জানি—হ'বে। স্থির জানতুম—হ'বে; হ'তেই হবে। তাই জেনে আমি আমার প্রভু দারা সেকোর হত্যাকারীর নক্‌রী গ্রহণ ক'রেছিলুম।

শ্যাম। এর উপর আমি আর কোন কথা বল্‌তে ইচ্ছা করি না।

দিলীর। আমি পাগলের মত বলছি না রাজা, আমি দেখেছি। সম্রাট হিন্দুর বিশ্বেশ্বরের মন্দির চূর্ণ করে, সে স্থান অনায়াসে আবর্জ্জনার স্তূপ ক'রে রাখতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেন নি। মন্দির ভেঙ্গে মস্‌জিদ স্থাপন ক'রেছেন। যেখানে পূর্ব্বে বিশ্বেশ্বরের আরতি হ'ত, সেখানে একেশ্বরেরই স্তব হ'চ্ছে।

শ্যাম। উজীর সাহেব, আমাকে আলমগীরেরই সৈনিক ব'লে জান্‌বেন।

চতুর্থ দৃশ্য

আরাবল্লী—উপত্যকা

দয়ালসা ও সরদারগণ

দয়াল। সরদারগণ! আপনারা সকলে যে যার স্থান নির্দ্দেশ ক'রে বসুন।

ঝালা। আ! কত যুগ পরে!

সকলে। কত যুগ পরে!

গঙ্গা। সেই রাণা প্রতাপ—আর এই রাণা রাজসিংহ! এই তৃণাসনে দরবার—মেবারীর স্মৃতিতে মাত্র যা লেখা ছিল—আজ তা আবার পরিণত হ'ল বাস্তবে।

দয়াল। কেবল একটি বস্তু আর মিলবে না ঝালা সরদার! সেটি মেবার বাসীর স্মৃতিতেই বুঝি রয়ে গেল। সেই দেওয়ান-শ্রেষ্ঠ ভীমসা! আকবরের সঙ্গে যুদ্ধে সর্ব্বস্বান্ত, স্থানচ্যুতে, হতাশ প্রতাপসিংহের সম্মুখে যে দাঁড়িয়েছিল। তার বিশাল বক্ষ ছিল উন্মুক্ত। পূর্ণ প্রসারিত ছিল তার অঞ্জলি-বদ্ধ বাহু। আর সেই অঞ্জলিতে তার পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষের সঞ্চিত সর্ব্বস্ব—

গঙ্গা। বিশকোটী টাকা!

দয়াল। ঝালা সরদার! সব মিলবে—মিলবে না কেবল সেই মহাপুরুষ—রাজপুত জাতির নিরাশ হবার পূর্ব্বক্ষণে, যিনি সেই সর্ব্বস্ব বিনিময়ে তাদের পূর্ণমর্য্যাদা কিনে এনেছিলেন।

ঝালা। না দেওয়ানজী, আমি আপনাতে তাঁকেই দেখছি!

সকলে। আমরাও দেখছি দেওয়ানজি।

গঙ্গা। রাণা প্রতাপ এখন রাজসিংহ—প্রতাপের দেওয়ান যিনি ভীমসা, তিনিই এখন রাজসিংহের দেওয়ান চন্দাবৎ দয়ালসা।

দয়াল। পাগলের মত ব'ল না গঙ্গাদাস।

গঙ্গা। সে আমাকে ব'লতে হয় নি দেওয়ানজি! ব'লেছে যে, সে সেই মহানুভব ঝালারই বংশধর। যিনি আপনাকে প্রতাপ ব'লে প্রতাপের রক্ষায় হল্‌দি ঘাটে প্রাণ দিয়েছিলেন।

দয়াল। তবে যা আছে, তা ছিল, আছে, থাকবে। ধর্ম্মের গ্লানির সময় যদি অবতার পুরুষকে আসতে হয়, জাতির গ্লানির সময় মহাত্মাও ফিরে আসেন। সত্য হয় তার অস্ত্র, ত্যাগ হয় তার ধর্ম্ম।

গরীব দাসের প্রবেশ

দয়াল। খবর কি?

গরীব। খবর—আকবরের সময় এক লক্ষ—এবারে তিন লক্ষ। আর তারা এলো ব'লে। আরবল্লীর চূড়ায় উঠলে এখনই বোধ হয় তাদের দেখতে পাওয়া যায়।

দয়াল। রাণা।

রাজসিংহের প্রবেশ—সকলের সম্ভ্রম প্রদর্শন

রাজ। এসেছি দেওয়ান।—সমস্ত কথা শুনেছ সরদারগণ?

ঝালা। শুনেছি মহারাণা!

রাজ। জিজিয়া কর দেবে?

সকলে। জীবন থা'কতে নয় রাণা।

রাজ। জীবন মানে কি সরদারগণ—তোমাদের জীবন, না জাতির জীবন?

ঝালা। কি ক'রতে হবে, আদেশ করুণ মহারাণা!

রাজ। দেশ, ধর্ম্ম, জাতি—আর যার চিরন্তনী পবিত্রতার উপর জাতির অস্তিত্ব—সেই নারী—সমস্তই আজ বিপন্ন। মহাত্মা প্রতাপের সময় শুধু দেশ বিপন্ন হয়েছিল, আমার বেলায় সব।

দয়াল। এবারে ক'রতে হবে আত্মরক্ষা।

ঝালা। ক'রব দেওয়ান!

রাজ। আত্মরক্ষার কি উপায় স্থির ক'রেছ? (সকলে অসি কোষ-মুক্ত করিল) না সরদারগণ, ওইটাই আত্মরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় নয়।

ঝালা। তবে কি মহারাণা?

রাজ। সম্রাটের সৈন্য তিনলক্ষ। যার তুলনায় আমাদের সৈন্য নগণ্য।

গরীব। তার উপর তার কত কামান—কত নূতন রকমের আবিষ্কৃত অস্ত্র।

দয়াল। শুধু অসির সহায্যে সম্রাটের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করা অসম্ভব।

রাজ। তাই ব'লছি সরদারগণ, রাণা প্রতাপের সময় যেমন, এ সময়েও তেমন, চাই আমাদের আত্মবল। সেই আত্মবলের একমাত্র উপায়—অন্তর বাহিরে শুদ্ধি। যে দোষের জন্য বীর রাণা অমরসিংহ, সতেরো বার যুদ্ধে জয়ী হয়েও জাহাঙ্গীরের কাছে পরাভব স্বীকার ক'রেছিলেন, সে দোষটি কি তোমরা জানো?

ঝালা। আপনিই বলুন রাণা!

রাজ। জীবনের শেষভাগে, বিজয়ী বীর আপনাকে নিরাপদ জেনে বিলাসী হয়ে পড়েছিলেন। রাণার আচরণের অনুকরণের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সরদারও বিলাসী হয়েছিল। মেবার পতনের কারণ এইবারে বুঝতে পারলে ঝালা?

ঝালা। পেরেছি রাণা!

রাজ। বুঝতে পারলে সালুম্ব্রা? তোমরা বুঝতে পারলে—আমার সম্পদ বিপদের সহচর?

সকলে। বুঝেছি রাণা!

রাজ। এখনো আমাদের অনেকের মধ্যে সেই দোষ পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান। যদি তোমাদের জিজিয়া কর দেবার ইচ্ছা না থাকে, দেখতে যদি সাধ না থাকে, চিতোর-বালকদের সহজানন্দের বিলোপ—চিতোরী-নারীর সেই দুঃখাবহ অবস্থার পুনরাবর্ত্তন—তা হ'লে এই বিলাসিতাকে কায়মনোবাক্যে ত্যাগ কর।

সকলে। ক'রলুম রাণা!

রাজ। বেশ—আর এক কথা। মেবারের স্বাধীনতার সঙ্কটকাল উপস্থিত হ'লে, নিজ নিজ স্ত্রী পুত্রদের নিয়ে প্রত্যেক মেবারীকে এক একবার আরাবল্লীর বনাচ্ছন্ন গুহার ভিতরে আশ্রয় নিতে হয়।

সকলে। নেবো রাণা।

রাজ। প্রতিজ্ঞা?

সকলে। প্রতিজ্ঞা।

রাজ। যাও তবে তোমরা প্রস্তুত হও! মহাত্মা প্রতাপের সেই আরাবল্লীর পবিত্র শিলাসন হ'ক আমাদের গৌরবময় মেবার-জীবনের সাধনা-পীঠ।

সরদারগণ। আরবল্লী—আরবল্লী।

রাজ। সাধনায় যদি দেহপাত হয়, হোক্ তাহা ওই পবিত্র পীঠের সম্মুখে। যদি জয় হয়, সেই পীঠই করুক, তীর্থযাত্রীর মুখে জগতে আমাদের জয়-বার্ত্তার ঘোষণা!

সকলে। চল সকলে—আরাবল্লী—আরাবল্লী।

পঞ্চম দৃশ্য

আরাবল্লী—উপত্যকা

* নেপথ্যে মেবারী পুরুষ ও স্ত্রীগণের কোলাহল

চারণগণ নেপথ্যে

গীত

উপরে চাহিয়া দেবতা-সজ্ব নিম্নে চাহিয়া নর।
এস বীর ফিরে আপনার ঘরে ওই যে তোমার ঘর ॥

পুরুষ ও স্ত্রীগণের প্রবেশ

সকলে। আরাবল্লী—আরাবল্লী।

১ম, পু। ভগবান একলিঙ্গের জয়!

২য়, পু। মাতাজীর জয়।

১ম, পু। চল সকলে। ওই আরাবল্লীর বিশাল বাহু। ওই বাহু দিয়ে যত্নে-ধরা আরাবল্লীর হৃদয়—বিপন্ন মেবারীর একমাত্র আশ্রয়।

সকলে। আরাবল্লী—আরাবল্লী।

চারণ বালকগণের প্রবেশ

গীত

উপরে চাহিয়া দেবতা-সজ্ব নিম্নে চাহিয়া নর।
এস বীর ফিরে আপনার ঘরে ওই যে তোমার ঘর ॥

নেপথ্যে—কোলাহল প্রস্থান

অন্ধ, খঞ্জ, আতুর প্রভৃতি নরনারীর প্রবেশ ও প্রস্থান

জনৈক বালকের প্রবেশ ও চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ

খঞ্জ রমণীর প্রবেশ

রমণী। তুই এ দিকে কোথায় চ'লেছিস্ রে হতভাগা সন্তান? তোর বারো বৎসর বয়স হয়েছে—বারো বৎসরের বাদল বীরত্বে একদিন রাজোয়ারা নাচিয়ে দিয়েছিল—ফিরে যা।

বালক। তোকে দেখতেই ত এ দিকে এসেছি। একটা প্রণাম ক'রে যাব না—আ মর্। (প্রণাম)

রমণী। যাও বাপ্—বাদলের গৌরব তোমার লাভ হ'ক।

উভয়ের বিভিন্ন দিকে প্রস্থান

চারণীগণের প্রবেশ

গীত

শুনিনি, শোননি, শোনেনিরে কেহ এমন বিজয়-গান।
দেখিনি, দেখনি, দেখেনিরে কেহ জাগিতে এমন প্রাণ॥
মরা যে জেগেছে, পাষাণ কেঁদেছে, তুষার উঠেছে জ্বলে'।
এক সুরে কয় মেবারের জয় একভাবে পড়ে ঢ'লে॥
খঞ্জ ছুটেছে উঠিতে পাহাড়ে, অন্ধ মেলেছে আঁখি।
ভাই ভায়ে আজ বুকে টেনে নিয়ে হস্তে বেঁধেছে রাখী॥
আবাল-বৃদ্ধ মায়ের সেবক—মায়ের সেবিকা নারী।
বিজয়-নিশান তুলিয়া আকাশে চলিয়াছে সারি সারি॥
ভাষা নাহি জানে কথায় বাঁধিতে এ নব জাগর-গান।
দেখিনি, দেখনি, দেখেনিরে কেহ এমন প্রাণের টান॥

প্রস্থান

গরীবদাসের প্রবেশ

গরীব। যাক্—অন্ধ, খঞ্জ, আতুর—তারা এইবারে নিরাপদ। আর যারা অবশিষ্ট তারা অস্ত্র ধ'রে আত্মরক্ষা করুক। ধিক্ ভীমসিংহ!

অন্ধ হাত দিয়ে, খঞ্জ চক্ষু দিয়ে, আতুর তার শক্তির যে কণাটুকু অবশিষ্ট, তাই দিয়ে দেশ-মাতৃকার সেবা ক'রতে এলো, আর শ্রেষ্ঠ মেবারী—তুমিই কেবল আসতে পারলে না! তুমি বর্ত্তমানে—[illegible] আমাকে ক'রলেন কিনা এ যুদ্ধের সেনাপতি। মেবারের আহ্বান—[illegible] কুমারিকা থেকে শুনতে পেয়ে মেবারী ছুটে এলো, দেশের প্রান্তে ব'সে মেবারী-প্রধান তুমিই কেবল আসতে পারলে না! তোমার মহত্ব স্মরণ ক'রে তোমাকে একবার অভিবাদন করি—আর তোমার কাপুরুষতা স্মরণ ক'রে একবার—না, বার বার তোমাকে বলি—ধিক্ শ্রেষ্ঠ মেবারী—তোমায় ধিক্।

রাজসিংহের প্রবেশ

রাজ। সেনাপতি!

গরীব। আদেশ—মহারাণা।

রাজ। না গরীবদাস আদেশ তোমার। তিন লক্ষ মোগল-সৈন্যের গতিরোধ ক'রতে চ'লেছ—চ'লেছ মেবার রাজের আদেশে—সমস্ত সামন্ত সে আদেশের সাক্ষী। মর্ম্ম যদি তার বুঝতে না পেরেছিলে কাপুরুষ, তবে সে অধিকার নিয়েছিলে কেন?

গরীব। কি ব'লতে এসেছেন, বলুন।

রাজ। জানতে এসেছি—তোমার ব্যূহ-রচনার কৌশল। আমাকে কোথায় থাকতে হবে?

গরীব। আমি দোবারিতে, নাইনি ঘাটে আপনি—দৈসুরীতে জয়সিংহ।

রাজ। জয়সিংহ আসে নি।

গরীব। জয়সিংহও আসে নি?

রাজ। কই এখনও ত এলো না! অথচ দু'দিন পূর্ব্বে তার এখানে

আসা উচিত ছিল। সেনাপতি! কি রাজাজ্ঞার প্রচার হয়েছে জানো?

গরীব। জানি রাণা, এই রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে, যে মেবারী এখানে না উপস্থিত হবে, তার প্রাণদণ্ড।

রাজ। যদি জয়সিংহ না উপস্থিত হ'তে পারে?

গরীব। তার প্রাণদণ্ড।

রাজ। পারবে দিতে জয়সিংহকে সেই দণ্ড?

গরীব। নরসিংহ রাজসিংহের আদেশ—আমি তাঁরই আজ্ঞাবহ সেনাপতি।

রাজ। আমি ব'লছি গরীবদাস, তুমি এ যুদ্ধে জয়ী হ'তে পারবে।

প্রস্থান

গঙ্গাদাসের প্রবেশ

গঙ্গা। সেনাপতি!

গরীব। এই যে তোমাকে পেয়েছি। দাদা! দৈসুরীবাট রক্ষার ভার গ্রহণ করুন।

গঙ্গা। না।

গরীব। না?

গঙ্গা। আর কোনও যোগ্য ব্যক্তিকে ভার দাও। আমি এইরাত্রেই মেবার পরিত্যাগ ক'রব। ভবিষ্যৎ-রাণার দেহরক্ষা আমার সঙ্কল্প।

গরীব। রাণার আদেশ তোমার জানা আছে?

গঙ্গা। আছে—মেবার পরিত্যাগীর প্রাণদণ্ড। যুদ্ধাবসানে, যদি জীবিত থাকি, আমি ফিরে এসে মাথা দেব গরীবদাস। যদি মরি, রণস্থলের যে-কোন স্থান থেকে আমার দেহের অনুসন্ধান ক'রে আমার শিরশ্ছেদ ক'র।

গরীব। যাও, শক্তাবৎ। আর পিছন ফিরে চেয়ো না। তোমার মুখ দেখা ছাড়া আমার অপর কর্ত্তব্য আছে।

[গঙ্গাদাসের প্রস্থান]

এই ঠিক—ঠিক পারবো—মহাত্মা রাণা রাজসিংহ, তোমার মর্য্যাদা নিশ্চয় রক্ষা ক'রবো। একদিকে তিন লক্ষ—অন্যদিকে—[illegible]—সংখ্যা মুখে আনতে লজ্জা করে, তবু রাণা, জয় তোমাকে এনে দেবো।

সুজাতার প্রবেশ

সুজাতা। এই ত শক্তাবতের যোগ্য কথা!

গরীব। তুমি! খঞ্জ পর্য্যন্ত এতক্ষণে পাহাড়ে উঠেছে!

সুজাতা। দেখেছি শক্তাবৎ। দেখে—সেনাপতিকে দেখা দিতে এসেছি, দেখতে আসি নি। আশীর্ব্বাদ বহন ক'রে দিতে এসেছি, নিতে আসি নি।

গরীব। মাতাজী আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

সুজাতা। না—ধর্ম্মে পতিত যে, মা তাকে আশীর্ব্বাদ দেন না। তুমি ভীমসিংহের নিন্দা ক'রেছ, রাণীর নিন্দা ক'রেছ—এই একটু আগে আমার ভাসুরের, তোমার মহামতি জ্যেষ্ঠ সহোদরের—নিন্দা ক'[illegible]। ধর্ম্মে পতিত হয়েছ। তাঁরা অপরাধ ক'রে থাকেন—রাজার [illegible]দেশে তুমি তাদের প্রাণদণ্ড দিও—নিন্দা ক'রবার তুমি কে? সাবধান শক্তাবৎ, জয়লক্ষ্মী তোমাকে বরণ ক'রতে এসে মলিনমুখে যেন দ্বারদেশ থেকে ফিরে না যায়।

দূরে কামান-শব্দ

গরীব। অপরাধ—অপরাধ—ওই তারা আসছে—আর দাঁড়াতে পারি না। যদি তোমার আশীর্ব্বাদে পাপমুক্ত হই—কর আশীর্ব্বাদ সুজাতা।

সুজাতা। (পত্র-পাত্র বাহির করিয়া) এই নাও—যে যশোদাময়ীর স্নেহরসে দ্বাপরে পুরুষোত্তম পুষ্ট হয়েছিলেন—সে দিন যা রসনায় স্পর্শ ক'রে, মৃত ভীমসিংহ ভীমের বল মৃত্যুর ঘর থেকে লুটে এনেছে—এই নাও সেনাপতি, মেবারেশ্বরীর সেই মানুষকে অমর-করা সুধাপাত্র। এই নাও উষ্ণীষে বাঁধ। বেঁধে, সেই সর্ব্বমেবারীর মাকে প্রণাম ক'রতে ক'রতে চলে যাও।

গম্যতামর্থলাভায় ক্ষেমায় বিজয়ায় চ।
শত্রুপক্ষ বিনাশায় পুনরাগমনায় চ॥

প্রস্থান

গরীব। মেবারেশ্বরী—(প্রণাম করণ)—

জয়সিংহের সবেগে প্রবেশ

জয়। সেনাপতি! সেনাপতি! আমি এসেছি।

গরীব। দৈত্যুরী—দৈত্যুরী—দৈত্যুরী।

জয়। চ'লেছি—সেনাপতি, চ'লেছি।

জয়সিংহের বেগে প্রস্থান। গরীবদাস গমনোদ্যত

রাজসিংহের পুনঃ প্রবেশ

রাজ। গরীবদাস! গরীবদাস! দ্বিপ্রহর হ'তে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব। কিন্তু রাণী ত এলো না! ব'লে যাও—রাণার যে আদেশ—সরদারের মধ্যে এখানে একমাত্র তুমি সাক্ষী বর্ত্তমান—ব'লে যাও গরীবদাস, সে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা শুধু কি পুরুষের পক্ষে?

বীরাবাইয়ের প্রবেশ

বীরা। না মহারাণা!

অভিবাদনান্তে সহাস্তবদনে গরীবদাসের প্রস্থান

রাজ। হুঁ! মেবারেশ্বরী! একটু দূরে থাক—একটু পেছিয়ে যাও—একটু একটু। কাছে এলে তোমাকে দেখতে পাব না—এখনি আমাকে নাইনি ঘাট ছুটতে হ'বে—পথ ঠিক ক'রতে পারব না।

বীরা। অপত্য নির্ব্বিশেষে যাঁর প্রজাপালন, তাঁর [illegible] পক্ষে আদেশ পৃথক নয়। তবে রাণা, আমি এসেছি।

রাজ। যাও আরবল্লী-গৃহে—গৃহকর্ত্রী!

বীরা। চ'ললুম রাণা।

রাজ। হাঁ—যাও। সমস্ত মেবার-পুরাঙ্গনা তোমাকে না দেখে, আমার নিন্দায় প্রতি শৈলরন্ধ্র পূর্ণ ক'রছে।—যাও—(বীরা চলিলেন) তবে—(বীরা ফিরিলেন) না—যাও (বীরা চলিলেন) যাচ্ছ?

বীরা। আমার পুত্র-সম্বন্ধে কিছু কি জিজ্ঞাসা ক'রতে চান রাণা?

দূরে দ্বিপ্রহরের ঘণ্টাধ্বনি

রাজ। না—না—তোমার ওষ্ঠ নিস্পন্দ হ'ক্—আমার কর্ণ বধির হ'ক।

বীরা। মেবারপতির চক্ষু প্রস্ফুটিত হ'ক! ভীম সিংহ!

ভীমসিংহের প্রবেশ

ভীমসিংহ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া—রাজসিংহকে প্রণাম করিল।
রাজসিংহ ভীমসিংহকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিলেন

ষষ্ঠ দৃশ্য

মেবার সীমান্ত—শিবির সম্মুখ

আকবর ও রামসিংহ

রাম। উদয়পুর পর্য্যন্ত খবর নিয়ে এসেছি—সা'জাদা!

আক। মেবারী সেখানে নেই?

রাম। মেবারী কেন, একটি প্রাণীও নেই।

আক। তা হ'লে শুধু ঘাট ছেড়ে নয়—

রাম। ঘর ছেড়েও পালিয়েছে!

আক। দোবারীতে একটিও মেবারী নেই, দৈসুরিতে নেই, উদয়-পুরেও নেই—মেবারী গেল কোথা রামসিংহ?

রাম। কোথায় গেল বুঝতে পারলেন না সা'জাদা? প্রথম আক-বরের নামে প্রতাপসিংহ যেখানে পালিয়েছিল, দ্বিতীয় আকবরের নামে রাজসিংহ ঠিক সেই স্থানটিতে পালিয়েছে। তার নাম পাহাড়। তার গায়ে বড় বড় গর্ত্ত—তাদের নাম গুহা। পায়ের তলায় তার বড় বড় শাল—তার নাম জঙ্গল।

আক। তা হ'লে উদয়পুর দখলের এমন সুযোগ আর ত আমি ছাড়তে পারি না রামসিংহ!

রাম। মনের ভিতরে সেই জিনিষটা যদি ছাড়তে না চান—যেটার মূল্য হাজার মেবারের তুল্য—তা হ'লে এখনি।

আক। কি বল, এখনি?

রাম। আর বলাবলি নেই সা'জাদা, এক এক কথায় এক একটা বছর চ'লে যাচ্ছে।

আক। পিতা আজমীর থেকে বেরিয়েই অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন—পথেই তাঁকে তাঁবু ফেলতে হয়েছে।

রাম। এই সুযোগ—

আক। দিলীর খাঁকেও পিতার জন্য আটক পড়তে হয়েছে।

রাম। সুযোগের ওপর সুযোগ।

আক। ভাই আজিম্ আস্তে আস্তে, আমার সেনাপতি হবার কথা শুনে, পথ থেকে ফিরে গেছে। মৌজাম মার্হাট্টাদের সঙ্গে লড়ায়ের অছিলা ক'রে এলো না।

রাম। সুযোগের ওপর সুযোগ, তাতে একটা বিরাট মজা-যোগ ছাড়বেন না সা'জাদা, কিছুতেই এই মজা-যোগ ছাড়বেন না।

জনৈক চরের প্রবেশ

আক। খবর আচ্ছা?

চর। আচ্ছা জনাবালি—সমস্ত মেবারি নাইনির পাহাড়ে পালিয়েছে। ঘাট আগ্‌লে সমস্ত মেবারী পলটন নিয়ে স্বয়ং রাণা।

আক। যাও—শুনে সন্তুষ্ট হলুম।

চরের প্রস্থান

রামসিংহ—ভাই, তোমার কথা এখন দেখ্‌ছি বহুমূল্য।

রাম। বুদ্ধিমানের কাছে তাই—বোকার কাছে অ-মূল্য।

দেহরক্ষীর প্রবেশ

দে, র। হুজুরালি, তহ্বর খাঁ।

আক। আদাব দাও।

দেহরক্ষীর প্রস্থান

এ বৃদ্ধকে নিয়ে কি করি রামসিংহ! ও সঙ্গে থাকলে ইচ্ছামত ত চলাফেরা ক'রতে পারব না! দিলীর খাঁকে সরিয়েছি। লড়াই ছ'কে নিয়েই সে বৃদ্ধকে খালাস দিয়েছি। এ বৃদ্ধকে সরাই কেমন ক'রে!

রাম। এ ত মজা-যোগের যোগাযোগ! এই যে একটু আগে চর এসে বুড়োকে তাড়া'বার উপায় ব'লে গেল!

আক। ঠিক ব'লেছ রামসিংহ। তোমাকে আমি আগে ভাঁড় মনে ক'রতুম। এখন বুঝলুম, তুমি অতি বুদ্ধিমান।

রাম। তখন যে আমি মোগলসভার রামসিং। আর এখানে যে

আমি রণক্ষেত্রে রামসিংহ। রণক্ষেত্রে এলেই রাজপুতদের আসল বুদ্ধি খুলে যায়।

আক। নাইনি—নাইনি।

রাম। এই—নাইনি—নাইনি। যতই বৃদ্ধ হাঁ-না, তা-না ক'রবে, ততই আপনি ক'রবেন—নাইনি—নাইনি।

আকবর বাহিরের দিকে চাহিল, তারপর রামসিংহের
স্কন্ধ স্পর্শে ইঙ্গিত করিয়া বলিল—চুপ

তয়বর খাঁর প্রবেশ

আক। আসুন তয়বর খাঁ, বড়ই দুঃখ, পিতা আজও এখানে পৌছতে পারলেন না।

তয়। তা আমি জেনেছি। দুঃখের কথা বটে, কেন না, দিলীর খাঁকেও সেই জন্য সেখানে আবদ্ধ হ'তে হ'য়েছে।

আক। কিন্তু আমি ত আর তাঁদের আসার অপেক্ষা ক'রতে পারি না।

তয়। পারেন না?

আক। এক লহমাও না—যদি আমার সেনাপতিত্বের মর্যাদা রক্ষা ক'রতে হয়। আমি এখান থেকেই মেবার আক্রমণের ব্যবস্থা ক'রছি।

তয়। আমি অনুরোধ করি, আপমি অন্ততঃ দিলীর খাঁর আসার অপেক্ষা করুন। কেন না, আমি স্থির জানি, তিনি বরাবর সম্রাটের কাছে থাকতে পারবেন না।

আক। আপনি পাকা সেনাপতি থাকতে তবে আমাকে আর সেনাপতি ক'রবার রহস্য কেন?

রাম। আপনি যখন এসেছেন, তখন আপনি এ যুদ্ধের ভার নিন—সা'জাদার কলঙ্ক মোচন হ'ক।

তয়। না সা'জাদা আপনিই এ যুদ্ধের সেনাপতি। কি জন্য আমাকে তলব ক'রেছেন—বলুন।

আক। আমার অনুরোধ—

*[তয়। আদেশ ব'লতে কুণ্ঠিত হবেন না।

মন্‌সব্‌দারগণের প্রবেশ

আক। মন্‌সবদারগণ! এখনি আপনারা যে যার ফৌজ নিয়ে দোবারীর মুখে একত্র হ'ন। আর আজমীর-সুবেদার! ভাই আজিমকে তার সমস্ত ফৌজ নিয়ে দৈসুরীর মুখে উপস্থিত থাকতে আদেশ দিয়েছিলুম—আজিম এখনও এলো না—আপনারই উপর সেই ঘাট আক্রমণের ভার।

সুবে। এর পর যদি সা'জাদা উপস্থিত হ'ন?

আক। হ'ন, আপনার সহকারী হয়ে তাকে ঘাটে প্রবেশ ক'রতে হ'বে।

মন্‌সব্‌দারগণের প্রস্থান

আক। আমার অনুরোধ—]*

তয়। অনুরোধ আমি রাখতে পারব না সেনাপতি—যখন আপনি কি ক'রছেন, আমি বুঝতে পারছি না—আদেশ বলুন।

রাম। (অনুচ্চস্বরে) বৃদ্ধ সেনাপতি নিজে যখন ব'লতে ব'লছেন, তখন বলুন না—আদেশ।

আক। বেশ—আদেশ। আপনাকে নাইনির ভিতর দিয়ে যেবারে প্রবেশ ক'রতে হবে।

তয়। এখনি কি যাত্রা ক'রব?

আক। আমরা চ'লেছি।

রাম। ও। আপনার ভাগ্যে কি সুগম পথটাই পড়ে গেল।

তয়। তা আমি জানি রামসিংহ। এ আদেশ সত্য সত্যই এ বৃদ্ধের প্রতি সেনাপতির অনুগ্রহ। তোমরা যে সব পথ দিয়ে উদয়পুরে প্রবেশ ক'রবে—

রাম। ও! তয়বর খাঁ, সে সব পথ কি দুর্গম।

আক। তয়বর খাঁ! আপনার অপেক্ষা ক'রবার আর কিছু কি প্রয়োজন আছে?

তয়। আর একটা কথা—উত্তর পেলেই বিদায় হই। আপনারা ত অতি সহজেই উদয়পুরে প্রবেশ ক'রবেন—

আক। কেমন ক'রে বুঝলেন?

তয়। আমি ত তত সহজে সেখানে পৌঁছতে পারব না। পথ সকলের চেয়ে দুর্গম—রক্ষক—মেবারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী।

আক। আপনি জেনে ব'লছেন?

তয়। বহুকাল ধ'রে বিশাল মোগলসৈন্যের অধিনায়কের কার্য্য ক'রেছি, প্রকৃতি-বসে আমাকে জানতে হয়েছে সা'জাদা আকবর!

আক। বেশ, তাই যদি মনে হয়, আমরা আপনার প্রতীক্ষায় উদয়পুরে বিজয়োৎসব স্থগিত রাখব।

তয়। আপনাকে ধন্যবাদ। (চলিতে চলিতে ফিরিয়া) কিন্তু—

আক। 'কিন্তু' ব'লে চুপ ক'রলেন কেন তয়বর খাঁ?

তয়। না থাক—সেনাপতির আদেশ পালনই আমার কার্য্য—তার ভবিষ্যৎ ভাবা আমার কার্য্য নয়।

প্রস্থান

আক। 'কিন্তু' কি বুঝতে পারলে রামসিংহ?

রাম। বিলক্ষণ বুঝেছি। ওর ভিতর থেকে হাজার মানে উঁকি মারছে, অর্থাৎ—যদি আপনি সহজে উদয়পুরে পৌঁছতে না পারেন—

আক। (হাস্য)

রাম। কিম্বা পৌছে বিপদে পড়েন—

আক। (হাস্য)

রাম। কিম্বা ঈশ্বর না করুন, আপনি যদি মেবারীদের হাতে বন্দী হন! আরও, ঈশ্বর না করুন—আপনি আরও যদি একটু কিছু হ'ন!

আক। (হাস্য) অর্থাৎ মরে যাই! চল রামসিংহ—ও বৃদ্ধ পাগলের 'কিন্তু'র ভাবনায় আর সময় নষ্ট করা চলে না। পথ নিষ্কণ্টক —চল দোবারী—দোবারী।

রাম। দোবারী—দোবারী—বৃদ্ধ আমাদের দুঃখ ক'রতে থাকুন হা-হা, হো-হো ইত্যাদি ইত্যাদি—আমরা উল্লাস ক'রতে ক'রতে চলি দোবারী—দোবারী।

*[কাম্‌বক্‌সের প্রবেশ

কাম। সেনাপতি! এ যুদ্ধে আমাকে একটা কার্য্যের ভার দিলে না?

আক। ও! তোমার কথা একেবারে মনেই ছিল না। যাও বীর, তুমি তোমার মায়ের শিবির রক্ষা করা।

কাম। যোগ্য ভার পেয়েছি—সন্তুষ্ট হয়েছি আকবর।

প্রস্থান

রাম। (হাস্য) আপনার কি প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব!

আক। সেনাপতি হ'তে হ'লে সর্ব্বাগ্রে ওই গুণটাই আয়ত্ত করা চাই রামসিংহ—নাও চল।

রাম। দোবারী—সেখান থেকে উদয়পুর—তারপর জয়পুরের ভিতর দিয়ে দিল্লী—সঙ্গে লোহার খাঁচায় পোরা রাজসিংহ—

আক। যাও ভাই রামসিংহ, সম্রাট অসুস্থ—চিন্তিত। তাঁকে গিয়ে বল, আমি উদয়পুর দখল ক'রেছি।

সপ্তম দৃশ্য

আরাবল্লী—পথ

দূরে মোগল সৈন্যগণের প্রবেশ ও প্রস্থান

ধীরে ধীরে গরীবদাসের প্রবেশ

গরীব। ব্যস্ আর কি। একেবারে পঞ্চাশ হাজার আর তাদের সেনাপতি সা'জাদা আকবর মেবারের কুক্ষিগত হ'ল!

জয়সিংহের প্রবেশ

রাণা-পুত্র! দৈসুরী থেকে তুমি কতক্ষণ আগে রওনা হয়েছিলে?

জয়। তিন ঘণ্টা আগে।

গরীব। তোমাকে যদি এক দণ্ডের মধ্যে সেখানে উপস্থিত হবার উপায় ক'রে দিই!

জয়। বল কি?

গরীব। যদি দিই!

জয়। যদি দাও—যা ক'রতে ব'লবে—তাই করি!

গরীব। ক'রতে হবে ওই পঞ্চাশ হাজার বিধ্বস্ত! এখান থেকে গিয়ে বিশ্রাম নেবার জন্য নিশ্চয় ওরা উদয়সাগরের তীরে শিবির স্থাপন ক'রবে। ক'রতে হ'বে—সেই বিশ্রাম ওদের চির-বিশ্রাম!

জয়। পথ দেখাও সেনাপতি!

গরীব। বুঝে দেখ রাণা-পুত্র, যে পথ একমাত্র তোমার জ্যেষ্ঠকে দেখা'বার জন্য সাধন-পথের মত রাণার কাছ থেকেও গোপন ক'রে রেখেছি, সেই পথ তোমাকে দেখা'ব।

জয়। অত ভয় পাচ্ছ কেন? যদি অপারক হই, মেবার সিংহাসনে কাপুরুষ জয়সিংহকে ব'সতে কোনও মেবারী দেখতে পারে না। গরীবদাস।

গরীবদাস বংশীধ্বনি করিল, ও জনৈক ভীলের প্রবেশ

গরীব। তোদের হবু রাজাকে সঙ্গে নিয়ে যা!

জয়। দৈস্থরী—দৈস্থরা—

ভীলের সহিত জয়সিংহের প্রস্থান

গরীব। হতভাগ্য ভীমসিংহ!

ভীমসিংহ ও গঙ্গাদাসের প্রবেশ

ভীম। চুপ সেনাপতি! আমার তুল্য ভাগ্যবান এ মেবারে কেউ নেই! বিশ্বাস না হয়, তোমার এই মহান্ ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা কর!

গঙ্গা। আমার প্রভুর ভাগ্য নিয়ে তোমাকে চিন্তা ক'রতে হবে না। আমরা দেখতে এসেছি, এখান থেকে মোগলের সেনানিবেশ। যদি পার, সাহায্য কর! এর পর আর তোমার সাহায্যভিক্ষার প্রয়োজন হবে না।

ভীম। ভাগহীন মনে ক'রে কি দাঁড়িয়ে রইলে গরীবদাস?

গরীব। না—না—বিস্ময়ে! ভাগ্যবান! তবে শোন, গরীবদাস চিরকালই জানে, ভীমসিংহ এ যুদ্ধের সেনাপতি! আর সে ছিল, আছে থাকবে—সেই মহাবীরের চিরানুগত সহকারী। এইবারে দেখ, মোগলের সেনানিবেশ!

দূরবীক্ষণ হস্তে একস্থান হইতে অন্যস্থানে উভয়কে লইয়া

ওদিকে নাইনির মুখে তয়বর, ফৌজ অনুমান ক'রতে পারছ?

ভীম। পঞ্চাশ হাজারের কম নয়!

গরীব। ওই জয়পুর-শিবির—ওই দূরে বিকানীর—ওই দৈসুরীর মুখে আজমীর—আর—আর—

গঙ্গা। আর প্রয়োজন নেই গরীবদাস, আমরা যা খুঁজছি দেখতে পেয়েছি—ওই—ওই—

ভীম। গরীবদাস! আমাদের আসার প্রয়োজন সিদ্ধ! আমরা সম্রাটের তাঁবুর সন্ধান ক'রছিলুম!

গরীব। খবর পেয়েছি, আসতে আসতে সম্রাট অসুস্থ হয়েছেন—এইজন্য তাঁর সেনানিবেশ একটু দূরে! দেখে রাখ—দোবারীর বাহিরের সেই স্থান—যেখানে তুমি মরণ থেকে ফিরে এসেছ! আর মনে রাখ এই করুণা পাত্র—যা থেকে বিগলিত করুণা তোমাকে আমাকে—সমস্ত মেবারীকে ধন্য ক'রেছে—মাথায় স্পর্শ কর—চ'লে যাও! কেন জানতে পারি কি?

ভীম। অবশ্য জানবে সেনাপতি। যেখানেই থাকি, আমরা সেনাপতির অধীনে কার্য্য ক'রছি।

গঙ্গা। আমরা বিকানীরের পাঁচশো উট লুটে নিয়েছি! তাই দিয়ে আমরা মোগলের দুর্দ্দশার চরম ক'রে দেব।

গরীব। অবশ্য রাজপুতের কোনও অসম্ভব কর্ম্ম অসাধ্য নেই! তবু কথাটা যেন পরিহাস ব'লে বোধ হচ্ছে দাদা!

ভীম। অবশ্য, কোথা থেকে কি হবে ব'লতে পারি না। তবে আমরা সেই অসাধ্য সাধনের প্রত্যাশা ক'রছি গরীবদাস। আমরা এমন একস্থান পেয়েছি, যেখান থেকে ঐ পাঁচশো উটের পিঠে মশাল জেলে যদি আমরা সে গুলোকে কোনও রকমে সম্রাটের সমস্ত শিবিরের দিকে ছুটিয়ে দিতে পারি, তা হলে ওই অসংখ্য শিবির দেখতে দেখতে অগ্নি-সাগরে পরিণত হ'য়ে যাবে। গরীবদাস! সমস্ত দিক দেখে আমরা কেবল সম্রাটের ছাউনী খুঁজতে এসেছিলাম। খুঁজে পেয়েছি!

সেই অগ্নির তাড়না থেকে সম্রাট মেবারের সৌভাগ্যে একবার যদি সেখানে প্রবেশ করেন, স্থির জেনো, সহজে আর তাঁকে বাইরে আসতে দেবো না! পিছনে আছে আমার—মাড়োয়ার!

গরীব। এ অদ্ভুত কথা শোনালেন রাণাপুত্র! যদি সত্য সত্যই—

গঙ্গা। আবার 'যদি' কেন মেবার-সেনাপতি! আমার প্রভুর কথায় আবার সংশয় ক'রছ কেন?

ভীম। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর—এক কথায় পাহাড় দিয়ে আমরা মোগল সৈন্যের সাহায্যের পথ রোধ ক'রবার ব্যবস্থা ক'রছি!

গরীব। অভিবাদন করি রাণাপুত্র—অভিবাদন করি বার বার—ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতে—তবু আপনার এরূপ সাহায্যের কথা, আমার মনে স্বপ্নেও কখন উদয় হয় নি।

গঙ্গা। আর বিলম্ব নয় প্রভু?

ভীম। না গঙ্গাদাস! এই অন্ধকার ভরা রাত্রির সুযোগ!

গরীব। আসুন ত্যাগীশ্রেষ্ঠ—মেবারীশ্রেষ্ঠ ঘাটের ভিতর মুখের ভার আমার।

অষ্টম দৃশ্য

মেবার সীমান্ত—আওরঙ্গজেবের শিবির

দিলীর খাঁ ও মনসব্দার

দিলীর। হুঁসিয়ার! কারও কাছে এ কথা প্রকাশ ক'রবেন না!

মন্। না জনাবালি, বুকের ভিতর এ কথা পুরে অতি গোপনে এসে—এ কথা শুধু আপনার কাছেই প্রকাশ ক'রেছি!

দিলীর। বিশেষতঃ রাজপুত—

মন্। কেউ জানবে না জনাবালি!

দিলীর। আর আমার সমস্ত পল্টন দৈস্থরীর মুখে সমবেত করুন। কালবিলম্ব ক'রবেন না।

মন্। দৈস্থরীতে ত আজমীর-স্থবেদার আছেন।

দিলীর। তিনি প্রবেশ ক'রতে পারেন নি! তয়বর খাঁ অতি দুর্গম ঘাটে প্রবেশ ক'রেছেন। উদয়পুরে তিনি প্রবেশ ক'রতে পারবেন কিনা সন্দেহ!

মন্। তা হ'লে সা'জাদা আকবরের কি হবে?

দিলীর। কি হবে, এখন বলা অসম্ভব! তবে তার গালে যদি নখের আঁচড় লাগে মন্‌সব্‌দার—থাক, এখন সে গর্ব্ব ক'রবার সময় নয়—দৈস্থরী—দৈস্থরী!

মন্‌সব্‌দারের প্রস্থান

অপর দিক দিয়া শ্যামসিংহের প্রবেশ

শ্যাম। উজীর সাহেব! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, সা'জাদা আকবরের—

দিলীর। মন্‌সব্‌দার!

মন্‌সব্‌দারের পুনঃ প্রবেশ

দাঁড়ান। এইবারে বলুন। বিকানীর-পতি—আর আস্তে কথা ব'লুন। চীৎকারে সম্রাটের ঘুমের ব্যাঘাত দেবেন না!

শ্যাম। সা'জাদা আকবরের সাহায্যে দু'হাজার উট পাঠিয়েছিলুম, তা থেকে পাঁচশো উট রাণার পুত্র ভীমসিংহ পথ থেকে লুটে নিয়েছে!

দিলীর। যান মন্‌সব্‌দার। যা আদেশ দিয়েছি তা সুসম্পন্ন করুন।

মন্‌সব্‌দারের প্রস্থান

ছি বিকানীর-পতি! এই তুচ্ছ ব্যাপারটা এত বড় ক'রে আপনি শোনাতে এসেছেন!

শ্যাম। তাই ত উজীরসাহেব, এটা ত তুচ্ছ কথাই বটে!

দিলীর। সম্রাটের তিন লক্ষ সৈন্য—আপনার সমস্ত উট বিকানীরে পাঠিয়ে দিন।

শ্যাম। বুঝতে পারি নি জনাবালি—কেন যে লুটলে বুঝতে না পেরে আমি ভয় পেয়ে গেছি!

দিলীর। সে রাণার ত্যাজ্যপুত্র—ভিখারী! ঐ উট বেচে সে জীবিকা নির্ব্বাহ ক'রবে!

শ্যাম। ঠিক ঠিক। সে ত্যাজ্যপুত্র—ভিখারী—জীবিকা নির্ব্বাহ ক'রবে!

প্রস্থান

আওরঙ্গজেবের প্রবেশ

আও। কে কথা কইলে দিলীর?

দিলীর। একি সম্রাট, শরীর আপনার অসুস্থ, শয্যাত্যাগ ক'রে এখানে এলেন কেন?

আও। দেহ অসুস্থ—কে চীৎকার ক'রে কি ব'লছিল দিলীর?

দিলীর। দোহাই জাঁহাপনা, এখনও অনেক রাত্রি, বিশ্রাম গ্রহণ করুন। সে কথা আপনার শোনবার অযোগ্য!

আও। ব'লতে আপত্তি কি?

দিলীর। বিকানীর পতি এসে ব'লছিলেন, রাজপুত্র ভীমসিংহ তাঁর পাঁচশো উট চুরি করে নিয়ে গেছে!

আও। তুমি তাকে কি ব'ললে?

দিলীর। ভিখারী সে, সেই উট বেচে সে জীবিকানির্ব্বাহ ক'রবে!

আও। কিন্তু দিলীর! তুমি ত দেখেছ, আমার নিজের হাতে রচা টুপি, আর তাতে বসানো মণিশ্রেষ্ঠ কোহিনুর—ভিখারী সে নিলে না!

দিলীর। এতে ভয় ক'রবার কি আছে সম্রাট?

আও। ভয়? কবে, কোন্ ভীষণ অবস্থায় কাকে ক'রেছি দিলীর খাঁ?

দিলীর। দেহ আপনার দুর্ব্বল ক'লেই ব'লছি জাঁহাপনা!

আও। তের বৎসরের বালক, একটা গলির মত পথ, সুমুখে হাজার লোকের প্রাণ-লওয়া এক প্রকাণ্ড মত্ত মাতঙ্গ, যে যেখানে রক্ষী ছিল, বীর ছিল, আমাকে স্থানচ্যুত ক'রতে অপারক হ'য়ে পালিয়ে গেল, আমি দাঁড়িয়ে সেই মত্ত হস্তীকে আদেশ ক'রলুম। সে সেলাম ক'রে আমাকে মাথায় তুলে দরবারে রেখে এল!

দিলীর। আপনার তুল্য নির্ভীক পুরুষ এ জগতে আর আছে কি না জানি না!

আও। সেই ক্ষুদ্র বালকের দেহে কত খানি বল ছিল দিলীর খাঁ?

দিলীর। অপরাধ ক'রেছি খোদাবন্দ্!

আও। অপরাধ নয় ভাই! ভুল! (হাস্য) ভুল—ভুল! এই ভুলের ভেতর দিয়ে এত বড় দীর্ঘ জীবনটাকে কেমন ক'রে চালিয়ে এলুম দিলীর? আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য! মানুষ আপনাকে এমন ক'রে ভুলে থাকতে পারে! আশ্চর্য্য! অথচ এক মানুষকে আর এক মানুষ বলে —স্বার্থপর! দিলীর খাঁ! কি আশ্চর্য্য! এই দুর্ব্বল দেহই শেষ কালে কি না আমার গুরু হ'ল!

দিলীর। জাঁহাপনা আমি যে বুঝতে পারছি না!

আও। অপরিচিতের মত এসেছি, আবার অপরিচিতের মত দুনিয়া থেকে চ'লে যাচ্ছি। কে আমি, কোথা থেকে এসেছি, কোথায়

চ'লেছি—ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লুম! দিলীর! দেখি আত্মা আমার দেহ থেকে বেরিয়ে গেল? উঠতে লাগলো, উর্দ্ধ হ'তে আরও উর্দ্ধে—আরও উর্দ্ধে। দুনিয়ার লোক তার পানে চেয়ে রইল—আমিও চেয়ে রইলুম! তারা ডাকলে 'সম্রাট'! উত্তর এলো না। 'আওরঙ্গজেব'! (মাথা নাড়িলেন)। 'আলমগীর্'! (মাথা নাড়িলেন) উত্তর এলো না! 'মানব'! একবার যেন চেয়ে দেখলে। 'অতি মানব'! দিলীর! দেখতে দেখতে সেই মুখ প্রফুল্ল হ'ল। তারপর কে যেন—কে যেন কোথা হ'তে ডাকলে 'মুসলমান'! আত্মার মুখ হতে বাণী নির্গত হ'ল 'ওই আমি'! তারপর! কি এক পাহাড়ের বুক-চেরা ঘর—বিশাল গুহা—তার ভিতরে পিপাসার্ত্ত আলমগীর্! জল জল—আত্মার পিপাসা—চাই জল। চারিদিক থেকে দুনিয়ার লোক পিয়ালা হাতে ক'রে ছুটে এলো! হিন্দু, মুসলমান, ইহুদি, পার্শী, ক্রিশ্চান! কিন্তু দিলীর কারও জল আমি মুখে তুলতে পারলুম না! বুঝি আত্মা চেয়েছিল—সত্যের ঝরণা থেকে ঝরা জল! কেউ দিতে পারলে না—হিন্দু, মুসলমান, ইহুদি, পার্শী, ক্রিশ্চান। তুমি শেষে জল নিয়ে এলে, তোমারও জল পান ক'রতে পারলুম না! কেন পারলুম না, দিলীর খাঁ?

দিলীর। হজরৎ! এ হতভাগ্য আপনাকে প্রতারণা ক'রেছে

আও। কি ক'রেছ?

দিলীর। কৌশল ক'রে আকবরকে সকল সা'জাদার আগে আপনার কাছে উপস্থিত করিয়েছি!

আও। তুমি তাকে এনেছ?

দিলীর। নইলে কস্মিন্ কালেও অত শীঘ্র সে দিল্লীতে উপস্থিত হ'তে পারত না!

আও। কোথা থেকে তাকে এনেছ?

দিলীর। এলাহাবাদ থেকে!

আও। কিন্তু সে আমাকে ব'ললে, 'বাঙ্গলা থেকে ফিরে আসছি!'

দিলীর। তার ফলে—আপনাকে ব'লব না মনে ক'রেছিলুম সম্রাট!

আও। বল।

দিলীর। মেবারীর হাতে সে বন্দী!

আও। বন্দী?

দিলীর। ঠিক খবর জানতে এখনি আমাকে মেবারে প্রবেশ ক'রতে হবে।

আও। তয়বর?

দিলীর। তাঁকে এমন দুর্গম পথ দিয়ে উদয়পুরে যেতে আদেশ ক'রেছে, বোধ হয় জীবিত সেখানে তিনি উপস্থিত হ'তে পারবেন না! ব'লে গেছেন—'যদি ফিরে, বিদ্রোহী হ'ব!'

আও। দিলীর। আমি দোবারী মুখে প্রবেশ ক'রব!

দিলীর। জাঁহাপনা! এই দুর্ব্বল দেহে—

আও। বেগম সাহেব!

উদীপুরীর প্রবেশ

ভা'য়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রবার ইচ্ছা আছে?

উদি। ইচ্ছার পূরণ কেমন ক'রে হ'বে সম্রাট? আপনি ত বন্দী হবেন না।

আও। তোমার কথার অর্থ বুঝেছি প্রিয়তমে! জীবিত রাজসিংহকে আমি বন্দী ক'রতে পারব না!

উদি। কিছুতেই না! যদি উদিপুরী-অভিমান আমার সত্য হয়!

আও। শুনে সুখী হ'লুম। দিলীর খাঁ, দোবারী—দোবারী! আগে আমার দোবারী প্রবেশের ব্যবস্থা কর?

নবম দৃশ্য

উদিপুরীর শিবির

কাম্‌বক্‌স্

কাম। *[(চোখ মুছিতে মুছিতে) আলো—আলো, আরও আলো! এ কিসের আলো মা! চোখ বুজ্‌লে যা আরও সমুজ্জ্বল হয়? কিন্তু ওই সমুজ্জ্বল আলোর পথ রোধ ক'রতে অপূর্ব্ব রূপ নিয়ে অসংখ্য ওরা কারা? এক একটি যে সহস্র রূপকুমারী! কিন্তু ওদের ভিতর একটিকেও তোমার মত ত সুন্দরী দেখছি না! যা রূপ চ'লে যা! রূপ মিলালো! কিন্তু ওর ভিতর থেকে ভেসে উঠ্‌লো—কি অপূর্ব্ব শ্রবণ-বিমোহন মিলন সঙ্গীত!]* তাই ত এ ক'রেছিলুম কি? মায়ের শিবির রক্ষায় নিযুক্ত হ'য়ে এমন গভীর ঘুমে চোখের পলক জড়িয়ে ফেলেছিলুম!

আলু থালু বেশে উদিপুরীর প্রবেশ

উদি। কাম্‌বক্‌স্! কাম্‌বক্‌স্!

কাম। কি হ'য়েছে মা?

উদি। আমি বড় বিপন্ন।

কাম। পিতার কি কোন—

উদি। না—না, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিদ্রিত! এমন সুনিদ্রা তাঁর এ বিশ বৎসরের মধ্যে আমি দেখি নি!

কাম। তবে?

উদিপুরী ভিতরে গিয়া রূপকুমারীকে লইয়া আসিল

উদি। বিপদ—এই দেখ!

কাম। বুঝেছি!

রূপ। ভাই, আদাব!

কাম। আদাব—ভগিনী, আদাব।

রূপ। বিস্মিত হ'চ্ছ ভাই দেখে?

কাম। না ভগিনী, তুমি রাজপুতনী!

রূপ। আমার সাম্রাজ্ঞী-মাকে দেখতে এসেছি। এসেছি স্বামীর আদেশে—

কাম। এসে, আমাদের মুখোজ্জল ক'রেছ রাণা-মহিষী।

রূপ। দেখতে এসেছি, আমার সে কেমন মা, যে তোমার মত ভাইকে গর্ভে ধারণ ক'রেছে!

উদি। কাম্‌বক্‌স্! এইবারে তোমার ভগিনীর মর্য্যাদা রক্ষা কর—তাকে মেবার সীমান্তে রেখে এস'!

কাম। তাতো আমি পারব না মা!

উদি। মাথায় বাজ হেনো না কাম্‌বক্‌স্! তোমার এ ভগিনীর মর্য্যাদা জান্‌বে—এখন আমার মর্য্যাদা হ'তে সহস্রগুণে অধিক! পাগলিনী এসেছে!—এ আসা কল্পনায় আনতে পারি নি! তাকে সসম্মানে আমার কল্পনার বাইরে রেখে এসো!

কাম। আমি পিতৃদ্রোহী হ'তে পারব না মা!

রূপ। ভয় ক'রছ কেন মা, মানরক্ষার উপায় তোমার কন্যার সঙ্গে আছে।

কাম। উপায় হয়েছে—উপায় হয়েছে—ভিতরে যাও! ভিতরে যাও।

উদিপুরী ও রূপকুমারীর অন্তরালে গমন

রামসিংহের প্রবেশ

কাম। প্রিয় বন্ধু রামসিংহ! (রামসিংহ মুখ ফিরাইল) ভাই বন্ধুর একটা অনুরোধ রাখবে?

রাম। অনুরোধ? বন্ধু? সেই রূপনগরের কথা স্মরণ কর!

কাম। সর্ব্বদাই সেদিনের কথা আমি স্মরণ করি ভাই! তুমি আমাকে অম্বর দুর্গে আবদ্ধ ক'রতে পার নি ব'লে, আমি তোমার চেয়েও দুঃখিত!

রাম। রহস্য কেন? সে দুঃখ শীঘ্রই মিটিয়ে দিচ্ছি, সা'জাদা কাম্‌বক্‌স্! (প্রস্থানোদ্যত) শুনেছ কি—সা'জাদা আকবর উদয়পুর দখল ক'রেছেন।

কাম। ভাই আমার পৃথিবী জয় করুক! তুমি আমাকে রক্ষা কর।

রাম। আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না—বুঝতে চাইও না। শুনে রাখুন সা'জাদা, ক্ষুদ্র ভুঁইয়ার সম্মুখে আমার সে অপমান আমি এ জীবনে ভুলতে পারবো না!

কাম। যদি খাঁটি রাজপুত হও—তা হ'লে তোমাকে তা ভুলতে নিষেধ করি রামসিংহ।

রাম। রাজপুত আমি।

কাম। তা হ'লে দাঁড়াও রাজপুত, মুহূর্ত্তের জন্য! মা! নিয়ে এস—সঙ্কোচ ক'রো না—সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে যে, সে একজন রাজপুত!

উদিপুরী ও রূপকুমারীর পুনঃ প্রবেশ

উভয়কে দেখিয়া রামসিংহ বিস্মিত নেত্রে দাঁড়াইল

এই নাও রাজপুত, রাণা-মহিষীকে নিরাপদে মেবার সীমান্তে পৌঁছে দেবার ভার আমি তোমাকে দিলুম।

রাম। সা'জাদা কাম্‌বক্‌স্!

কাম। ভার নিয়ে, বিপন্না আমার মাকে আর বিপন্ন আমাকে রক্ষা কর!

রাম। হাঁ মা সম্রাট মহিষী! যদি আমি তোমার পুত্রের উপর

সমস্ত ক্রোধ এই দণ্ডে ভুলে যাই—তা হলে কি আমি আর রাজপুত থাকবো না ?

উদি। তুমি রাজপুত-শ্রেষ্ঠ হবে রামসিংহ !

রাম। সা'জাদা কাম্‌বক্‌স ! হ'ক আকবর বিশ্ববিজয়ী ; আজ থেকে একমাত্র তুমিই আমার সম্রাট ! এস মা রাণা-মহিষী, সন্তান হতে পারে অধম, কিন্তু—তার বাহুযুগল অধম নয় ! এস, মা সঙ্গে এস !

রূপকুমারী ও রামসিংহের প্রস্থান

দিলীরের প্রবেশ

দিলীর। এই যে—এই যে সম্রাজ্ঞী, এখনি আপনাকে অন্যত্র যেতে হবে।

উদি। এই অবস্থায় ?

দিলীর। এই অবস্থায় (নেপথ্যে কোলাহল) ওই আগুন আপনার তাঁবু গ্রাস ক'রতে আসছে। সা'জাদা কাম্‌বক্‌স্ শীঘ্র মাকে নিয়ে সম্রাটের অনুসরণ কর।

উদি। কি জন্য যাব একবার শুন্‌তে পাব না উজীর ? (নেপথ্যে কোলাহল)

দিলীর। বল্‌তে লজ্জা হ'চ্ছে বেগম সাহেব। একটা মেবারী বালক উটের পিটে জ্বলন্ত মশাল জেলে, এমন গোপনে আমাদের সেনানিবেশের দিকে ছুটিয়ে দিয়েছে যে, কেউ আমরা বুঝতে পারি নি ! দেখ্‌তে দেখ্‌তে—ব্যাপার বুঝ্‌তে না বুঝ্‌তে—আমাদের তাঁবু ধ'রে গেছে। বাতাস তার উপর শত্রুতা করছে। চারিদিকে আগুনের ভেল্‌কী। (নেপথ্যে কোলাহল) আগুন এগিয়ে আস্‌ছে। আর আমি দাঁড়াতে পারি না।

কাম। চলুন উজীরসাহেব, মাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি।

দিলীর। আর আমি আস্‌তে পার্‌ব না।

উদি। চলুন উজীর!

দিলীরের প্রস্থান

অগ্নি দিয়ে অগ্নির নির্ব্বাণ। এ আগুনের স্ফুলিঙ্গ কোথায় প্রথমে বেরিয়েছিল, জান কি কাম্‌বক্‌স্?

কাম। রূপনগরে—ওই যে সে জল্‌জ্বলে শিখার মূর্ত্তিতে চ'লে গেল মা!

দশম দৃশ্য

আরাবল্লী—দৃশ্যান্তর

রাজসিংহ ও দয়ালসা

দয়াল। কিন্তু অদ্ভুত লীলা দেখা'লে আমার প্রভু!

রাজ। ভুল ক'রবেন না দেওয়ান! অসম্ভবের সম্ভব—এ দেবতার লীলা—মেবারী জাতিকে ধ্বংস থেকে রক্ষা ক'রবার জন্য। নইলে শুনলেন না, একটা বালক একটা হাস্যাস্পদ কৌশলে সমস্ত মোগল সৈন্যকে ছত্রভঙ্গ ক'রে দিলে!

দয়াল। সম্রাজ্ঞীকে রাণীমার হাতে সমর্পণ ক'রেছি।

রাজ। এইবারে সা'জাদা আকবরের পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করুন। একদিন সম্রাট দোবারীর গুহায় আবদ্ধ—সঙ্গে কে আছে, কি আছে জানি না। আমিও আর থাকব কি না বলতে পারছি না। পুরুষসিংহ তয়বরকে নাইনীর পথে শয়ন করা'তে আমার দেহের এমন একটা স্থান নেই যেখানে ছিদ্র হয় নি। দেওয়ান! এখনি আমি সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রব।

দয়াল। একটু শুশ্রূষার অপেক্ষা কর রাজা!

রাজ। না দেওয়ান, অনুরোধ ক'রবেন না। আমরা জয় ক'রেছি মনে ক'রবেন না।

দয়াল। এমন মনে ক'রব কেন রাজা, এখনও যা মোগল অবশিষ্ট আছে, এই হতাবশিষ্ট মেবারীগুলোকে শেষ ক'রে উদয়পুরে প্রবেশ তাদের অসম্ভব নয়।

রাজ। আর তারা যে আসবে না, এটা একেবারেই মনে ক'রবেন না। দিলীর খাঁ এখনও বেঁচে আছে। সম্মিলনের এমন শুভ সুযোগ আর আসবে না।

দয়াল। বেশ রাণা সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।

দয়ালসার প্রস্থান

রাজ। গরীবদাস।

গরীবদাসের প্রবেশ

তোমার কার্য্য তুমি সুসম্পন্ন ক'রেছ, জয়সিংহ তার কার্য্য ক'রেছে। আর ভীমসিংহ! তার কার্য্য—আর তাকে বুঝি বক্ষে ধ'রতে পাব না। ওই গুহামুখে অগ্নি-সাগর মধ্যে যুদ্ধ—ক্ষুদ্র বাহিনী বুঝি ডুবে গেল। দাও গরীবদাস, এই বারে আমার কর্ত্তব্য ক'রতে দাও।

গরীব। করুণ রাণা—আপনি সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

গরীবদাসের প্রস্থান

নেপথ্যে কামানধ্বনি

বীরাবাইয়ের প্রবেশ

বীরা। মহারাণা! সম্রাজ্ঞী সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা ক'রব?

রাজ। একি রাণী! গৃহকর্ত্রী তুমি, কি ক'রবে জিজ্ঞাসা ক'রতে

আমার কাছে এলে? আমি তাকে ভগবান একলিঙ্গের নাম নিয়ে ধর্ম্ম-ভগিনী ব'লে গ্রহণ ক'রেছি!

বীরা। আমিও তাকে সেই আদরেই গ্রহণ ক'রেছি রাণা, তার সহচরীদের, তার সঙ্গিনীদেরও আমার ক্ষমতার যোগ্য সম্বর্দ্ধনা ক'রেছি, কিন্তু সাম্রাজ্ঞী সম্রাটকে দেখ্‌বার জন্য ব্যাকুল হয়েছে।

রাজ। তুমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও।

বীরা। আপনার আদেশের অপেক্ষা না ক'রে নিয়ে যাচ্ছিলুম।

রাজ। কি হয়েছে প্রকাশ ক'রে বল রাণী, এখন আর আমার দাঁড়া'বার পর্য্যন্ত সময় নেই!

বীরা। ঘাটের পথে—

রাজ। ঘাটের পথে কি—শীঘ্র বল—শীঘ্র বল!

বীরা। সর্ব্বাঙ্গে আহত—ভূপতিত—তৃষ্ণার্ত্ত—ভীমসিংহ!

রাজ। তুমি দেখে ফিরে এলে?

বীরা। চারিদিকে মেবারীর চক্ষু ব'লে উঠবে, সপত্নী-পুত্রের মৃত্যু দেখতে তার বিমাতা এসে উপস্থিত হয়েছে।' রাণা আমার দুর্ভাগ্য—আমি ভীমসিংহের বিমাতা।

রাজ। বুঝেছি! যাও রাণী—আমি যাচ্ছি!

একাদশ দৃশ্য

আরাবল্লী—দৃশ্যান্তর

ভীমসিংহ

ভীম। ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু করা সম্ভব, হে ঈশ্বর, তার সহস্রগুণ কার্য্য আমাকে দিয়ে করিয়েছ। চোখে দেখেও যা মানুষে বিশ্বাস ক'র্‌তে পারবে না! মা, মা! এ বুঝি করুণাধারায় উজ্জীবিত

শক্তি! পাঁচশো প্রকাণ্ড মোগলবাহিনী দেখতে দেখতে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো—তাদের প্রায় সমস্ত তাঁবু, সমস্ত রসদ পুড়ে গেল—আর তাদের রাজাকে প্রাণরক্ষার জন্য দোবারী ঘাটের ভিতরেই আশ্রয় নিতে হ'ল! এ ভেল্‌কির খেলা ভাবতেও আমার সামর্থ্য নেই। যাক্, আবার আমি একা!

গঙ্গাদাসের প্রবেশ

গঙ্গা। ঠিক খবর জেনে এসেছি প্রভু সম্রাট্ দোবারীর ভিতরে আবদ্ধ। তাঁকে উদ্ধার ক'রতে সাত বার মোগল সৈন্য মরিয়া হয়ে ঘাটের মধ্যে প্রবেশ ক'রেছিল, সাত বারই অপারক হয়ে ফিরে এসেছে। সম্রাট-মহিষীও শুনলুম, মেবারীর হাতে পড়েছেন।

ভীম। আমাদের আর কিছু আছে?

গঙ্গা। যা আছে তা আঙ্গুলে গোণা যায়।

ভীম। ভাই, এইবার আমাকে বিদায় দাও।

গঙ্গা। ভৃত্য কি অপরাধ ক'রলে প্রভু!

ভীম। তুমি সেই সব সহচর নিয়ে অন্য যে কোনও স্থানে মহারাণার কার্য্য কর। আমি এই দোবারীর মুখে দাঁড়াব।

গঙ্গা। আমরাও কি দাঁড়াতে জানি না রাণা-পুত্র!

ভীম। ক্ষোভ ক'র না ভাই! ওখানে দাঁড়ানো মানে আত্মহত্যা। সাত বার মোগল ফিরেছে—চিরকালের মত ফেরে নি গঙ্গাদাস। আবার মোগল আসবে! এবারে যার সঙ্গে আসবে, সম্রাটের কাছে উপস্থিত না হয়ে ফিরবে না।

গঙ্গা। সে খবরও পেয়েছি—দৈসুরীর মুখ থেকে ফৌজ সংগ্রহ ক'রে স্বয়ং দিলীর খাঁ এই দিকে ছুটে আসছেন।

ভীম। আমি এই সম্রাট-দত্ত তরবারি নিয়ে তার গতিরোধের

রহস্য ক'রতে ওইখানে দাঁড়াব। গঙ্গাদাস! ওইখানেই আমার মা আমাকে মরণের রাজ্য থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। আর যখন সেবারে ফিরতে পারব না, তখন এই শ্রেষ্ঠ তীর্থে, যেখানে আমার মায়ের পদরেণু পড়ে আছে—সেইখানে মাথা রেখে ঘুমুতে আমার সাধ হয়েছে।

গঙ্গা। আমিও ওই তীর্থে ঘুমুতে চাই প্রভু। কনিষ্ঠের হাতে আমার মাথাটা দিয়ে তার সমস্ত জীবনটা অশান্তিময় ক'রতে চাই না।

ভীম। তবে আর কথায় সময় নষ্ট কেন, প্রস্তুত হও শক্তাবৎ!

গঙ্গাদাসের প্রস্থান

হে ঈশ্বর, এ যুদ্ধের পরিণাম দেখব, সে আশা আমার নেই। আমার শেষ প্রার্থনা প্রভু, আমার মহান্ পিতা আর সেই মহানুভব সম্রাট—উভয়েরই তুমি মান রক্ষা কর।

দ্বাদশ দৃশ্য

আরাবল্লী—দৃশ্যান্তর

আওরঙ্গজেব

নেপথ্যে কামান ধ্বনি

আও। পাহাড়ের গায়ে আছাড় খেয়ে ওই কামানের ধ্বনি মরে গেল। ওই শব্দের একটাও যদি এক বিন্দু জল আমার জন্য বহন ক'রে আনতে পারত। দাঁড়াও মৃত্যু দূরে—আমি আলমগীর্। পরাজিত অবস্থায় আলমগীর্ কখন ম'রতে পারে না। আমি দুনিয়া জয় ক'রেছি। এ গুহা যে দুনিয়ার মধ্যে ছিল, সেটা জানতুম না। তাই এই গুলা জয়

ক'রতে এসেছি। গুহা আমাকে পিপাসা দিয়ে আক্রমণ ক'রেছে। মনে ক'রেছে, পিপাসায় পাগল হয়ে আমি কাফেরের জল গ্রহণ ক'রবো। আর যেমন ক'রব অমনি এ গুহা রন্ধ্রে রন্ধ্রে আমার পরাজয়ের গান গাইতে আরম্ভ ক'র্‌বে। না—না—আমি আলমগীর্। আমি কাফেরেরও জল পান ক'রব না, জলাভাবেও ম'রব না।—কেও?

উদিপুরী কর্তৃক ধৃত হইয়া আহত ভীমসিংহের জলপাত্র হস্তে প্রবেশ—পশ্চাতে দিলীর খাঁ

দিলীর। সম্রাট আলমগীর্!

আও। দিলীর—এসেছ?

দিলীর। এসেছি প্রভু—কিছুতেই আসতে পারি না দেখে সম্মুখের এই ভীষণ বাধা চূর্ণ ক'রে সঙ্গে এসেছি। (ভীমসিংহকে দেখাইল)

উদি। ভীমসিংহ! যদি এ জলে নিজের জীবন রক্ষার অভিলাষ না থাকে, সম্মুখে পিপাসার্ত্ত আলমগীর্।

ভীম। মহিমান্বিত সম্রাট!—(হস্তপ্রসারণ)

দিলীর। যখন শুনলুম, আমার প্রভু দারুণ পিপাসার্ত্ত—পাগলের মত নিজেই এই জল সংগ্রহ ক'রে আন্‌ছিলুম। পথে আসতে আসতে আপনার সেই পূর্ব্বকথা স্মরণ হ'লো। তখন এই পিপাসার্ত্তকে— আমারই অস্ত্রে আহত—এই তৃষ্ণার্ত্তকে—এই জল দিলুম। সম্রাট! এ যুবকও আমার জল গ্রহণ ক'রলে না।

আও। কি পরিচয় নিয়ে তুমি আমাকে উপহার দিতে এসেছ ভীমসিংহ?

ভীম। আমি ভিখারী। আপনার দত্ত অস্ত্র সাহায্যেই আমি আপনাকে এখানে এনেছি। আমার কৃতজ্ঞতার উপহার।

আও। তুমি কি পিপাসার্ত্ত নও?

ভীম। আগে জল গ্রহণ করুন, পরে ব'লছি।

আও। আগে বল—

ভীম। আপনার পিপাসা কিরূপ তীব্র তা জানি না—কিন্তু আমার—উঃ—

আও। ভীমসিংহ! তুমি এই জল পান কর—আমি দেখি।

ভীম। সত্য ক'রেছিলুম, যদি রাণা রাজসিংহের ঔরসে জন্মগ্রহণ ক'রে থাকি, তা হ'লে দোবারীর ভিতরে জলগ্রহণ ক'রব না। সম্রাট! এ দোবারী।

আও। দাও—সত্যাশ্রয়ী! জল দাও।

ভীমসিংহের হস্ত হইতে জল গ্রহণ, ভীমসিংহের ভূমিতে শয়ন

উদি। ভীমসিংহ! মেবারী শ্রেষ্ঠ ভীমসিংহ!

আও। (জলপানান্তে—হাস্য) দেখ্‌ছ কি গুপ্ত-রাক্ষসী, আমি কাফেরের জল পান করি নি। ভীমসিংহ—ভীমসিংহ! একবার বল, আমি কি পরাজিত?

রাজসিংহের প্রবেশ

রাজ। অভিমানী আর কথা কইবে না—সম্রাট! আপনি অপরাজেয় আলমগীর্! মহাত্মা আকবর থেকে আরম্ভ ক'রে আপনার মহান্ পিতা পর্য্যন্ত যে কাজ ক'রতে পারগ হন নি, আপনি তাই ক'রেছেন—উদয়পুরীকে আপনি সম্বন্ধে বদ্ধ ক'রেছেন। এই সম্মুখে আমার ভগিনী—মহামান্যা সম্রাজ্ঞী উদিপুরী।

আও। মহান্ রাণা রাজসিংহ! শুনুন—ঈশ্বর এক আলমগীর্ আর এক রাজসিংহকে এক সময়ে ভারতে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু

ভারতের দুর্ভাগ্য, যৌবনে তারা দু'জনে এক সময়ে এ গুহায় প্রবেশ ক'রতে পারলে না। যখন উভয়ে প্রবেশ ক'রলে, তখন রাজসিংহ ক্ষত-বিক্ষত দেহে, আর আলমগীর্—দেহে, মনে, বাক্যে জরার পীড়নে জর্জ্জরিত। তবু এ মিলনের অভিলাষ—হে কবি, বছর যাক্, যুগ যাক্, বহু শতাব্দী চ'লে যাক্, শতাব্দীর পারে, এক দিন তোমার তুলিকামুখে আলমগীরের এ মিলন-অভিলাষ—হিন্দু-মুসলমানের মিলন-অভিলাষ মুখর হ'ক। এস ভাই, জগতের অলক্ষ্যে, এই (ভীমসিংহকে দেখাইয়া) চির-জাগ্রত সত্যাশ্রয়ীর্ সম্মুখে, এই রহস্যময় গুহামধ্যে পরস্পরকে—হিন্দু মুসলমানে—একবার আলিঙ্গন করি।

যবনিকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬